মহেন্দ্র তরঙ্গ দর্শন

তাঁর অসাধারণ তত্ত্বের প্রমাণ – যন্ত্র সহায়

সঞ্জয় ঘোষ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: এবার একটু গভীর তথা একাগ্রতা সহায় পর্যবেক্ষণ করলেই, স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে যে, পুরো রেশমি ফিতা জুড়েই, তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে, আর যে প্লাষ্টিক এর একটি সাধারণ নিয়ন্ত্রক রাখা হয়েছে, সেটিকে যদি ফিতার শুরু থেকে শেষ এবং উল্টো ভাবে টানা যায় তাহলে তরঙ্গের পরবর্তনও দৃষ্টিগোচর হবে।

দুটি যে পিন রাখা রয়েছে, সেই দুটি স্পন্দন এর সাহায্যে নির্মিত তরঙ্গের ব্যান্ড এর বর্ধিত করণ এবং পরিবর্তন দর্শন করাতে সাহায্য করবে।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র তত্ব:

এই তত্ব অনুসারে জগৎ এর উৎপত্তির কারণ হল অবশ্যই শক্তি।

এই শক্তি স্পন্দিত হওয়াতে, গতির উদ্ভব হয় এবং গতি সহযোগে যাবতীয় সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানেও হয়ে চলেছে।

এটি যে শুধুমাত্র কথার কথা নয়, সেটিই আমরা এখন বর্ণনা করছি যে যন্ত্রটির মাধ্যমে, সেটির নামকরণ করা হয়েছে, মহেন্দ্র তরঙ্গ প্রবাহ যন্ত্র।

(Mohendra Wave Propagating Instrument)

একটি ছোট ভাইব্রেটর ব্যবহার করা হয়েছে যন্ত্র টিতে, যেটি ১২ ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই থেকে চলে, একটি PWM Module এর সাহায্যে।

এই মডিউল টি ভাইব্রেটর এর স্পন্দন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ তথা কম বা বেশি করতে পারে।

এবার কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ না রেখে, কেবলমাত্র মেকানিকাল বা ফিজিক্যাল কিছু সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

আসলে যন্ত্রটির দুটি অংশ –

একটি ভাইব্রেটর ও PWM সংযুক্ত অংশ, যেটির ভাইব্রেটর এর cashing বা আবরণের সঙ্গে একটি রেশমি ফিতা যন্ত্রটির অপর অংশের সঙ্গে টান টান বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়েছে।

এবার ওই রেশমি ফিতা র ভিতর আগেই রাখা হয়েছে একটি প্লাষ্টিক এর তরঙ্গ নিয়ন্ত্রক, একটি হালকা রিং আর দুটি পিন-নির্দেশক।

ব্যাস, এতেই যন্ত্র গঠন সমাপ্ত।

যন্ত্রের কার্য :

ধরে নেওয়া হচ্ছে শক্তি তথা এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ভাইব্রেটর চালু হল।

অর্থাৎ শক্তি স্পন্দন উৎপন্ন করতে পারল।

এবারই হল আশ্চর্য জনক ঘটনা।

দেখা গেল ওই টান টান বাঁধা রেশমি ফিতায়, যে প্লাষ্টিক এর রিংটি গলানোছিল, সেটি প্রথমে স্পন্দিত হতে আরম্ভ করল এবং কিছু পরে স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করায়, তা ঘুরতেও শুরু করল!

সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, স্পন্দন থেকেই গতির উদ্ভব হয় এবং তার ফলে ঘুর্ণন এরও সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মহেন্দ্র তত্বের নির্ভুলতা নিমেষে প্রদর্শীত ও সিদ্ধ হল।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত, আগামী বিজ্ঞানের যুগ পুরুষ ও পথিকৃৎ।

তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে তাঁরই আবিষ্কার প্রসূত এক মহান তত্বর নির্ভুলতা, প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপিত করছি।

তিনি এই জগতের উৎপত্তি ও মনুষ্য নামধারী জীব শ্রেষ্ঠর ক্রমন্বতির পশ্চাতে যে মহা-বিজ্ঞানটি উপস্থিত, সেটি সম্মক রূপে বর্ণনাকালে যে যে স্তর এর কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, তার দু একটির প্রমাণ আপাতত আপনাদের সামনে প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করা হচ্ছে।

তাঁর পুরো তত্বের বিবরণ এখানে প্রকাশ না করে শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়টিই আলোচিত হচ্ছে।

মহেন্দ্র তত্ব :শক্তি, স্পন্দন ও গতি

নব যন্ত্রে প্রদর্শীত:

শক্তি

স্পন্দন

মহেন্দ্র তরঙ্গ

গতি ও ঘুর্ণন

তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ

তরঙ্গের স্বচ্ছতা ও অদৃশ্য লোকে গমন

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি স্তর এর উৎপত্তি ও কার্য -কারণ সম্পর্ক এই পুস্তিকাটিতে ব্যাখ্যা করা হবে।

প্রথম পর্যায় : যন্ত্র নির্মাণ -

অতি সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করে শুধুমাত্র মহেন্দ্র তত্ত্বের নির্ভলতা প্রমাণ এর প্রয়োজনেই, এই ক্ষুদ্র যন্ত্র টির নকশা গঠন করা হয়েছে।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: এই চমৎকার যন্ত্র যদি মানুষের সামনে ব্যাখ্যা করা হয , তবেই উপলব্ধি হবে, সামনা সামনি বসে প্রশ্ন ও উত্তরের কোন বিকল্প নেই ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র তরঙ্গ দর্শন

পর্ব ২

তত্ত্বের প্রমাণ দান করেই কর্তব্য শেষ না করে আরও একটু প্রলম্বীত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

এই তত্ত্বের প্রধান দুই ব্যাবহারিক প্রয়োগ:

আত্ম উপলব্ধির জন্য সহায়ক হিসেবে

এই মহেন্দ্র তরঙ্গ কে বেতার যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে, এমনকি নতুন ধরণের শক্তি পরিবর্তন এর প্রয়োজনেও, এটিকে গবেষণা ও চর্চার ভিত্তিতে ব্যবহার উপযোগী করাও সম্ভব, অদূর ভবিষ্যতে।

যে ধরণের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পণ্যের ব্যবহার আমরা করে চলেছি, তা সম্পূর্ণ রূপে এই নতুন মহেন্দ্র তরঙ্গ ব্যাবহারে বদলিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল।

ওনার বক্তব্য অনুসারে।

কেন্দ্র শক্তি হচ্ছে সর্বদা বিদ্যুৎ,আর পরিধিতে রয়েছে, তাপ, আলোক ইত্যাদি।

ঠিক দেহের ভিতর এমনকি মনের অন্তরালে যে বিভিন্ন স্নায়ুর ভিতর শক্তি চলাচল করে, সেখানেও এই একই ব্যাপার ঘটে থাকে।

আবার বিদ্যুৎ এর ক্রিয়া, মাধ্যম হিসেবেও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

উল্টো দিক থেকে বললে, বিভিন্ন বিদ্যুৎ, এরকমও বলা যেতে পারে।

তাহলে এই বিভিন্ন বিদ্যুৎ কে বিভিন্ন মাধ্যম এর সাহায্যে বহু রকম ভাবে কালে আমরা নিশ্চিত রূপে ব্যাবহারে সমর্থ হব।

তাই এই বিষয়টির চর্চা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত এই বিদ্যুৎ শক্তির অপ্রতুলতার প্রাক্কালে।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মানসবাবুর আত্মপরিক্রমা

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মানসবাবুর আত্ম পরিক্রমা

পর্ব 1

লন্ডন এ স্বামী বিবেকানন্দ বইটি হাতে পেলেন আর হাত থেকে ছাড়তে কিনতু পারছেন না.

যার কাছ থেকে বইটি প্রাপ্ত হয়েছেন, তার কাছে জানতে চাইলেন, একটা কথা বলব, আমি যদি বইটা কিছুদিন রাখি তাহলে চলবে?

আপনি যতদিন ইচ্ছা রাখুন.

এরই মাঝে যা ঘটার তা ঘটলো, অর্থাৎ vibration থিওরি মেনে, উনি মহেন্দ্র কেন্দ্রে আটকে গেলেন.

দেখুন এক একজন, এক এক রকম ভাবে ওই কেন্দ্রে এসে জড়ো হচ্ছেন.

কি করে সম্ভব হচ্ছে এটি..

যিনি টানছেন, তিনি বুঝছেন বলেই পরিধি বাড়িয়ে চলেছেন, কারণ এটির প্রয়োজনীয়তা এখন হয়েছে.

এবার মধুপুর এ গেছেন মানসবাবু.

ওখানে গিয়ে শুনলেন এখন কিরণ বাবু রয়েছেন ওখানে. এই পুজো নিও মানুষটি স্বামী জীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন আর বহু ঠাকুরের সন্তান দের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন.

মানসবাবু পরের দিনই চললেন ওনার সঙ্গে দেখা করতে.

উনি বাগানের পরিচর্যা করছিলেন.

নিজেই বলতেন, আমি জীবন মুক্ত.

অনেক কথা হল.

এবার জিজ্ঞাসা করলেন মানসবাবু

আচ্ছা, শ্রী শ্রী ঠাকুরকে দেখেছেন, এরকম কেউ এখন ও আছেন?

আছে বই কি, গিয়ে দেখে আসুন, ওই কলকাতায় ছোট ঘর এ পড়ে রয়েছেন, স্বামীজীর মেজো ভাই মহিমবাবু.

দেরি করবেন না.

পর্ব ২

কী চাও, তারই তো ঠিক নেই..

এতো খুঁজে খুঁজে,-বুঝে বুঝে যাদের পেলেন, তাদেরই এই কথা বললেন কেন?

শুধু তাদের মহা যজ্ঞের আগুনে শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত করার জন্যেই।

যে কোনো আলোচনা শেষ করতেন দর্শন দিয়ে।

এ দর্শন সাধারণ বই এ পড়া দর্শন নয়, পুরো পরিবেশ বদলিয়ে গিয়ে একতানে, সাম্য স্পন্দনে উন্নীত, আবেশিত।

বলছেন আসল জিনিস, যাকে বলা হয় সেই নিত্য বস্তু, তাকে লাভ করো আগে।

করো পরিশ্রম নিজ নিজ ক্ষেত্রে, ধ্যান বসে করার দরকার নেই, জপও তাই, বাকিটা আমি বুঝে নেবো।

বুঝে তিনি নিয়েছিলেন, সবাইকে বদলিয়ে দিয়েছিলেন। কারুর ভাব নষ্ট করেন নি। কোন বাধা নিষেধ ও প্রয়োগ করেন নি। কিছু পরিবর্তে চান ও নি।

শুধুই অকৃপন হস্তে বিলিয়ে দিলেন, উনি নিজেকেই অসংখ্য ভাবে, অসংখ্য জনের মধ্যে।

পূজনীয় মানসবাবুর জীবনী পাঠে বুঝতে পারা যায়, উনি ছিলেন কিছুটা অতি মাত্রায় তাত্বিক মানুষ, বিচারশীল কিন্তু শ্রদ্ধাশীল সর্বদা।

উনি রাজনীতি, সমাজনীতি ভালো বুঝতেন আর সেটাই করে দেখিয়ে গেলেন ওনার জীবনজোড়া সাধনার অন্তরালে।

জয় করলেন নিজেকে নিজেরই কর্মের বন্ধনে।

এই কর্ম জনহিতায়, লোক জাগরণের প্রয়োজনেই।

The মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি তে তাঁর অবদান খদিত হয়ে রয়েছে।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মানসবাবুর আত্মপরিক্রমা

পর্ব ৩

ঢাকনা পড়ে গেল...

ওঘরে মানে ওই ছোট মহেন্দ্রনাথ এর ঘরের পিছনের ঘরটিতে বসে এডিট করছিলেন একটি বই মানসবাবু।

হঠাৎ একটা আওয়াজ।

চমকে উঠে, উনি সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ এর ঘরে, গিয়ে দেখেন জলের পাত্রের ঢাকনা উনি কুড়িয়ে নিয়েছেন।

প্রশ্ন করলেন পুন্যদর্শন, কী তুমি এখানে?

না, ওই আওয়াজ তা শুনে..

শুনতে পেলে কী করে, তুমি তো কাজ করছিলে।

মানসবাবু বুঝে গেলেন, উনি সন্তুষ্ট হন নি।

তিনি চাইছেন, যাকে যে বিষয়ে তিনি নিযুক্ত করেছেন, তিনি সেই ব্যাপার এ এমনি সংযুক্ত থাকবেন যাতে ওই কর্মটিই, তার মনের উচ্চ গতি লাভের উপায় স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু তাই নয়, সর্বদা যেন ভাবের ধ্যান চলতেই থাকে।

মহেন্দ্রনাথ এর শিক্ষা অঙ্গনে, এটাই রীতি, এটাই বিশেষত্ব!

তাঁর রচিত Mentation, Devotion, এই বাণীই দিচ্ছে আজ সারা জগতকে।

জগতকে না ভুললে, ওপরে ওঠা যায় না।

তাহলে ওই এডিট করা কাজ তো জগতের ভেতরই তো ছিল।

ছিল ঠিকই, কিন্তু ওটা তখন ওই ব্যাক্তির কাছে ছিল, জগৎ থেকে বেরিয়ে গিয়ে জগৎ টাকে ঠিক কিরকম দেখতে.. তার পথ, চির মুক্তির পথ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: দেখুন আমাদের এত ইংরেজী ভাষা শেখার ধুম কেন, কারণ আমরা লেনে বালা, দেনে বালা নয় ।

আমরা সত্যই কিছু দিতে পারলে, ওরা আমাদের ভাষা শিখতে বাধ্য হতো ।

আমাদের কি সত্যই বিদেশ প্রীতি গিয়েছে?

এই প্রীতি জাতীয়তা র অর্থে বলা হল, বিদ্বেষ মূলক অর্থে নয় ।

উনি আমাদের চেতনার স্তর কে উন্নত করে দিতে চাইতেন সর্বদা, এটাই ওনার শিক্ষা ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মানসবাবুর

আত্মপরিক্রমা

পর্ব ৪

স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গে খুবই নিকট সম্পর্ক ছিল। উনি মহেন্দ্রনাথ কে চাচা বলতেন আর নানান মজার ঘটনার কথা আজও আমাদের আনন্দ দান করে।

তবে অতি গুরুগম্ভীর আলোচনা ও চলতো এবং ওনাদের নিদৃষ্ট জন হিতকর কর্ম পন্থাও ছিল।

বিশেষত সোশ্যাল upliftment নিয়ে।

মানসবাবু বলছেন, Toilers Republic তখন সবে প্রিন্ট হয়ে এসেছে, ওনাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে Book List।

এদিকে ওনার আদেশ, এখন অন্য বই ছাপা বন্ধ রেখে, সোশ্যাল Series এর বইগুলো ছাপা হোক।

পূজনীয় মানসবাবুরা ঠিক সেই কাজই সবাই ব্যাস্ত।

Federated Asia, National Wealth এভাবেই আজ আমরা হাতে পাচ্ছি, লেগে রয়েছে ঐ সব বইগুলিতে ওনাদের সার্বজনীন আশীর্বাদ এর পুণ্য স্পর্শ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মানস বাবুর আত্ম পরিক্রমা

পর্ব 5

কাপড় অগ্নি তে নিক্ষেপ করা চলেছে, বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলন তখন দেশে ।

বিদেশী পণ্য বর্জন, এ তো ভালো কথা, কিনতু আস্ত সব ভালো কাপড়গুলির ওই অবস্থা করে কার উপকার হবে?

মোটেই সমর্থন করতেন না এটি ।

বলতেন পরের দিকে তাকিয়ে থাকা দেশ, তার কি এটা করা কোনো ভাবেই উচিত, এ তো সাধারণ লোকের অর্থ ধ্বংস ।

কিন্তু কে শোনে কার কথা, তাই অনুগামী দের সবসময় বলতেন, হুজুগে একদম মাতবে না ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ৩

উনি তো সেই ছোট বয়সে মহেন্দ্রনাথ এর বই কি করে এডিট করবেন, এই ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন।

কাজ শুরু হল তাঁকে স্মরণ করে, একসময় উদ্ধার ও হল মানে সমাপ্ত করতে পারলেন।

আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল, ঠিক করে নিলেন যেমন করে হোক, এটি প্রকাশও করবেন।

শুরু হয়ে গেল প্রচেষ্টা, বহুজনকে বললেন কিছু অর্থের জন্য, কিন্তু খুব সামান্য কিছু জোগাড় হল, যা দিয়ে বই প্রকাশ করা একেবারেই সম্ভব নয়।

মনে হয় পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ ঠিক এটাই চাইছিলেন।

এই আসফলতার পরে,ভেবে নিলেন... কোনোভাবেই হার স্বীকার করবেন না, যেভাবেই হোক অর্থ জোগাড় করবেনই।

এর মাঝের অংশ জানা নেই, তাই যেটুকু জানি সেইটুকুই জানবার চেষ্টা করছি।

তিনি অশেষ পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে চা এর ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন আর খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করে কিছু সঞ্চয়ও একসময় এমন এক মাত্রায় পৌঁছে গেল, যা দিয়ে বই প্রকাশ করা যায়।

উদ্দেশ্য যথাসময়ে সফলতা প্রাপ্ত হল আর আত্মবিশ্বাস তাঁকে সাহায্য করতে শুরু করল।

একসময় নিজেই হয়ে উঠলেন, একটি চা বাগানের কর্ণধার।

জীবন বিলাসিতার মধ্যে না কাটিয়ে, শিক্ষা দিয়ে গেলেন যথার্থ জীবন কিভাবে কাটাতে হয়।

এটুকু শুধু জানিয়ে রাখি বহু ব্যাক্তি o প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে বহুভাবে ঋণী।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: এই তথ্য গুলি আগামীদিনের গবেষণার জন্য মনে হয় প্রয়োজন হবে, আমরা যে যার মতন করে কিছু ভাবতে তে তো অন্তত পারি। এতে সবাই উপকৃতই হবেন... নব নব (হারিয়ে যাওয়া)ভাব দর্শনে।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: পূজনীয় বরেন্দ্র নাথ নিয়োগীর পুণ্য জীবন ও কার্যাদি নিয়ে বলার তো কিছুই নেই.. তিনি পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ এর অন্তরেই নিশ্চই অবস্থান করছেন, এই বিশ্বাস আমাদের।

এছাড়া আরও যে পূজনীয় নন্দলাল বোসের সমসাময়িক শিল্পীরা মহেন্দ্রনাথ এর কাছে যেতেন তাঁদের জীবনচিত্র বিশেষ পাওয়া যায় না।

তাঁদের একজন শ্রদ্ধেয় অসিত কুমার হালদার এবং অন্যজন শৈলেন দে মহাশয়।

প্রথম জন লখনৌ গভঃ আর্ট কলেজ এর প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন এবং স্থায়ী আর্ট গ্যালারি ও হয়েছে শুনেছি।

মহেন্দ্রনাথ এর Dissertation on Painting, যে নিমতলা ঘাট স্ট্রিট এর টং ঘরে লেখা হয়েছিল, সেই বাটির অস্তিত্ব এখনও সম্ভবত আছে।

কয়েকটি link ও পোস্ট করছি।

ধন্যবাদ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: নব দিগন্তের ইঙ্গিত !

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ৪

আজ ওনার সমাজ তথা দেশ সেবামূলক দু একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করি যদিও যা বলতে যাচ্ছি, সে সম্বন্ধে অনেকেই এই গ্রুপ এ অবগত আছেন।

আগেই বলেছি উনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক এবং শিক্ষাদান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান এর সহিত আজীবন যুক্ত ছিলেন এবং নানান উপায়ে সাহায্য করে গেছেন।

এইরকমই একটি মাউন্টেনারিং প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ফলে এই ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়, হয়ত ট্রেকিং ইত্যাদি তাঁর করার কথা আমি অন্তত শুনিনি।

তেনজিং এর নামও আমরা সম্ভবত খুঁজে পেতাম না, এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের সঙ্গে যদি না দুরদর্শীতা সম্পন্ন পূজণীয় রবীন্দ্রনাথ মিত্র না থাকতেন বা সুপারামর্শ দিতেন।

মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান এর প্রাক্কালে, তিনি তেনজিং কে একটি ভারতের পতাকা দেন আর বলে দেন যে, "তুমি অবশ্যই ঐ স্থান এ পৌঁছলে, নিজে শৃঙ্গ চূড়ায় উঠে এই পতাকা বার করে ঐ স্থান এ যথার্থ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে।"

লোকচরিত্র উনি খুব ভালো বুঝতেন সেটি বুঝতেই পারা যায়।

শ্রদ্ধেয় তেনজিং ঠিক এই কার্যটি সুষ্ঠ ভাবে সমাধা করেন আর আজ তাই তাঁর নাম আমরা ঐ শৃঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে জানতে পারছি। এর পূর্ণ কৃতিত্ব কার, তা তো বুঝতেই পারছেন।

এখানেই শেষ নয়, উনি সম্ভবত দু বার শ্রদ্ধেয় সেরপা কে পুণ্যদর্শন মাহেন্দ্রনাথ এর কাছে নিয়ে আসেন।

এই থেকে তাঁর যথার্থ যোগ্য ব্যাক্তিকে কি ভাবে সমাদর করতে ও সাহায্য করতে হয়, তা আমাদের সকলের এক শিক্ষণীয় বিষয়।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ৬

নানান প্রতিষ্ঠানে নানান ভাবে সাহায্য সারাজীবনই করে গেলেন, শুধুমাত্র কাউকে না জানিয়ে সবারই উত্তরণ ও সেবার প্রয়োজনে।

এই অগণিত প্রতিষ্ঠান এর ভেতর যেমন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আছে, তেমনি আছে দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটিও।

এছাড়াও সম্ভবত, এই কলকাতার আরও কিছু প্রতিষ্ঠানও আছে।

বই ছাপার অর্থ জোগাড় করা দিয়ে যাঁর জীবন শুরু হয়েছিল আর কৃতজ্ঞ ছিলেন সারাজীবন... সেই কথাটি একবারের জন্যও না ভুলে... "এ তুমি পারবে "–শ্রী মহেন্দ্রনাথ।

ব্যাস, জীবন মন্ত্র লাভ হয়ে গেল।

সেই বই ছাপার ব্যাপারে যখনি প্রয়োজন হয়েছে তখনি নিজেই বুঝে নিয়েছেন এবং যা করার তা কাক পক্ষী কে না জানিয়েই করে দিয়েছেন।

যথার্থ বাণিজ্য এবং হৃদয়ের মেলবন্ধনে, এই ছন্দই উৎসারিত হয়, যে স্পন্দন হারায় না... মিলিয়ে দেয় মর্ত কে যথার্থর সাথে।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ৫

আজকের আলোচনা ও শিক্ষা পূজণীয় রবীন্দ্রনাথ মিত্রের চরিত্রে, ভারতীয় রীতি নীতির পূর্ণ প্রতিফলন।

এখনও পর্যন্ত এই ভারতে বিশেষ কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর রয়েছে যেখান সম্পূর্ণ বিদেশী, বিশেষ করে ব্রিটিশ তৎকালীন পরিচালনা ও পরিবেশ রচনার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সেক্টরগুলির ভিতরে চা বাগান.. একটি!

এখনো পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক চা বাগানের পরিচালকদের আবাস থেকে শুরু করে আপ্পায়ন পদ্ধতির সবটাই প্রায় ঐ জাতীয় ভাবধারাই অনুসরণ করে থাকে।

এর পিছনে এক ইতিহাস আছে, যা আপাতত এই স্থানে আলোচিত হচ্ছে না।

এই পটভূমিকায় এটিই দর্শন করানো উদ্দেশ্য যে, পূজণীয় রবীন্দ্র বাবু কিন্তু ছিলেন একেবারে ব্যাতিক্রমী এক চরিত্র!

ঐ শিল্পমহলে সম্পূর্ণ ভারতীয় পোশাকে এবং সৎ পথে থেকে, এক দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে দিয়ে গেছেন।

অর্থের অপব্যায় একেবারে না করে, পুরো সঞ্চয় তিনি লোক হিতারতে ব্যায় করেছেন এবং জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে গিয়াছেন।

সাধারণ সর্ববস্থায় তাঁর পোশাক ছিলো সাধারণ ধুতি ও পুরো ঝুলের শার্ট ও ওপরে একটি গলাবন্ধ কোর্ট এইমাত্র।

এর সঙ্গে তাঁর পুণ্য মনের সংযোগ সর্বদা রক্ষা করতেন... শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহেন্দ্রনাথের চিন্তনে ও মননে।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: সুন্দর চিনতা। রবীন্দ্রনাথ মিত্র তেনজিঙকে সঙ্গে নিয়ে বসে হিলারীর সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি করেন। তাতে লেখা ছিল যে তেনজিঙকে শিখরে উঠতে দিতে হবে। তখন অবধি কোন দলই কুলিকে শিখরে উঠতে দিত না।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ৮

রবীন্দ্রনাথ বাবুর চিঠিপত্র ও প্রচার।

আমরা খুব কমই জ্ঞাত আছি তাঁর আজ্ঞাত ভাবের সর্বদা সহায়তা ও প্রচারের ব্যাপারে।

তবুও যেটুকু জানা যায় তাতে তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তন-সার সহজেই উপলব্ধ হয়।

তিনি মনে হয় শ্রী মহেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ শিক্ষার গুণে... Bifurcation of Mind এ সিদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ ব্যবসা বাণিজ্যর পরিমন্ডলে থেকেও, যেকোনো সময়ে তিনি বহুজনকে, তাদের মতন করেই নানান ভাবে সহায়তা তো করেছেনই, উপরন্তু উপদেশ ও প্রেরণাও সবসময় জুগিয়াছেন।

তিনি তাঁর মূল বক্তব্যের সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত নানান তথ্যযুক্ত মুদ্রিত বা অমুদ্রিত বা স্বহাস্তে লিখিত,এমনকি চিত্রযুক্ত বিভিন্ন বাণী যুক্ত করে তবেই পাঠাতেন।

এর ভিতর দিয়ে তাঁর বহুদর্শিতা, আন্তরিকতা ও সাধুতার প্রমাণ সহজেই আমরা প্রাপ্ত হই।

একটি প্রমাণ স্বরূপ মাননীয় প্রশান্ত বাবুর ওনার সঙ্গে যোগাযোগ এর পোস্ট আপনারা মিলিয়ে দেখলেই, তাঁর এই আসামান্য গুণের পরিচয় পাবেন।

অনুরোধ জানাবো, আপনাদের কারুর কাছে যদি এই জাতীয় আরও কোন তথ্য থাকে, তাহলে তা এই গ্রুপ এ পোস্ট করলে সবাই ওনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারবেন।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ৭

আজকে একটু অন্য প্রসঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করি।

এক্ষেত্রে পুজনীয় মহেন্দ্রনাথ এর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি শ্রদ্ধাবান রবীন্দ্রনাথ বাবুর সততা, বহুদর্শীতা এবং যথার্থ আত্ম উন্নতির দৃষ্টান্ত... পরিপূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হয়।

সাধন মার্গ আলোচনা প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ বাণিজ্যকেও পরিষ্কার একটি পথ বলে চিহ্নিত করেছেন।

এক্ষেত্রে আজকে শুধুমাত্র আমরা সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ বাবুর পারদর্শীতা এবং প্রয়োজনীয় কয়েকটি বাণিজ্যিক বিষয় নিয়েই আলোচনার প্রচেষ্টা করছি।

ওনার সংস্থার নাম কি ছিল তা আমার জানা নেই, তবে এই চা এর ব্যবসা, বিশেষত চা বাগান পরিচালনা তে যে যে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে চলতে হয় সেগুলির কয়েকটি নিম্নরূপ:

স্টক এক্সচেঞ্জ এ নথিভুক্ত করা, লিমিটেড কোম্পানি হলে

চা অকশান এর সব খবর নিত্তদিন রাখা।

যদি এক্সপোর্ট থাকে তাহলে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এক্ট পুরোপুরি জানা

শিপমেন্ট এর প্রক্রিয়া অবগত থাকা

বিভিন্ন ট্যাক্স সম্মন্ধে সতর্ক থাকা

চা এর কোয়ালিটি টেস্টিং এর ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নির্ভর পরিকাঠামি মজুত রাখা

এছাড়া উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পরিচালনা সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদিত করা

এবং আরও বহুকিছু ব্যাপার এসে পড়ে।

উনি সবকটি সম্মন্ধেই অবগত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সুন্দরভাবে একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখে গেলেন।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ৯

কতটা আত্ম নিয়ন্ত্রণ থাকলে, বিপরীতমুখী দুই ভাবের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, তা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও মননের বিষয়।

আসলে এই দুই বিপরীত ভাবের ক্রিয়া কিন্তূ চলে, মনের দুটি স্তর এ, আর দুটির গতি পথ একটি অপরটির বিপরীত।

কারণ একটি বহিরমুখীভাব আর অন্যটি অন্তরমুখী।

এক্ষেত্রে আবার প্রায়েই ভাব মিশ্রণ এরও প্রয়োজন হয়ে পরে, তাই সম্ভবত এটিও সুচারুরূপে সাধকy ও সেবক রোড এর বাসিন্দা পুজনীয় রবীন্দ্রনাথ বাবু সাবলীল ভাবেই সম্পাদন করতেন.. এটি অনুমান করা যায়।

নিজেকে সাম্য অবস্থায় প্রতিষ্টিত করা মানে সাম্য স্পন্দন সৃষ্টি করাও বোঝায়।

এই সাম্যতা আসে, মনের শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে আর অবাঞ্চিত চাহিদা পরিত্যাগ ও সত্যের চর্চায়.. এই শুভ ফল প্রদান করে থাকে।

গ্রেটেস্ট ডিসপ্লে অফ এনার্জি অর্থে, যে সঞ্চিত শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ এর কথা পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ বলে গিয়েছিলেন... রবীন্দ্রনাথ মিত্র সেটির এক উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: ভারতীয় ভাবধারায় ভাস্বর :শিল্পী বরেন্দ্রনাথ

তাঁর তপস্যা পূত চিত্র গ্রন্থ – অজন্তা চিত্র দর্শন, এক মহা উপহার, যা তিনি এই জগৎ কে দিয়ে গেলেন।

এই শিল্প-দর্শন গ্রন্থটিতে সুস্পষ্টভাবে তাঁর আরাধ্য পুরুষ, শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তের দার্শনিক প্রভাব চিত্র এবং বর্ণ সহযোগে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তিনি আসলে মহেন্দ্রনাথ এর তাত্বিক ও ব্যাবহারিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায় ও ভাবে... এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন –কালজয়ী আখ্যা লাভ এ!

এই গ্রন্থে জাতক কাহিনীগুলির চুলচেরা বিশ্লেসন নিজের ভাব চক্ষে দর্শন করে –বর্ণে সজ্জিত করেছেন বরেন্দ্রনাথ।

নিত্য ও লীলা থেকে স্থূল, সুক্ষ ও কারণ স্নায়ুর স্তর, নেত্রের বিভিন্ন অধিষ্ঠান, সেন্টিপ্রেটাল ও সেন্টরিফুগাল শক্তির বিন্যাস এবং সর্ব সাধন স্তর এর ইতিবৃত্ত তিনি ধ্যান যোগে রচনা করেছেন।

বহু আমীমাংশিত ও অসম্পূর্ণ বক্তব্যর সমাধান সাধিত করেছেন উপমা ও প্রমাণ সহযোগে, এর তুলনীয় দৃষ্টান্ত আর ভারতে নেই।

কেউ দিয়ে পরিপূর্ণ আর কেউ নিয়ে পরিপূর্ণ, চক্ষুর দৃষ্টি সহযোগে, মহেন্দ্র ভাবধারায় নিমজ্জিত হয়ে যেমন বর্ণনার মাধুর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন –শ্রীরাধা ও শ্রী কৃষ্ণের মিলন, অনুরুপভাবে গৌতম বুদ্ধর দৃষ্টির বিন্যাস ঘটিয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, এ এক পরম বিস্ময়!এক্ষেত্রে করুণাঘন বুদ্ধ নেত্র দৃষ্টির অনুধ্যান এ ব্যাক্ত করেছেন... বুদ্ধের সুদূরে প্রসারিত দৃষ্টি এই যন্ত্রণার আগার জগতের দিকে। তিনি এসেছেন, অবতরণ করেছেন শুধু এই লোকের জীবসমূহ কে, যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে.. নিয়ে চলতে সেই পরম জ্ঞানপিঠে যেখানে রেহাই মেলে জরা, ব্যাধি থেকে।

অজানা কথাকে ধরে নিয়ে এসেছেন ধ্যান এ, আর তার পরই আবরণ করেছেন উন্মোচন।

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: মহাজনক ও সিবলীদেবীর অনেক অজানা তথ্য কে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের প্রমাণ এর সাহায্যে, যেমন একটি তার মধ্যে তাঁদের পুত্রের জন্ম রহস্য।

বহু ধরণের বিবাহের বিবিধ উপমা যুক্ত করে দিয়েছেন, তৎকালীন সামাজিক রীতি নীতির ডালিতে।

দর্শীয়েছেন মহা দেহ ধারী বিশাল বুদ্ধের ভিক্ষা অন্যেস্বন এর মুহূর্ত গোপার প্রাসাদ সম্মুখে, এক অভূতপূর্ব আঙ্গিকে যেখানে পুত্র রাহুল – জীবনের ধন গোপার, তাকে ঐ বিশাল ধ্যান গম্ভীর মূর্তির নিকট যেন পাঠাতে বাধ্য, আর ঠিক অন্যদিকে তাঁর মনে প্রবল সংশয়... এই নিষ্ঠুর গৌতম এর প্রভাব যেন এড়িয়ে থাকতে পারে সে, তাই রাহুল কে এগিয়ে দিয়েও, ধরে রেখেছেন বাহুডোরে।

ওদিকে ঐ বিশাল আলোকময় সত্বা, যাঁর মস্তকে উড্ডিয়ান ছত্র ধারী আর তারও পশ্চাতে তাঁর আরও অদৃশ্য-দৃশ্য লোকের যেন মেঘপুঞ্জের আন্তরালে থাকা সহ সাধকের দল.. সেই সত্বা কৌতূকে ইঙ্গিতে যেন নির্দেশ করছেন, এসো, দেখ, বোঝ -আসল সত্য কি, কি তার মহিমা, প্রেম ও পবিত্রতা।

ভিক্ষা পাত্র এগিয়ে ধরেছেন এক হস্ত দিয়ে তুলনায় অতি ক্ষুদ্র রাহুলের দিকে আর এক হস্তের মুখ ফিরানো তাঁর নিজের দিকে। নির্দেশ করছেন প্রস্তুত হও আর গ্রহণ কর প্রী পিতৃরীণ।

গোপার মনের অবস্থা অণুবিক্ষন দৃষ্টিতে বর্ণাঙ্কিত করেছেন বরেন্দ্রনাথ... সমীহ, প্রেম, অভিযোগ, শরণা গতিলাভ এর আর্জি আর ঠোঁটের কোণে তবুও যেন অদৃশ্যে ছুঁয়ে রয়েছে কৌতুক... এ সম্ভব এ পৃথিবীতে?

[07/11, 8:10 pm] Sanjay Ghosh: দেখিয়েছেন বরেন্দ্রনাথ সাধন ক্রমগুলি, মহেন্দ্র অণুশারী হয়ে অনুপম আঙ্গিকে।

প্রথমে এই স্থূল বস্তুবোধ তথা প্রথাগত সংস্কার কে জাতক বিশ্লেষণ এ, প্রধানত মনুষ্য জন্মাদি গ্রহণের পর হইতে মনের অবস্থা, গতি ও সংস্কার কে প্রাধান্য দিয়ে রস সিঞ্চন করেছেন বর্ণ মালায়।

ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রের অভ্যন্তরীণ ভাবসমূহ কে আর আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এখানেই শেষ নয়... এর পর আছে, আরও আছে স্নায়ু তথা পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির স্তর, অবলম্বন করতে হবে সুক্ষ স্নায়ুর গতিরেখা, যা চিত্রিত হয়ে রয়েছে অজন্তার গুহায় শ্রমণ শিল্পীদের তুলির রেখায় ও রঙে!

চল চাতক এর দল আমার সাথে, দেখ, বিমহিত হয়, পূজা অর্পণ করো আর গ্রহণ করো সেই অমূল্য সম্পদ, যা কালের প্রবাহে হারিয়ে যায় না, থেকে যায় মণিকোঠায় মনভূমির।

এরও পরে আছে... যা শাস্বত, নিত্য, পূর্ণ চৈতন্যময়,আনন্দের ভূমি... এ ভূমি অমরত্ব প্রদান করে আর ভাবতে, বুঝতে, জানতে শেখায়... মানুষ যা মনে করে, সে তা নয়.. এক মহাভ্রম মাত্র, সে নিত্য পূর্ণ, অসীম, অনন্ত বোধি যুক্ত... মুক্ত বুদ্ধ বিশেষ!

যা কালে কালে বিকশিত হয়ে থাকে, নিজ মহিমায় থাকে স্থির উজ্জ্বল আর ভ্রান্ত পথিক কে পথ দেখায়.. পরম করুণায়।

[14:52, 1/12/2024] Bon: বিশ্ব বাণিজ্যে মহেন্দ্রনাথ..

পর্ব ১০

অটুট বিশ্বাস অবলম্বনে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন উনি।

এ জীবন চেতনার জীবন, আনন্দের জীবন, চিরকালের প্রেরণা যোগাবার জীবন।

হাঁ, এরকম জীবন ও গঠন করা যায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে নয় এই যুগে, থেকে সবার সঙ্গে, সমাজের মধ্যে!

কর্মের, অর্থাৎ পূর্ণভাবে কর্মে নিমজ্জিত কর্মের, নামকরণ করেছিলেন -মুক্তি।

কর্মযোগ অর্থে, কর্মকরার কৌশল জানা।

পূজনীয় স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে কজন ঐ কৌশল জানে?

এই কর্ম করার সঠিক প্রণালী, পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ বহুজনকেই শিখিয়ে গেছেন।

এর একটি সূত্র ও তিনি বলে দিয়েছেন... সর্বদা ঠাকুর কে মনে রাখবে আর শক্তি চেয়ে নেবে আর সেই শক্তি দিয়ে ভালো কাজ করবে।

এযুগে শ্রী শ্রী ঠাকুরের হাতেই চাবিকাঠি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্বামীজীও তাই বলেছেন, ঠাকুর কে স্মরণ করে,যে কাজই করবে তাতে সফল হবে।

এই মহাবাণীগুলির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন আমরা দেখি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বাবুর জীবন পরিক্রমায়।

শুনেছি ওনার নশ্বর দেহ চলে যাবার দিন আশেপাশের লোকজনকে বলেছিলেন, ঐ তো মহেন্দ্রনাথ এসে গিয়াছেন সম্ভবত ওনার বাড়ির বারান্দায় বা অন্য কোন স্থানে..

[14:52, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদা,

কোন ভুল করেন নি । মহেন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ আগেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: আপনার অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনি পড়ে শুধু মুগ্ধ হচ্ছি তাই নয়, এটাও বুঝতে পারছি যে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ আপনার জীবনের গতিপথ রচনা করে দিয়েছিলেন । ১৯৫৪, ৫৫, ৫৬ র আড়াই বছর কখনো সপ্তাহে একদিন , কখনো সপ্তাহের প্রতিদিন মানসিক ভাবে প্রস্তুত প্রশান্তের, মহেন্দ্রনাথের গভীর সান্নিধ্য, তাঁকে তাঁর পূর্ণ শিক্ষায় অভিষিক্ত করেছে । আপনি অপরাপর মহেন্দ্র পার্ষদদের মত পরম সৌভাগ্যশালী ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: আমি সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হই নি|

সুযোগও ছিল না । ১৯৫৩, (৫৪), ৫৫, ৫৬ এই সাড়ে তিন বছরের দু বছর শুধু গরমের ছুটিতে

কয়েকটি দিনের জন্য কলকাতা মানিকতলায় মামাবাড়ি গিয়ে রবিবার বাদে প্রতিদিন সকালে মহেন্দ্রনাথের কাছে যেতে পেরেছি । ১৯৫৩ সালে মার্চ মাসে একদিন সকালে মা, মেজদা, ছোট ভাই আর আমি অশোকনগরে প্রথম স্থায়ী বসতিতে যাবার আগে মহেন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম । দু তিনদিন পরে আমি একা মানিকতলা থেকে হেটে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম । তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: পরে মেজদার কাছে গিয়ে একদিন তার সঙ্গে, আর একদিন একা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম । ৫৪ সালে মেজদার বিয়ের সময় কলকাতা গিয়ে মামা বাড়ি থেকে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম । ৫৫, ৫৬ দুবছর

গরমের ছুটিতে বেশ কয়েকদিন রবিবার বাদে একটানা যেতে পেড়েছি । ৫৬ সালে গরমের ছুটিতে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা । সম্ভবত বুঝতে পেরে সে বারেই তিনি কৃপা করে আমাকে তাঁর দৈবদর্শন করিয়েছিলেন । প্রতিদিনের কত বিচিত্র ঘটনার কথা ভাবলেও পুণ্য হয় ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় নির্মল ভাই-এর আজকের মন্তব্য ও অভিনন্দন আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলুম । আমার আত্মজীবনী ছবি ও ভাষ্যশুদ্ধ এই 'মহেন্দ্র প্রজ্ঞাপীঠ ' চ্যানেলের মাধ্যমে আপলোড করার উদ্দেশ্য আগাগোড়া ছিল মহেন্দ্রনাথের নিঃশব্দে একজনের জীবন পাল্টে দিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন, তা সবার চোখের সামনে তুলে ধরা । মহাপুরুষদিগের দেহ থাক বা না থাক , তাঁদের আশীর্বাদ যে আমার সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, সেই সত্য সবার সামনে তুলে ধরা । নির্মল ভাই-এর পর্যবেক্ষণ সেই সত্যকে পরিষ্ফুট করল । তবে আমার আত্মজীবনীর অনেক কিছুই এখনও সামনে আসে নি। আমি শুধুই বলব স্বামীজীর সেই উক্তি- ঠাকুরের কি অসীম ক্ষমতা ছিল একজনের হৃদয় হাতে নিয়ে বদলে দেওয়া ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: যথার্থ।

আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করে, বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি। এতে আমাদের নিজেদেরও আত্মবিশ্বাস এবং ভরসা বাড়ছে।

প্রণাম গ্রহণ করবেন।

[14:52, 1/12/2024] Bon: স্নেহের সঞ্জয়,

মহাপুরুষেরা তাঁদের যে আশীর্বাদের ধারা ভবিষ্যতের সমাগত মানুষদের জন্য রেখে যান, মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদের সেই ধারাবর্ষণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে তোমার উপর ঝরে পড়ছে । সাধুসঙ্গ করতে করতে মানুষ যেমন সাধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তুমি তেমনি প্রাচীন মহেন্দ্র পার্ষদদের প্রায় নিত্য সান্নিধ্যে মহেন্দ্রময় হয়ে উঠেছ ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথের দর্শন ও চিন্তাধারার এমন সহজ সরল মর্মোদ্ধাকারী বিশ্লেষণের জন্য এত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হোল শত শত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মহেন্দ্র ভক্তদের । আমরা যে কজন বৃদ্ধবৃদ্ধা মহেন্দ্র আশ্রিত এখনো জীবিত রয়েছি, তারা উপযুক্ত মানুষটির আগমনে নিশ্চিন্ত হলাম । জানি সকলের সমবেত আকাঙ্ক্ষা ও সহায়তা তোমার পথ সুগম করেছে । মহেন্দ্র প্রজ্ঞাপীঠের বর্তমান সদস্য ও অনাগতকালের মহেন্দ্র ভক্তদের

ধন্যবাদ ও ভালবাসা এবং আমার কৃতজ্ঞতা তোমার জন্য কালের গর্ভে নিশ্চিত জমা রইল ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: মহেন্দ্র পার্ষদদের জীবন ও ত্যাগের যে বর্ণনা ও তাঁদের কর্মের যে বিশ্লেষণ ও সমীকরণ তুমি করে চলেছ, তাও তুলনাহীন । একজন শুধু বাদ থেকে যাচ্ছেন । ঁপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত যিনি ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫৯ সালে তাঁর তিরোধান পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে তনু মনে যুুুক্ত ছিলেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা , শ্রীমৎ স্বামীজীও তোমাকে এবং জগন্নাথ ও মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটির অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে আশীর্বাদ করছেন ।

তোমাদের জন্য আমার ভালবাসা রইল

[14:52, 1/12/2024] Bon: এটা আমারও মনের কথা। সঞ্জয় এখন সম্পূর্ণ মহেন্দ্রনাথ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে । আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমার বুকভরা ভালবাসা সঞ্জয়ের জন্য ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: আপনারা যা বলছেন তাতে আমার তো কেঁদে ফেলার অবস্থা প্রায় হল।

আমি অতি নগন্য এক মানুষ তবে আপনাদের আকৃপণ আশীর্বাদ এর গুণে কিছু আপাতত সময় পেয়ে বহু ঋণ এর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ শোধ করার চেষ্টা করছি মাত্র। জানি মনে যে, তা শোধ হবারও নয়।

মনের কথা খুলে বলে হালকা হই, সেটি হল যখন পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ একমাত্র গ্রুপ ফটো টি দেখি আর যতবার দেখি, ততবারই এতো প্রেরণা ও আনন্দপূর্ণ মনে হয়.. তা ভাষায় বর্ণনা করতে অসমর্থ আমি।

মাননীয় ও পূজনীয় প্রফুল্ল চন্দ্র মহাশয়ের অতি নির্মল ও লালিত্বপূর্ণ চেহারাখানি আমাকে যেন আকর্ষণ করে, আমি জানতে চাই ওনার ঐ অন্তরের অন্তস্থলে।

আমার পুঁজি কেবলমাত্র ঐ একটি প্রকাশিত ওনার লেখা আর নির্মল দা আপনার লেখনী। ওরই ভেতর দিয়ে যতটুকু তাঁকে স্পর্শ করতে পারি, সেইটুকুই সম্ভব হয় করা আমার পক্ষে।

আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে এবং লেখার মাধ্যমে কয়েকবার ওনার সেই নিজের লেখা অমৃত কথার যেকটি পাতা এখনো পর্যন্ত অন্তত অক্ষত রয়েছে, সেটুকুও যদি পড়ার যে কোনো ভাবে আমরা সুযোগ পাই তাহলে সত্যিই ধন্য বোধ করবো।

আমি কৃতার্থ হয়ে যাব ওনার সম্মন্ধে ওনার আশীষ এবং আপনাদের সকলের আশীর্বাদে দু এক ছত্র ও লিখতে পারলে।

আপনি বা আপনারা যদি এ ব্যাপারে কিছুমাত্র ইনপুট আমাকে দেন, আমি বাধিত হব।

আমার মনে হয়, মহেন্দ্র মূর্তির চালচিত্র গঠিত হয়েছে ওনাদের চিত্র বা অবয়বগুলি সাজিয়ে দিয়ে আর তার কেন্দ্রে জ্বল জ্বল করে জ্যোতির্ময় রূপে দর্শন প্রদান করছেন মহেন্দ্র নাথ স্বয়ং।

আপনাদের সকলকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করি।

[14:52, 1/12/2024] Bon: মন = স্নায়ু সমষ্টি নাকি স্নায়ু সমষ্টি দিয়ে প্রবাহিত শক্তিতরঙ্গ |

মহেনবাবু সম্ভবত এটি বলেছেন , একটু জানাবেন |

[14:52, 1/12/2024] Bon: আমার মনে হয় , মহেনবাবু স্নায়ু দিয়ে প্রবাহিত শক্তিতরঙ্গই বলেছেন কারণ সমুদ্রেরই ঢেউ , ঢেউয়ের সমুদ্র হবে কীভাবে?

[14:52, 1/12/2024] Bon: অতি চমৎকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক ও বিশ্লেষণ ! আর ও চলুক এমন আলোচনা !! আর বহুদিন পর অমিযদার নাম শুনলাম । মনে একটা যেন তৃপ্তির প্রবাহ খেলে গেল । অতি অল্প দিন পরিচয, কিন্তু তারই মধ্যে আন্তরিকতা এবং ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন । তাঁকে প্রণাম জানাই ।

[14:52, 1/12/2024] Bon: আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু দেরি হয়ে গেলো, কিছু মনে করবেন না।

উপরে একটি পূজনীয় লক্ষ্মী বাবুর বইয়ের সাব হেডিং পোস্ট করলাম, আপনার জ্ঞাতার্থে।

আসলে শক্তি আর মন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে গেলে, ওদের উৎসে আমাদের পৌঁছতে হবে, তাই না।

না হলে পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ যেরূপ ডারউইন আর তত্ব সম্মন্ধে বলেছেন, সেইরকম হয়ে যাবে... ডারউইন মাঝখান থেকে ধরেছেন। এর ফল আদি ও খুঁজে পাওয়া যাবে না আর অন্তও নয়, এটি নিশ্চিত।

অসাধারণ যে নার্ভ বা স্নায়ু তত্ব মহেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, তা অতুলনীয়!

জগতের বিস্ময়, তাই বলেছেন, মন ও স্নায়ু একই। প্রমাণ স্বরূপ লক্ষীবাবুর বইটির উদ্ধৃতি দিলুম।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯।

এছাড়া পূজনীয় পেয়ারী বাবুর স্মৃতি তর্পন বইটির পৃষ্ঠা ১১৮,১৩৮ ও ১৬৬ একটু দেখার অনুরোধ জানালাম।

শক্তি শব্দটি উচ্চারণ হওয়া মাত্র, ওটির আবরণ গঠিত হয়ে সর্বদা যায়। ঐ আবরণ টির ত্রিমাতৃক জগতে নাম হয়ে যায় স্নায়ু।

শক্তিকে সঞ্চিত করার আধারের নাম ই, মহেন্দ্র তত্ব অনুসারে স্নায়ু।

স্নায়ুগুলি ফাঁপা, এটাও তিনি বলেছেন। অতএব মুখ বন্ধ থাকলে ভাব পরিস্ফুটিত হবে না... এটাই তাঁর dormant নার্ভ, বা সুপ্ত স্নায়ুর থিওরি।

মুখ খুলতে পারলেই, শক্তি লাভ!

তিনি জড় আর চেতনার মধ্যে কোনো তফাৎ ও খুঁজে পাননি। মনের একটু উচ্চ স্তরে, অর্থাৎ আমাদের সূক্ষ স্নায়ু জাগরণের পরবর্তী পর্যায়, ঐ আপাত বিভাগ, অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

তরঙ্গ আর স্পন্দন তত্বের আলোচনা, শুধুমাত্র পরমাণু সজ্জিত করণের প্রণালী মাত্র।

তাই স্নায়ু সমষ্টি বা একক পর্যায়ের স্নায়ু, উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির তরঙ্গ, না তরঙ্গের শক্তি.. এ প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে গেলেই... নিকট ও দূর তত্ব এসে পড়ে।

অর্থাৎ গ্রহণ ও প্রেরণ এই ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র তরঙ্গের প্রয়োগ বৃহদার্থে।

আমার সেলফোনের ইনফো pack আপনার কাছে পৌঁছলো.. অর্থাৎ একটি বিশেষ তরঙ্গের মাধ্যমে গেল।

আমার কাছেই যদি ইনফো থাকে... কোথায় তরঙ্গ?

[14:56, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবুর লেখনী...

একটি সুন্দর সাবলীল গতি যুক্ত জীবনপ্রবাহ।

হ্যাঁ, ওঠা নামা না থাকলে... জীবন কোথায়?

ওটাই তো চলার রসদ, প্রাণশক্তি।

এখানে নিশ্চই আমরা তাত্বিক আলোচনা করবো না, শুধুই প্রেরণা টুকুই গ্রহণ করবো।

দেখুন, একজন রেডিও অফিসার হয়েও, নোঙ্গর ফেলা থেকে, দিক নির্দেশ, ওয়াটার gateway থেকে পানামা ক্যানেল খননের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান থেকে ৬ মাসের দিন – রাত্রির খেলা, মায় মাছ চুরি পর্যন্ত কিছুই বাদ দেন নি।

লেখনী চলেছে, আমরাও চলছি, দেখছি মানসচক্ষে ইঞ্জিন রুম থেকে ডাইনিং হল(!), বিভিন্ন ডিস থেকে জলের রেশনিং আবার প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে শান্ত... প্রশান্ত, প্রশান্ত বাবুর দেখা প্রশান্ত মহাসাগর!

খিটখিটে মেজাজ থেকে দরাজ হস্ত, সহমর্মিতা থেকে সাহায্য আসা।

জাহাজ ছেড়ে টেলিকমিউনিকেশন, আবার জাহাজে ফেরায়.. বেশ আকর্ষণ আর বিকর্ষণ বলের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না?

সবারই ভাল লাগছে এই স্মৃতি রোমন্থন নিশ্চই, আর অটুট বিশ্বাস এর প্রমাণ পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী অভিভাবক শ্রদ্ধেয় ধীরেন বাবুর ওপর... রচনার পর্ব পর্বে পল্লবিত।

প্রণাম জানালাম।

[14:56, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় নির্মল বাবুর লেখনী..

যথার্থ শিক্ষক আর স্নেহে ভরপুর এক তীক্ষ্ণ, জাগ্রত সত্বা।

ক্ষুরধার লেখনী, কিন্তু শুধু আমাদের জীবনের পসিটিভ দিকগুলিকে কেটে কেটে নিয়ে সাজিয়ে দেন রচনাতে, ফলে আমরা আমাদের ভুলগুলি নিজেরাই বুঝে নিতে পারি, উনি আঘাত করেন না।

অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল সমস্ত গুরুজনদের প্রতি এই ৮৪ তেও আর অসাধারণ এক পিতামাতার সন্তান। পিতা প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের দীর্ঘ কালীন মহেন্দ্র সঙ্গ, বারংবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

ওনার বিশ্লেসন এক অন্য স্তরে আমাদের উন্নীত করে আর লেখনীর কোমলতা স্পর্শ করে থাকে হৃদয়কে!

এই ধরণের মানুষ –মহাত্মাদের সান্নিধ্যে আমরা যেন বিন্দু মাত্রও, ওনাদের গুণাবলীর অংশীদার হতে পারি, এই কামনা করি।

[14:56, 1/12/2024] Bon: আজ সঞ্জয় ভাই আমার লেখার উপর লম্বা সমালোচনা পাঠিয়েছেন, অপূর্ব সুন্দর শব্দ চয়ন করে করে। আমার ক্ষমতা নেই এই সমালোচনার উপর সমালোচনা করার, শুধুই বলব , ওনার মুখে ফুল চন্দন নয়, দই সন্দেশ পড়ুক, আর ও আয়ুষমান হন ।

[14:56, 1/12/2024] Bon: ধন্যবাদ | আরেকটু যদি বুঝিয়ে দেন উপকৃত হই | একটা confusion হচ্ছে | দুটি জায়গায় দু'রকম বাক্য ব্যাবহার হচ্ছে | স্নায়ুস্থিত শক্তি আর স্নায়ুই মন |

আমি আরেকভাবে বিশ্লেষণ করছি,

একই উপমা দিয়ে – সমুদ্রস্থিত তরঙ্গই ঢেউ |

ঢেউই সমুদ্র | এবার ঢেউ মানেই কি সমুদ্র ?

তারের মধ্যেকার শক্তিপ্রবাহ ইলেক্ট্রিক কিন্তু তার মানেই ইলেক্ট্রিক ?

দর্শনশাস্ত্রের দিক থেকে এই প্রশ্নটি করছি | Theory of Nurves এ এই জায়গাটা যদি বুঝিয়ে বলেন |

[14:56, 1/12/2024] Bon: আপনার 'জিজ্ঞাসার' জন্য ধন্যবাদ।

আসলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখি বলে, উত্তর দিতে দেরি হয়।

গতকালের একটা মন ও শক্তি সম্পর্কিত পোস্ট আছে, ওটা একবার দেখতে পারেন, আভাস হিসেবে।

এবার সরাসরি আপনার কথায় আসি, হ্যাঁ, লক্ষীবাবুর একই পেজ এর একটা সাব হেডিং আর একটা ফুট নোট পোস্ট করেছিলাম।

বিপরীত শোনালেও, মূলত ব্যাপারটা এক।

দেখুন যা কিছুই ভাবছি, তা ভাবছি কোথায়?

ক্রিয়া কোথায় হচ্ছে?

অনুভব ই বা হচ্ছে কোথায়?

সমস্ত হচ্ছে মনে।

আর চেতনার ব্যাকগ্রাউন্ড এ।

চেতনা নেই, তো কিছুই নেই।

এবার দেখুন, যে ইলেকট্রিসিটির কথা বা উপমার উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে যদি একটি বাল্ব কে জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হয়, সবাই জানেন, একটি সরল বর্তনীর প্রয়োজন হয়।

বাল্ব এর একটি তার নয় একটি সেল বা ব্যাটারী বা ডাইরেক্ট মেইনস এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় আর অন্য প্রান্তটি ঐ ইলেকট্রিকাল সোর্স এর, অন্য একটি প্রান্তে।

বাল্ব জ্বলে উঠল আর আমরা বললাম বর্তনী সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই তো জ্বললো।

কিন্তু সম্পূর্ণ কিভাবে হল?

আমরা শুধু হাফ পার্ট দেখতে পাচ্ছি, বাকি হাফ এর ক্রিয়া হচ্ছে ঐ ইলেকট্রিকাল সোর্স এর ভেতর।

কারণ যদি ব্যাটারী ইত্যাদি হয় তাহলে chemical রিঅ্যাকশন তার দুটি ইলেক্ট্রডের ভেতর হবে আর যদি turbine ঘুরিয়ে power জেনারেট করা হয় তাহলে electro-ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর ভেতর।

আমাদের মন আর শক্তির ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার চলছে, অর্থাৎ একটা বিভব প্রভেদ বা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরী হচ্ছে, যেটির ইউনিট ভোল্ট।

Higher লেভেল থেকে লোয়ার লেভেল এর দিকে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করবে। আমাদের ক্ষেত্রে, সেটি রাউট করবে, ঐ বাল্ব এর ভেতর দিয়ে আর সেই জন্যই এনার্জির conversion হিসেবে বাল্ব জ্বলাতে, ইলেকট্রিকাল এনার্জি বা শক্তি লাইট এনার্জিতে converted হল।

আমাদের তথাকথিত টেক্সট বইগুলিতে বিভিন্ন এনার্জির কথা লেখা থাকে, কিন্তু এনার্জি শুধুমাত্র একটিই।

যে গুণের ভেতর দিয়ে তা প্রকাশিত হয়, সেই ভাবেই বা রঙেই রঞ্জিত হয়ে যায়।

মহেন্দ্র নাথ এর স্নায়ুর ব্যাখ্যায় সেই মহাবাক্য টির কথা একবার স্মরণ করুন.. যার তিনটির ভিতর একটি ভাব হল, propelled by energy।

আধার না থাকলে, শক্তি কথাই প্রযোজ্য যেহেতু হতে পারে না, তাই আধার হিসেবে 'আমরা 'আমাদের দেহ, মন সবই এসে পড়লো।

সেই আধারে বাস করছে কে?

শক্তি।

কি করে বুঝলাম? বাল্ব জ্বলার মতন, শক্তির প্রকাশ দেখে।

আমরা বলছি, চলছি... সবই তো শক্তির প্রকাশ।

এবার স্নায়ুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাবটি হল... Created by energy, এক্ষেত্রে তাহলে স্নায়ু শক্তির মাধ্যমে গঠিত, অর্থাৎ একটি ফাঁপা ইন্সুলেটেড পাইপ এর ভেতর আরও একটি পাইপ, যেটি কন্ডাকটর, সেটিকে প্রবেশ করানো হল।

সেই কন্ডাকটর যেটিকে আপাত সলিড বলে মনে হচ্ছে, তা মোটেই নয়, এতেও porosity রয়েছে।

তাহলে এই যে বিভাগগুলি সবই কিন্তু শক্তি তথা স্নায়ু প্রসূত আর মনের মাধ্যমে বুঝচি মানেও, মন ও শক্তি প্রসূত।

যে কোনো সঞ্চালন প্রক্রিয়ায়, বর্তনী গঠন must। তাই স্নায়ু নিজেই যেহেতু বর্তনী অর্থাৎ ধরা যাক স্থূল বর্তনী আর তার ভেতর অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম স্নায়ুর সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়া চললেই, আমরা তাকে শক্তির চলাচল বা প্রবাহ বলে থাকি।

এই চলাচন স্পন্দন এরই নামান্তর মাত্র।

মহেন্দ্রনাথ তাই প্রকম্পন শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

কণাদের কথা যখন বলেছেন তখন ত্রিপুরা মাত্রিক জগৎ এসেছে,

আর ধীরে ধীরে যখন সে তার আইডেন্টিটি লস করছে তখন অন্য নাম হচ্ছে তাই পরমাণু দ্বাণু, ত্রসরেণু ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়াছেন।

অনুভব শব্দ ব্যবহার হলেই, দুই বোধ আসবেই।

এই দুইয়ের একটি শক্তি আর একটি চেতনা!

একত্বে শক্তি উধাও অর্থাৎ মন ও নেই... রয়েছে শুধুই চেতনা।

তাই বাক্য মনাতীত।

মহেন্দ্রনাথ সমাধিকে... কন্ডিশনাল mind বলেছেন।

যদি শক্তি নিরপেক্ষ হতো তাহলে mind শব্দটি আনতেন না বলেই মনে হয়।

ভালো ভাবে ভাবলে দেখবেন,যে নিরাকার ধ্যান এর কথাও বলা হয় তাতেও আকার রয়েছে।

[14:56, 1/12/2024] Bon: একটা কথা বরাবর উহ্য থেকে যাচ্ছে এই প্রশ্নোত্তর পর্বে । সেটা হল এই সূক্ষ্ম মন দিয়ে স্থূল মনকে খুঁজে বেড়ানো এবং আত্মদর্শন এক জন্মের কাজ নয় । তবে ঈশ্বর এমন যোগীকে সর্বদাই সাহায্য করেন । উদাহরণ হিসাবে বলি----" শুচিনাঙ শ্রীমতাঙ গেহে যোগ ভ্রষ্ট অভিজাযতে ।" আরো আছে । " অনন্যোশচিন্তাযতে যো মাঙ পরযুপাসতে , তেষাঙ নিত্যাভিযুকতানাঙ যোগক্ষেমঙ বহামযহম্ ।" ইত্যাদি । মহেন্দ্রনাথ এই প্রয়াসকে আধুনিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ।

[14:56, 1/12/2024] Bon: আর আমি এই মৌন ব্রত পালন করা আর নিজের স্মৃতির ভান্ডারে বার বার ডুব দিতে দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। যেমন মহেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ঠিক তেমনই দেখলাম, আমার তিন বছরের পর সব স্মৃতি একটু মনঃসঙযোগ করলেই মনের মধ্যে silent film - এর মত দেখতে পাই , সময কিভাবে কেটে যায় কিছুই বুঝি না । এই কারণে আমি এই যে ভাষ্য প্রতিদিন চিন্তা করে " মহেন্দ্র প্রজ্ঞাপীঠে " পাঠাচ্ছি, present tense বেরিয়ে আসছে।

[14:56, 1/12/2024] Bon: আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না, আসন করে বসে ধ্যান করার কোন প্রয়োজন হয না।

[14:56, 1/12/2024] Bon: আমি যতটুকু বুঝি , বহু প্রচেষ্টার পর যখন আত্মজ্ঞান হয, তা এক নিমেষেই হয । তার স্থায়িত্বও পলক মাত্র । তাতেই কিন্তু সাধকের মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হয , আর সাধক বার বার ঐ মুহূর্তকে আস্বাদন করতে প্রয়াস করে ।

[14:56, 1/12/2024] Bon: মহিষের শিঙে সর্ষেদানা যতক্ষণ থাকতে পারে ওইটুকু সময়েও | একদম যথার্থ বলেছেন |

[14:56, 1/12/2024] Bon: এই কথাটিই আসল | পুণ্যদর্শন যা লিখছেন তা অনেক উচ্চচেতন অবস্থায় লিখছেন , এমন অনেককিছু প্রকাশ করেছেন যা উচ্চবস্থা লাভ না করলে অনুভব করা যায়না |

আমরা পাঠ করে আর লিখে কতোটাই বা ব্যক্ত করতে পারি , তাই মহেন্দ্রনাথ বারবার বলছেন " ব্রহ্মের বই পড় " |

এই পড়া সূক্ষ্মার্থে আত্মদর্শনেরই প্রয়াস |" আমার বই যে পড়বে সে ঋষি হয়ে যাবে |"

এই ঋষি হওয়ার পথ মহেন্দ্রনাথ লিখে রেখে গেছেন , এবার ধারণা করা |

তবে ব্রহ্মবাক্য ব্যক্ত করেত গেলে ওই উচ্চতায় না উঠলে তা বলা অসম্ভব |

প্রশান্তবাবুর কথা অনুধাবনযোগ্য |

পুণ্যদর্শন জয়যুক্ত হউন |

[14:56, 1/12/2024] Bon: আপনারা এই অর্থেই আমাদের অভিভাবক, কারণ যে জায়গা গুলোতে কিছুটা বুঝেও প্রকাশ করতে পারিনা, অনধিকার প্রবেশ ধরে নিয়ে, আপনারা স্বচ্ছন্দে সেই জায়গাগুলি লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরেন আর বক্তব্য পূর্ণতা পেয়ে যায়।

ফিল আপ দি ব্লাঙ্কস এর কাজটি সুচারুরূপেই করে দেন আর আমরা কৃতকৃতার্থ হই।

লিখে বা বলে, আমাদের মতন সাধারণ লোকজন, কি বা বোঝাতে পারেন, তাই আপনাদের প্রয়োজন হয়।

তবে প্রশ্ন আসা খুব ভালো বলেই মনে হয়, এতে অন্তত অস্ত্র শাণিত হয়ে যায়।

প্রণাম।

[14:56, 1/12/2024] Bon: আরও যে কথা বলেছেন,'ঐ এক মুহূর্ত ', ওটাই সব!

সত্য সত্যিই কি আছে?

এক নিমেষে সন্দেহ দূর!

স্বামীজী ঐ অবস্থানলাভ বহু বহু আগেই করেছেন আর আনন্দে বিভোর হয়ে গেছেন, এটাই সম্ভবত হয়।

এরপর তাঁর গুরভাই দের কথা অনুসারে, বার বার উনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হন নি, কারণ তা না হলে তাঁর এই কর্মের মহিরুহ কোথায় থাকতো?

শেষে শ্রী শ্রী ঠাকুর চাবি দিয়ে খুলে দিলেন..

[14:56, 1/12/2024] Bon: বাহ্ বাহ্ । সুন্দর ! এটাও দেখ –

[14:56, 1/12/2024] Bon: " ভিদ্যতেঃ হৃদযগ্রন্থিঃ ছিদন্তে সর্বসংশয়া , ক্ষীযন্তে চাস্য কর্মাণি তষমিন দৃষ্টে পরাবরে। "

[14:56, 1/12/2024] Bon: জানি, কিন্তু আপনারা লিখলে শোভা পায়, আপনারা তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকা ব্যাক্তি।

[14:56, 1/12/2024] Bon: স্নেহের সঞ্জয়,

তুমি মহেন্দ্র দর্শন ও চিন্তা রাশির সহজ ও কিয়দংশে সরল বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যার যে দুঃসাহস দেখিয়েছ, তা যখন সর্বাংশে সত্য ও সুন্দরের আত্মিক প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে অনুভব ও উপলব্ধিতে উপনীত হয়, তখন তাকে নতমস্তকে স্বীকৃতি না দিয়ে পাঠকের উপায় থাকে না ।

তোমার লেখা আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অতি দুরূহ মহেন্দ্র দর্শনের প্রতিনিধিত্বকারী Ethics, Mind, Theory Of Vibration, Cosmic Evolution, Triangle Of Love, (যা নিছক প্রেমের ত্রিভুজ নয়) , Dissertation On Painting, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান, গিরিশচন্দ্রের মনন ও শিল্প, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) মহেন্দ্র দর্শনের প্রতিনিধিত্বকারী ইত্যাদি পুস্তকের যে অসামান্য বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ সামগ্রিক ভাবে তুমি করে যাচ্ছ, তার কোন তুলনা আমি খুঁজে পাচ্ছি না । আমার বিশ্বাস, তোমার এই লেখমালা আগামী দু তিন শতাব্দী পর্যন্ত মহেন্দ্র দর্শন বিশ্লেষণের আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হবে ।

তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেকে ছোট করব না, তোমাকে নমস্কার জানাই ।

এই লেখমালা পূর্ণাঙ্গ এডিট করে যদি তুমি মনে কর তবে ব্যাখ্যার বাহুল্য ও পুনরাবৃত্তি বর্জন করে, বানান শুদ্ধ করে পরিমার্জনা করে নাও, আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থ সর্বজনমান্য ও সর্বজনগ্রাহ্য অর্থাৎ সর্বজন বোধগম্য হবেই ।

স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের উল্লিখিত পুস্তক গুলিতেও পুনরাবৃত্তি আছে । তার কারণ, তিনি এক এক দিন এক এক সময়ে পূর্ব বিষয়ে তাঁর ব্রহ্মবাণী মুখে ব্যক্ত করেছেন, যা অপর কেউ লিখে নিয়েছে । পিতৃদেবের স্মৃতিকথায় পড়েছি, একদিন মাঝরাতে তাঁকে ডেকে তুলে অতি ব্যস্ততায় বলেছেন -- "লিখে নে, লিখে নে, যা কিছু পাস তাতেই লিখে নে । এখন দেখতে পাচ্ছি, পরে চলে যাবে ।" আমি হাতের সামনে একটা টুকরো কাগজ পেয়ে পেন্সিল দিয়ে তাতে লিখে নিলাম ।'

আমার ব্যক্তিগত অনুভব পুণ্যদর্শন বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত পুস্তক গুলোয় স্থায়ী রূপ দেওয়া তাঁর ব্রহ্মবাণী সাধারণ পাঠক নয়, বিশেষজ্ঞদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছেন । স্বামীজী যেমন কোন ভাষ্যকারের কথা চিন্তা না করে, সোজাসুজি তাঁর পত্রাবলী এবং খন্ডে খন্ডে

সংরক্ষিত জ্ঞানদীপ্ত লেখমালা বা বক্তৃতা ভারতীয় ও অন্যান্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যবাসী সাধারণ মানুষের জন্যও প্রচার করেছেন, মহেন্দ্রনাথ অন্তত ঐ কটা পুস্তকে তা করেন নি । আমার অনুভবে তিনি ভারতীয় সনাতন ঋষিদের মত সমকালীন এবং ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারদের জন্য ঐ দায়িত্ব রেখে যান ।

তাঁর পার্ষদদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যেমন এই দায়িত্ব কিছু কিছু পালন করেছেন, বিজ্ঞান ও টেকনোলজি আমাদের কালে অনেক অনেক বেশি অগ্রসর হওয়ায় সেই সুবিধাকে আশ্রয় করে শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদা একভাবে ও স্নেহাস্পদ সঞ্জয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহায়ে আরো প্রাঞ্জল ও সহজ ভাবে ঐ জটিল মহেন্দ্র দর্শনের ভাষ্য রচনা করে চলেছেন । এই ভাষ্য, আমার ধারণায় সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য হবে । আরো যাঁরা মহেন্দ্র কালের বা অব্যবহিত পরের বয়স্ক ব্যক্তিরা এবং অন্যান্যরা তোমার ভাষ্যএর মূল্যবান সংযোজন করছেন, নত মস্তকে তাঁদের কথা স্মরণে রেখো । তুমি যদি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, ও শ্রীমৎস্বামীজীর বক্তব্য এই তত্ত্বের সমর্থনে আরো বেশি ব্যবহার করতে পারে তবে আরো ভাল পরিস্ফুট হবে । এটা আমার উপদেশ নয়, অনুরোধ মাত্র ।

জয় শ্রীশ্রীঠাকুর, জয় শ্রীশ্রীমা, জয় শ্রীমৎস্বামীজী , জয় মহেন্দ্রনাথ ।

শ্রদ্ধেয় প্রশান্তবাবুর লেখনী ✍️

ক*

আজকে উনি তো হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন!

আত্মদর্শন অর্থাৎ সত্য দর্শন সম্মন্ধে বাক্তিগত অনুভব ও অনুভূতির অভিজ্ঞতা দু, একটি বাক্যর মাধ্যমেই প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং আমরাও যথাযত শিক্ষালাভ এ ধন্য হয়েছি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আজকের ওনার তিনটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

প্রথম -এক নিমেষের অনুভূতি, ঐ অনুভূতির স্থায়ীত্ব এবং বারংবার আস্বাদনের প্রচেষ্টা

দ্বিতীয় - সূক্ষ্ম স্তর এর সব ব্যাপার লিখে বা বলে বোঝানো সম্ভব নয়, তাই অনুভব ও অনুভূতির প্রয়োজনীয়তা।

তৃতীয় - আমরা রাজপথে এসে পড়েছি, এবার নিজেদের কাজ করতে হবে।

উল্লেখিত ঐ তিনটি বক্তব্যের মধ্যে নির্দেশ, বাস্তব প্রমাণ এবং বৃথা তর্কজালে না জড়িয়ে, যুক্তি -তর্কের একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া... এই সবকটিই প্রকাশিত।

আমরা বরঞ্চ ঐ তিনটি বিষয়ের ভাবনা নিয়েই আজ থাকি। পরে বিষয়গুলির ব্যাখ্যায় প্রবেশ করবো।

শ্রদ্ধেয় নির্মল বাবুর লেখনি ✍️

ক *

ব্রহ্মসূত্রর ব্যাখ্যা বা ভাষ্য বহুজনে করেছেন আর এর ফলেই মহাগুরু শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্কাচার্য প্রণীত তিনটি প্রধান মত আমরা লাভ করেছি যেগুলি হল অদৈতবাদ, বিশিষ্ঠাদৈতবাদ ও দৈত বাদ। এগুলি আধার বিশেষে সোপান স্বরূপও কাজ করে চলেছে আজও।

প্রথমটি প্রায় ১৩৫০ বৎসর পূর্বে রচিত।

স্বামীজীও সম্ভবত ঐ সুত্রাদির ভাষ্য রচনায় পূজনীয় শরতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কে নিয়ে বসেছিলেন, কিন্তূ সেটি শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল তা জানা নেই।

তবে আমেরিকা থেকে কালীবর বেদান্ত বাগিসের অসামান্য টিকা সমন্নিত পুস্তকটি, যা খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, তা চেয়ে পাঠিয়ে ছিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামী ভাষ্য রচনার জন্য প্রখ্যাত।

খেমরাজ মহা পন্ডিত ও সাধক অভিনব গুপ্তের ভাষ্য রচনা করে কাশ্মীর শৈবদর্শন এর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিলেন।

বর্তমানে পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ নিজেই বলে গিয়েছিলেন যে বইগুলির টিকা কোরো, না হলে কেউ বুঝবে না।

পূজনীয় নির্মলদার আজকের প্রতিবেদন থেকে আমার নামটি মুছে, আমরা ভেবে দেখি কি আসামান্য মতামত উনি প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওনার শুভ নামটি সম্ভবত নির্মলানন্দ, যেটি পূণ্য দর্শন নিজেই দিয়েছিলেন।

তাই এই সব মহেন্দ্র কৃপাসিদ্ধ মানুষজনের নির্দেশ আমরা স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ এরই নির্দেশ বলে মানতে বাধ্য।

আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে আমরা এইসব সাক্ষাৎ মহেন্দ্র আশ্রিতদের আমাদের মধ্যে পেয়েছি, এতো মহেন্দ্রনাথ কেই পাওয়ার সামিল।

আমাদের এই ছোট্ট গ্রুপ টি ধন্য এইজন্য যে, আমরা ওনাদের জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও আন্তরিক কথাগুলি শুনতে পাচ্ছি।

শ্রবণম মঙ্গলম।

🙏🙏🙏 সঞ্জয়ের কথা ঠিক । মহেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত দুই পুত্রের নাম দিয়েছিলেন অসীমানন্দ ও নির্মলানন্দ । অসীমানন্দকে কেরাণীগিরি থেকে দূরে রাখার কথা বলেছিলেন, বিদেশে পাঠানোর কথা বলেছিলেন । ভবিষ্যতে তিনি Indian Navy - তে যোগ দিয়ে অফিসার হন ।

শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদা,

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীমৎস্বামীজী ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই আপনার আশীর্বাদে আমি সত্যিই PhD. Degree লাভ করেছি । সঞ্জয় ঠিকই বলেছে আমার স্ত্রীও ।

মহেন্দ্রনাথ আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন বলে মনে পড়ছে না যে শুধু আপনার প্রশংসা করে যেতে হবে , অন্য কারো প্রশংসা করতে পারব না । সঞ্জয়কে সদুপদেশ দেবার ছলে পরোক্ষে ওকে লিখতে বারণ করেছেন । যাতে একমাত্র আপনার লেখা অগ্রাধিকার পায় । আমি আশঙ্কিত হয়ে সঞ্জয় যে কি অসামান্য কাজ করছে সে ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা পাঠিয়েছি । মহেন্দ্র প্রজ্ঞাপীঠের স্বার্থে আমি তো বরঞ্চ বয়োজেষ্ঠ এবং অন্যান্যদের অনুরোধ করব যে আপনারাও মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য লিখুন যা মহেন্দ্রনাথের প্রচার প্রসারে সাহায্য করবে ।

মহেন্দ্রনাথ প্রচার বিমুখ ছিলেন । কিন্তু তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা কেউ জানবে না, শুধু কিছু এলিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এটা ভেবে তিনি দুঃখও করেছেন । আমাদের দায়িত্ব তা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ।

কটুবাক্য লেখাও মহেন্দ্রনাথের শিক্ষা না । তাই আপনার চরণে নতজানু হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আপনি আপনার এই স্নেহধন্য অনুজের অপরাধ পূর্বেও ক্ষমা করেছেন । আমার স্থির বিশ্বাস কষাঘাত না করে এবারও আপনি ক্ষমা করে দেবেন ।

আপনি শুধু আমার প্রণম্য নন , সমগ্র মহেন্দ্র ভক্ত সমাজেরও প্রণম্য । তাই আপনি যদি শুধু মাত্র স্মাইলি ও নমস্কারের সাইন না জানিয়ে , সঞ্জয়ের এই অসামান্য লেখমালার প্রশংসা করে কেন অসামান্য সে সম্পর্কে দু চার লাইন লিখে জানান , তবে আপনার নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে ।

আবারও আপনাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই ।

Artificial Intelligence বনাম যোগ..

এতো এক অদ্ভূত কথা.. ওই AI এর সঙ্গে যোগ এর সম্পর্ক আবার কি করে হতে পারে!

হতেও তো পারে..

ধরুন ওই AI নিয়ে সারাক্ষণ আপনি কাজ করেন আর ভরসা করেন নিজের বুদ্ধির থেকেও ওই কৃত্রিম বুদ্ধির ওপর বেশি।

অনেক বেশি গুরুত্বও আরোপ করে থাকেন.. ভাবতে থাকেন একদিন এমন হবে যেদিন ওই AI ই সবকিছু পরিচালনা করবে আর মানুষ তাদের নির্দেশে চলতে থাকবে, কেমন সুন্দর হয়ে যাবে দুনিয়াটা..

এরই নাম যন্ত্র নির্ভর সভ্যতা।

কিনতু মহেন্দ্রনাথ এর ভাষায়.. যিনি হাল ধরে রয়েছেন, তিনি তো আর বোকা নন!

দেখুন এতে কি হচ্ছে

..যতই ওই কৃত্রিম বুদ্ধির ব্যাপারে ভাববেন আর ওটিকে সার সত্য ধরে চলতে থাকবেন.. ততই আপনার নিজের সত্তার প্রবেশ ওর ভিতরে ঘটতে থাকবে আর আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিদেহ অবস্থা প্রাপ্ত হতে শুরু করবেন!

এর বেশি কি আর বলার প্রয়োজন আছে..

একেবারে নতুন পদ্ধতিতে যোগযুক্ত করার কৌশল শ্রী শ্রী ঠাকুরের!

এমন নব নব প্রণালী আরও অনেক আছে আর ভবিষ্যতে আরো অনেক বেশি সংখ্যাতেই হবে, কারণ তা হলে নতুন নতুন প্রজন্মের মানুষজন সহজ কি করে মুক্তির রহস্য অবগত হবে..

মহেন্দ্র সর্বাধুনিক বিজ্ঞান..

"ভগবান পেতে চাওতো ... কঠিন rigid বিজ্ঞান এর ভিতর দিয়ে...."

এতো তাঁর শুভ জন্মদিনের উপহার আমাদের সবার জন্য।

তিনি বহু আধুনিক পথ দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন আর কারণও দর্শন করিয়ে ছেড়েছেন... কেন এই সব নতুন গুলো বেশি কার্যকরী।

মানুষের জীবন যাত্রার ধরণ বিশেষ রূপে বদলিয়ে গেছে, তাহলে উত্তরণ ও যে নতুন নতুন পথে হবে.. এটাই তো স্বাভাবিক.. তাই না?

কাগজের বাড়ি আর স্নায়ুর গাড়ি..

তিনি কি ছোটদের মতোন খেলা করতেন নাকী!

হাঁ এক অর্থে খেলা তো বটেই, কারণ তিনিই তো বলতে পেরেছেন যে... এই সৃষ্টির কোনো purpose নেই তাহলে এমন মজার জিনিস হতে পেয়ে, কার না খেলতে ইচ্ছে হবে বলুন..

তিনিও তাই করে গিয়েছেন, যা মনে এসেছে, সেইসব কথা লিখিয়ে এমনকি ছাপিয়ে ছেড়েছেন।

এই খেলার নিয়ম কি?

নিয়ম নিশ্চয়ই কিছু আছে আর খেলোয়াড় নির্বাচন করা তাঁর হাতে।

Ladder Program বলে Industry তে একটা প্রোগ্রাম খুব ব্যবহার করা হয়.. মহেন্দ্রনাথ এর এই খেলার নিয়ম অনেকটা এইরকম যেখানে ধাপে ধাপে মনে মনের সিঁড়ি দিয়ে আরও বিশেষ ভাবে স্নায়ুর অদৃশ্য পথের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে আর এর ফলে নতুন একধরণের চোখ খুলে যা দর্শন হবে তা রেকর্ড করতে হবে মানে বিপরীত ধ্যান এর পন্থা নিতে হবে।

এই খেলা যত জমে উঠবে, ততই এই দেহবোধ প্রায় লুপ্ত হয়ে কারণ দেহটির আশ্রয় লাভ ঘটবে.. এরপর গঙ্গাম্লা এর ন পালা।

পরামানন্দ আস্বাদন আর আস্বাদন.. নিত্য থেকে লীলায় প্রবেশ আবার লীলা থেকে নিত্যতে... নিত্যদিন.. ক্ষণে ক্ষণে শুভ জন্মদিন!

মহেন্দ্র anudhan

#e

আজ তাঁর শুভ জন্মদিনে শুভ কিছু চিন্তায় যেন দিন কাটে... যে দিনের আবেশ থাকবে আরও বেশ কিছুদিন ধরে।

কোলাহল এর মাঝে, তাঁর চিন্তায় যে শান্তি পাওয়া যায়, তার তুলনা কোথায়?

সহজেই বোঝা যায়.. কত শান্তিময় স্থান.. মহেন্দ্র হৃদয়, যেখানে এত লোকের শান্তির আশ্রয় লাভ হচ্ছে!

তাঁকে দেবার মতোন কিছুই তো নেই আর তাঁর যা পাবার তা তিনি বহু আগেই বহু জনের কাছ থেকেই পেয়েছেন আর এর জন্য তাঁর কোনও ব্যাকুলতা ও আদৌ নেই।

তিনি শুধু চান আমরা আমাদের কর্মগুলি সঠিক ভাবে যেন সম্পাদন করি, আর এটি করলেই আমরা সর্বদা তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকবো তো বটেই, উপরন্তু তাঁর ভাব আস্বাদনের ছাড়পত্র লাভ করব।

দৈনন্দিন সমস্ত কাজ সম্পাদন এর ফল তাঁতে অর্পিত হলে মনে হয় অমৃত ফল মেলে।

তিনিও যেন বিশাল ছত্রটি খুলে, আমাদেরই আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন আমাদের আশ্রয় দান করবেন বলেই..

নিজেই বলেছেন, এই ছত্র যার যতো বড়ো, তার ভিতর তত লোকের আশ্রয় লাভ হয়।

আমরা বৃষ্টিতেও ভিজে যাব না আর রোদে ও পুড়ে যাব না.. এই ছত্রের আশ্রয়ে থাকলে।

যা এতক্ষণ বললুম, এ সবই আমাদের চাহিদার প্রতিধ্বনি মাত্র, কারণ তিনি সর্বদা পূর্ণ, তাই কিছু গ্রহণের স্থান তাঁর ভিতরে কোথায়?

অপূর্ণ আমরা নিজ উদ্ধার সাধনে ও পূর্ণতা লাভের প্রয়োজনেই কেবলমাত্র এই স্তরের মহাপুরুষদের আরাধনা ও অর্ঘ্য দান করে থাকি।

নিত্য সন্ধ্যা করার ও সমাপ্তি ঘটে.. এক বিশেষ স্তরে উন্নীত হলে, এতো শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজ মুখেই বলেছেন।

বলেছেন, কখন কি, কিসে লয় হয় ।

আমরা না হয়, নিজেদের শ্রী মহেন্দ্র হৃদয় সাগরেই লয় করি... তাঁরই নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন এর মধ্য দিয়ে..

আমার তখন বয়স 11/12 বছর হবে, দাদার (প্রশান্ত রায়) সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে স্বামীজীর পৈত্রিক বসতবাড়ি গিয়েছিলাম । গাড়িতে মা, আমি, দিদি আর ছোট দুই বোনও

বোনও গিয়েছিল । চাচার হোটেলের পাশের গলি দিয়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে ।

পুণ্যদর্শন একটা ছোট্ট ঘরে খাটের উপর বিছানায় শুয়েছিলেন। বিশাল দেহ , দারুণ ফরশা আর পবিত্র জ্যোতির্ময় চেহারা , ঠিক যেন শিবঠাকুর ।

মার কাছে শুনেছি, শিবরাত্রির দিন অনেক মহিলা ভক্তরা ফুল বেলপাতা নিয়ে ওনাকে প্রণাম করতে আসতেন ।

মহিমবাবুর খাটের পায়ের দিকে ছিল ঘরে ঢোকার একটা পথ, সেখানে কেউ এসে দাঁড়ালেই উনি ঠিক বুঝতে পারতেন , আর "কে-রঅ্যা " বলে ডাকতেন। তখন সে এগিয়ে এসে ওনার কানের কাছে মুখ রেখে নিজের নাম বা পরিচয় দিত।

কারণ তখন বৃদ্ধ বয়সের জন্য উনি কানে কম শুনতেন , আর চোখেও কম দেখতেন । এর পরেই তিনি " এস যাদু এস " বলে সাদর আহ্বান জানাতেন । কারুকে হয় তো বা বুকে টেনে নিতেন ।

মহিলা ভক্তরা এলেই "ভগবতী , ভগবতী, বসতে দে, খেতে দে " - এই সব বলে ব্যস্ত হতেন । আমার মাকে উনি বড়ই ভালবাসতেন, ঐ ভাবে আদর যত্ন করতেন ।

আবার অন্য মেয়েদের ডেকে বলতেন - " ওরে, প্রশান্তর মা এসেছে, বসতে দে, প্রণাম কর , আরতি কর "। আমি অবাক হয়ে সব দেখতাম। আমি তখন বড় লাজুক স্বভাবের ছিলাম, তাই সংকোচ বশতঃ ওনার সামনে যেতেই পারতাম না। সকলের সাথে মিশে প্রণাম করেই সবার পিছনের দিকে একটা চেয়ারে মার বা দিদির আড়ালে লুকিয়ে বসতাম আর ওনাকে দেখতাম । কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলাম । সেদিন আমি যথারীতি প্রণাম সেরেই সবার পিছনের দিকে একটা চেয়ারে বসেছিলাম । তখন ঘরে কয়েকজন মহিলা ভক্ত ছিলেন ।তাঁরা ওনার সঙ্গে কথা বলছিলেন । হঠাৎ একসময় তাঁরা সকলে এক সঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিলেন । মা দিদি পাশের ঘরে শ্রদ্ধেয় ধীরেনবাবুর কাছে কথা বলতে গিয়েছিলেন । মহিমবাবু আপনভোলা ভাবে শুয়ে ছিলেন । আমি একা বসে আছি, পাশের ঘরে পালাব কিনা ভাবছি, ঠিক ঐ সময়ে ওনার নজরে পড়ে গেলাম । উনি যথারীতি "কে র‍্যা " বলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন দেখলাম । এখন কি করি ? কি বলব , ভাবতে ভাবতে আমি ওনার কাছে গেলাম, তারপর অন্য সকলের মত ওনার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম - " আমি প্রশান্তের বোন " । অমনি উনি হাত ধরে কাছে টেনে খাটের উপর ওনার পাশে উঠে বসতে বললেন । আমি তো মহা বিপদে পড়লাম । পালাতে পারলে বাঁচি । কিন্তু বাধ্য হয়েই উঠে বসতে হল । উনি এক হাত দিয়ে

আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখে খুশি খুশি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন ওনার লেখা কোনও বই আমি পড়েছি কিনা । আমি তখন ওনার লেখা মোটে একটা বই পড়েছিলাম,'বদরীনারায়নের পথে ' ,সেটাই বললাম । শুনে উনি খুব খুশি হয়ে কৌতুকভরা বড় বড় চোখে জিজ্ঞেস করলেন –" কেমন লাগল ?"

তারপর কত কষ্ট করে কত দিন ধরে সেই দুর্গম পাহাড় ভেঙ্গে লাঠি হাতে চলতে হয়েছিল, সেই সব দিনের কথা কিছু কিছু বলেছিলেন, এখন সব মনে নেই । তবে শেষকালে বলেছিলেন– " তোরা যখন যাবি, গাড়ি করে হুশ করে চলে যাবি ।"

এবার মা ও দিদি ফিরে আসাতে আমি ছাড়া পেলাম ।

এখন ভাবি, কি করে অমন সৌভাগ্য হল আমার । সেই দেব দুর্লভ ভালবাসা ও স্নেহ স্পর্শ আমার জীবনের পুণ্য স্মৃতি হয়ে আছে । আমি ছোট ছিলাম ,কিন্তু ওনার ঘরে গেলেই আমার একটা কেমন বিভোর অবস্থা হোত, উঠতে ইচ্ছা করত না ।

এখনও সেই অনুভূতির কথা মনে আছে । পুরো ঘরটা কেমন একটা শান্ত পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়ে থাকত । এই প্রসঙ্গে আরও এক দিনের কথা মনে পড়ছে ।

সেদিন মহিমবাবুর ঘরে বেশ কয়েকজন ভক্ত এসেছিলেন । তাঁরা ঘরে ওনার খাটের সামনের চেয়ারগুলিতে বসে ছিলেন যেন স্থানুবত্, কারণ তাঁরা নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা বলছিলেন না। সকলের একাগ্র দৃষ্টি ছিল ওনার দিকে ,কিন্তু তাঁর তো এসব ব্যাপারে কোন খেয়াল ছিল না। তিনি নির্লিপ্ত ভাবে চুপচাপ শুয়ে ছিলেন আর মাঝে মাঝেই এক হাত তুলে শূন্যে আঙুল নেড়ে নেড়ে যেন অদৃশ্য কারোর সাথে ইশারায় কোনও কথা বা ভাব বিনিময় করছিলেন । আমি ঘরের পিছনের দরজায় কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম । কিছুক্ষণ পরে ঘরে অন্য কেউ ঢুকে কথা বলাতে সবার যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল ,তখন সকলেই আবার কথা বলতে শুরু করলেন । সব স্বাভাবিক হয়ে গেল, যেন কিছুই হয় নি। আমার কিন্তু ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত লেগেছিল । তাই মনে আছে।

আর একটি ছোট্ট মজার ঘটনা। প্রথম বার যখন আমরা সবাই মিলে তাঁকে দর্শন করতে যাই ,আমাদের সব থেকে ছোট বোনটিকে ওনার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। উনি তার মাথার চুলগুলি হাত দিয়ে সরিয়ে জিজ্ঞেস করেন –" তুই কে?"এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে ছোট্ট শিশুর সরল উত্তর – " জানি না। " ওমনি উনি হেসে বলেছিলেন– " তুই নাচতে পারিস?"এবার শিশু বলল –" পারি " । উনি বললেন – " নাচ তো দেখি ?"বোন এক ছুটে পাশের ঘরে পালিয়ে গেল । সবাই হেসে উঠল ।

বোন অবশ্য তখন নাচ জানত না। পরবর্তী কালে বড় হয়ে ভাল নৃত্য শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল । আসলে পুণ্যদর্শন তো ভবিষ্যত দ্রষ্টা ছিলেন তাই বোধ হয় ঐ প্রশ্ন করে ছিলেন ।

আরও একটি দিনের কথা মনে পড়ছে । সেদিন দিদির সাথে আমি একাই গিয়ে ছিলাম তাঁকে দর্শন করতে । দিদির হাতে একটা টিফিন কৌটো ছিল ,তাতে মা নারকেল নাড়ু করে পাঠিয়েছিলেন । দিদি ওনার কানের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল ,আর বলল –"মা আপনার জন্য নারকেল নাড়ু করে পাঠিয়েছে। " উনি তখন কৌটো খুলে দেখাতে বললেন । দিদি কৌটো খুলে দেখালে উনি তার থেকে একটা নাড়ু তুলে মুখে পুরে দিলেন, তারপরেই মুখ থেকে নাড়ু বের করে দিদির হাতে দিয়ে খেতে বললেন । দিদি যেই নাড়ু মুখে পুরতে যাচ্ছে, উনি ওমনি আমাকে দেখিয়ে বললেন – " এই ,ওকে দে ।" দিদি তখন নাড়ুর আধখানা ভেঙে আমাকে দিল। আমি খেয়ে ধন্য হলাম । তখন কিছু বুঝিনি, পরে বড় হয়ে ঠাকুরের বই পড়ে মনে হয়েছে, বোধ হয় একেই বলে– 'অহেতুকী কৃপা ।' এখনও আমার স্মৃতির পর্দায় সেই ঘর ,সেই খাট, আর বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় পুণ্যদর্শন মহিমবাবুকে ঠিক আগের মত পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাই । সেই স্নেহ ভালবাসায় ভরা দেবমানবের পুণ্য স্মৃতি মনে আজও অক্ষয় হয়ে আছে।

ঋষিনেত্র বা শিবনেত্রের ব্যাখ্যায় মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, ধ্যানী ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতেছেন । এইটি আমরা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি । কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন । মাঝে মধ্যে হাতে টানা রিক্সা গলি দিয়ে টুং টুং টনাৎ শব্দ করতে করতে যেত । এখন যেন সেসব শব্দমাত্র নেই । কেষ্টবাবু ছোট ঘরটায় নিচে বসে কি যেন করছেন । ধীরেনবাবু ছিলেন না, কোথায় যেন গিয়েছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না । বারীনকাকা কখন এসেছিলেন জানি না । আমি ঘরে ঢোকার মুখে দেখি উনি বেড়িয়ে যাচ্ছেন । যাবার মুখে একটু হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন ।

আমি ঢুকে যথারীতি জবাবদিহিতে পরিচয় দিলাম । আঙ্গুল দিয়ে বসার নির্দেশ দিলেন । তাঁর মাথার দিকে চেয়ারে বসলাম । বারীনকাকার সঙ্গে বসে বসে কথা বলে বোধ হয় ক্লান্ত লাগছিল । এবার একটি হাত মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়লেন । তখন বয়সের ভারে চোখের পাতা ভারি হয়ে গেছে । তা সত্ত্বেও কথা যখন বলতেন চোখ বড় বড় করে বলতেন । কুলুঙ্গিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ইত্যাদি রোজকার কর্তব্য করতে হোল । থেমে থেমে একটু একটু কথা বলছেন । মার কথা, বাবার কথা একটিবার অন্তত আমাকে যেন বলা চাই । আমি কবে বাড়ি যাব । হুট কর চলে যাস নি । মায়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে যাবি । আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথা বলছেন । আমি ম্যাট্রিক (?) পাশ করে কি পড়লে ভাল হয় । এসব কথা । প্রাচীন মানুষেরা দেখেছি বরাবর ম্যাট্রিক বলতেন । তাঁরা স্কুলফাইনাল, মাধ্যমিক এসব বলতেন না । প্রশান্তদাও নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করে থাকবেন ।

যাক, যা বলছিলাম। কথা ক্রমাগত ধীরে হতে থাকলো । এক সময় বন্ধ হয়ে গেল । কেষ্টবাবু উঠে এলেন । শান্ত । পায়ের চলাতেও শব্দ নেই । উনি শুয়ে আছেন একটু কাত হয়ে । একটা পা লম্বা, একটা ভাঁজ করা । অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্র । দৃষ্টি নাকের ডগায় ।

চেয়ারে বসে স্পষ্ট দেখতে পাই নি । কেষ্টবাবু হাতের ইশারায় ডাকলেন । আমি আস্তে আস্তে শব্দ না করে উঠে গেলাম । পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কৌতূহল বশত ঘার ঘুড়িয়ে দেখলাম । কেষ্টবাবু ছোট ঘরে নিয়ে একটা ঠোঙ্গায় মুড়কি প্রসাদ দিয়ে বললেন এবার যা । চুপিচুপি । আমি তখন ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি ।

তখন এসবের মর্ম স্পষ্ট করে বুঝতে পারতাম না । বড় হয়ে প্রাচীন যুগের ঋষির এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করি । অনেকে ওনাকে বুড়ো শিব বলতেন । শিবই তো উনি । মর্তে ছিলেন ।

শিলিগুড়িতে রবিনবাবুর কাছেও শুনেছি, মহেন্দ্রনাথের এই ভাব খুবই দেখেছেন । গোপালদাও শিবনেত্র দেখেছেন । প্রশান্তদার লেখাতেও দেখছি মহেন্দ্রনাথের নানা ভাবের ঘোর । বাস্তবের এই ভাবের ঘোরের মহেন্দ্রনাথ, আমাদের ভবের ঘরের আশ্রয় |

প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম ||

আমরা তো অনেক পরে এলাম, কিনতু কি পেলাম...

আমরা স্থূল দেহধারী মহেন্দ্রনাথ কে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, কিনতু ভাগ্যবলে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন.. তাদের কয়েকজন কে দেখার অধিকারী ।

তাই আমাদের ভুল ঠিক পথে চলার কিছুটা দায়িত্ব তাঁদের ওপরে বর্তায় আর তাঁদের কথাবার্তায়, তাঁরা যে এই ব্যাপারে সচেতন, তা বোঝাও যায়।

তাই তাঁদের উদ্দেশে ও আজ প্রণাম নিবেদন করি তাঁদের মহেন্দ্র প্রতিভূ জ্ঞানে।

মনে হয় এই নতুন মহেন্দ্র ভাব হয় চুম্বক চুম্বক করে যেমন করছে, সেই ভাবে মানুষের মনে প্রবেশ করবে অথবা এক মহা অভ্যুত্থান এর ভিতর দিয়ে এটির সার্বজনীন স্বীকৃতি মিলবে।

তাঁর নিজের করা উক্তির মধ্যে পাই.. যে এখনো দুটো ওয়ার বাকি, একটি সিভিল ওয়ার আর অন্যটি মিলিটারি ওয়ার।

বাকি আরোও দুটি ছিল, যেগুলি সমাপ্ত হয়েছে।

যখন মানুষ কৃত্রিম কে আসল ভেবে বসে আর সেই ভাবটি বিশ্বজুড়ে প্রচার লাভ করে তখন মুড়ি আর মিছরির এক দাম হয় আর আসল জিনিস কদর হারায় বা এক অহংকারের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তখনই যুগ পরিবর্তন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়.. আর যথার্থ সত্য, সুন্দর ও সাবলীল ভাব প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস পায় ।

জানিনা কবে সে দিন আসবে.. যেদিন মানুষ মহেন্দ্র দর্শন এর মহিমা দর্শনে আনন্দ ও শান্তি লাভ করবে এবং সকল কর্ম ছন্দময় হবে..

তাঁর তপস্যার প্রভাব..

এই প্রভাব সুদূরপ্রসারী.. এটি আসলে মনে হয় এক ধরণের আবেশ এর সৃষ্টি করে, যেখানে কেন্দ্রের উচ্ছ্বাস তরঙ্গ হয়ে বিশ্ব – পরিধিতে আলোড়ন এর সৃষ্টি করে।

এই উচ্ছ্বাস এর শক্তি এতই বেশি যে এটি মানুষের হৃদয় তরঙ্গ যে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে সক্ষম.. তাই মানুষ বদলাতে শুরু করে।

এই বদলে যাওয়া আসলে কি –

নতুন ভাবের আঙ্গীনায় প্রবেশ মাত্র।

একটি জীবনের মধ্যেই, অন্য একটি জীবনের উদয়!

ওই উদয় টি মহাপুরুষের হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মহাপুরুষ কেন?

তিনি সত্য দর্শন বহু আগে করে.. বহু জনকে দৃষ্টি দান কর্মে ব্রতী হয়েছেন।

তাই গুরু প্রণাম মন্ত্রে.. আমাদের চোখ খোলার ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত।

তার মানে এবার আমরা সত্য দর্শন আর অধিকার প্রাপ্ত হলাম..

এবার যা দেখব, বুঝব,শিখব সবেতেই সত্য মাখানো থাকবেই।

এর আর বিনষ্টর সম্ভাবনা নেই ।

এদিকে যার বা যাদের মধ্যে এই ক্রিয়া সাধিত হল.. তারাও কোনো না কোনো ভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন... এক জাতীয় স্পন্দন পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে..... শ্রী মহেন্দ্রনাথ।

আর এই স্পন্দন ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় কোথায়.. স্নায়ুতে চেতনা সহায়।

গতি প্রবল হলে... কারণ স্নায়ু তে অবস্থান করা সম্ভব ।

এই গতি আবার স্পন্দন এর মাত্রা বৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত।

যতো স্পন্দন এর মাত্রা বৃদ্ধি হবে.. ততই হবে শক্তি বৃদ্ধি ।

সবটা মিলিয়ে... শ্রী মহেন্দ্রনাথ এর.. THE THEORY OF CONTINUITY.. এটি নিয়েই উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন.. এ তাঁর নিজের শ্রী মুখের কথা..

এই continuity র ভিতর আমরাও কি পড়ি না... তিনি শুরু হলে, আমরাও তো আছি.. তা নাহলে তো ওই থিওরি টাই অচল.. তাই না..?

বহু দূর থেকে দেখা যায়... আকাশের মহেন্দ্রনাথ কে....

ধরুন এই মাটির পৃথিবীতে জন্ম নেয়া মহেন্দ্রনাথ আর একটি replica র মতোন, আরও একটি মহেন্দ্রনাথ রয়েছেন আকাশে।

শুধু তাই নয়, উপরন্তু তাঁর উপস্থিতি রয়েছে পাতালেও।

তাহলে ব্যাপারটা মানে ছবিটা কেমন দাঁড়াবে..

কাছাকাছি থেকে তাঁকে দেখলে একরকম, দূর থেকে দেখলে একটু অন্যরকম আর বহু দূর থেকে দেখলে, একটি ছোট্ট আলোর বিন্দু বা তারা..... তাই তো ।

আর পাতাল এর ক্ষেত্রে?

তাঁকে আমরা দেখতেই পাব না ।

আসল মহেন্দ্রনাথ কিনতু মনে হয় এমনিই এক রূপ ধরে রয়েছেন।

পৃথিবীর রূপ টি তাঁর আবরণ মাত্র আর এটি তাঁর স্থূল রূপ ।

সূক্ষ্ম রূপ টি তাঁহার এতই বিশাল.. যে প্রায় ধরা ছোঁয়ার বাহিরে।

এই রূপটিকে স্পর্শ করতে গেলে, আমাদেরও এই ভূমি ছেড়ে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করতে হবে আর আসল মহেন্দ্র ভাব দর্শন – স্পর্শন কেবলমাত্র তখনই হবে আর এটাই তিনি চাইছেন বলেই মনে হয়..

তাঁকে চিনতে গেলে চিন্তা করে করে স্নায়ুর দেহ সচেতনে আশ্রয় করতে হবে আর তখনই স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়ে যাবে.. মহেন্দ্র – যোগ!

আর বিচ্ছেদ নাই...

বাস্তবতা বনাম নীরবতা...

এই পৃথিবীর সঙ্গে যা কিছুই সম্পর্ক যুক্ত তাকেই সাধারণ ভাবে আমরা বাস্তব বলে স্বীকার করে নিয়েছি, কিনতু এর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে একটু ভাবলেই বোঝা যায়.. এটির সময়কাল সীমাবদ্ধ।

পক্ষান্তরে যদি আমাদের তুলনায় কম চর্চিত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ ইত্যাদির ব্যাপারে ভাবা যায়.. নিশ্চয়ই দেখা যাবে, এইগুলো অনেক অনেক বেশি স্থায়ী।

অমর শব্দটি... চিরকালই রয়েছে এবং থাকবে এই ভাবই ব্যাক্ত করে, কিনতু এর স্থূল অস্তিত্বর সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

তাই একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাচ্ছে যে.. ভাব আশ্রয় করে যে অস্তিত্ব.. তা দীর্ঘকালীন ।

শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজী, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা ভাব আশ্রয় করে থেকে বহু বহু জন কে আশ্রয় প্রদান করছেন ।

আচ্ছা, এটা কি যথার্থ বাস্তবতার নিদর্শন নয়?

যদি তাই হয়, আমাদের তথাকথিত যুক্তির বাইরের একটি রাজ্যর অস্তিত্ব কে স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে আর সেখানে এই পৃথিবীর সাজানো যুক্তিগুলি নয় অচল আর তা নাহলে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ।

কোনটা ধরে তাহলে আমাদের চলতে হবে?

মনে হয় প্রথমত এখানের প্রচলিত যুক্তির ভিতর দিয়েই অন্য জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধাহীন হতে হবে, এরপর পাসপোর্ট পেয়েছি, কিন্তু ভিসা চাই.. এই অবস্থাটি এলে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বিদেহ রাজ্য তে প্রবেশ এর অধিকার মিলে যাবে ।

নীরব মনে হলেও সতত পূর্ণ প্রাণের ভাষায় ও শক্তিতে...

বিদেহ স্তরের রহস্য..

কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়, একেবারে বিজ্ঞান মেনে এই জগতের কাজ কর্ম চলে।

অজস্র জন বা সত্বা আছেন নিজস্ব মহিমায় বিকশিত হয়ে... তাঁরা সর্বদাই আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে থাকেন, শুধু তাইই নয় আমাদের এই স্থূল দেহ থাকা অবস্থাতেই... ওই সূক্ষ্ম স্তরে আমাদের নিয়ে গিয়ে আনন্দ ও অভয় দানের চেষ্টাও করে থাকেন তাঁরা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ আনন্দের স্তর.. এটি সত্য সত্যই রয়েছে আর ওইখানে যাবার জন্যই.. এইখানের এত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করা!

এনাদের অস্তিত্ব ও আশীর্বাদ না থাকলে আমরা আজও কীকরে নানান দুর্যোগ থেকে উদ্ধার পাচ্ছি? আমাদের প্রার্থনা, ভাবনা চিন্তার মায় দুঃখ কষ্টের সব খবর এক অদৃশ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁদের কাছে পৌঁছে যায়।

আমাদের কতোটা উন্নতিলাভ হচ্ছে.. মনে হয় সময়ে সময়ে, সেই রিপোর্টও ওঁরা আমাদের কাছে পাঠান, যাতে আমরা প্রেরণা পাই এবং আমাদের চলার গতি ওই পরম লক্ষর দিকে নিশ্চিত এবং দ্রুত হয়।

দেখি না আমাদের মনের গভীরে এমন কোনো খবর ইতিমধ্যেই এসেছে কিনা...

ইমোশন..

এটি আসলে কি?

এর সৃষ্টি কোথায়.. লয় ই বা কোথায় ।

কতদূর এ যায় আর কত দূর থেকেই বা আসে..

এটি কি আগেও ছিল আর পরেও থাকবে?

এটি না থাকলে কি হতো...

এবার আসল প্রশ্নের সম্মুখীন... এটি না থাকলে কি হতো ।

জড়ভরত শুধু নয়... ভালো বা মন্দ, এমন কি উঁচু বা নিচু, এগিয়ে বা পিছিয়ে.. এ সবের কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যেত না ।

এক কথায় জীবন যে কি... সেটিও বুঝতে পারা যেতো না!

তাহলে এটির গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা আর বলে দিতে হচ্ছে না।

ভূত থেকে ভগবান দর্শন, এও করার তাগিদ না থাকায়, কিসে কি হয় তাও বোধের বাইরেই অবস্থান করত..

এটি কি কোনো জৈবিক প্রক্রিয়া, যা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহলে তো বলতে হয় অন্য স্তর গুলোও, ওই জৈবিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত... কিনতু তা তো নয়।

যিনি ইশ্বর দর্শন করেন নি, তারও যেমন ইমোশন আছে, যিনি করেছেন, তারও রয়েছে!

তবে কি ইমোশন কোনো একপ্রকার গুণ?

সৃষ্টির আদিতেও কি ওই ইমোশন ছিল..

বরং বলা ভালো যে ইমোশন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির!

এটিই সব এবং সর্বস্ব একজন মানুষের... কিছুক্ষণ এর জন্য চেতনা কে না হয় একটু নিষ্কৃতি দেওয়া গেলো,বা জানিই তো... সে সর্বক্ষণ এর সঙ্গী..

স্বামীজী বলছেন, প্রতিভাবান এই উপরে উঠছে আর পর মুহূর্তেই তলিয়ে যাচ্ছে.. ইমোশন ।

Controlment of Nerves... মহেন্দ্র নাথ..

এও কি ইমোশন এর অন্তর্ভূক্ত বিষয় নয়.. মাত্রা ছাড়া অবস্থায় এটি যাবার আগেই বা নিজের নিয়ন্ত্রণ এর সাহায্যে এটিকে চালিত করার যে শক্তি... সেটিই শক্তি বিকাশের সর্বোচ্চ উদাহরণ বা নিদর্শন বা প্রদর্শন ।

ভাব কে চেপে রাখা.. এটিই সাধন সাপেক্ষ ।

স্বয়ং স্বামীজী কি এই ব্যাপারেও সিদ্ধ ছিলেন না..

শ্রদ্ধেয় প্রাণেশ বাবু বলেছেন.. মহেন্দ্রনাথ এর বাম হাতের খবর বাঁ হাত জানতে পারত না.. এটিও কি একই পর্যায়ে পড়ে না..

আসলে শক্তির নিয়ন্ত্রন নিয়ে মহেন্দ্র বিজ্ঞান ধারায় চিন্তা করলে ক্রমে স্নায়ু বিদ্যুৎ এর রহস্য অবগত হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় আর ওই অন্তর-বিদ্যুৎ এর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা.. ইমোশন নিয়ন্ত্রণ এর কৌশল ও বটে... আর তাই পরক্ষভাবে স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ, ভাব নিয়ন্ত্রণ ও আবেগ বা ইমোশন নিয়ন্ত্রণ.. সম পর্যায়ভুক্ত..

মন কে মন দিয়ে ঠেলা...

ঠেলতে গেলেই তো শক্তি চাই... তাই আগে শক্তি সংগ্রহ আর পরে ঠেলা।

তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর, স্বামীজি,মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ সবাই, এই শক্তি সংগ্রহর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তাই শক্তি রহস্য, অর্থাৎ এই শক্তি কোথায় সঞ্চিত রয়েছে, তা জেনে নিয়ে, শক্তির সন্ধানে নেমে পড়াই উচিত ।

যে কোনো বিষয়ের গভীর চর্চায় মনে হয়...শক্তি সাগরের সন্ধান মেলে আর তখনই ভাব অনুসারে যথার্থ গুরু লাভ ও হয়ে যায়!

মহেন্দ্রনাথ এর ভাব এর সঙ্গে মিলে গেলে, একেবারে বিজ্ঞান পথে স্নায়ুর ভিতর যে শক্তি থাকে, তা জানা হয়ে যায়, যতো যতো সুপ্ত স্নায়ু জাগানো যাবে, ততই শক্তি লাভ হবে, এটিও বেশ সুন্দর করে বোঝা হয়ে যায়.... আর এইভাবে চলতে চলতে একসময় সর্ব ভাবময় পুরুষের দর্শন লাভ হয়।

বোঝা যায়, শাস্ত্র বাণী সব সঠিক, কার্যকরি এবং প্রয়োজনীয়।

এই শক্তির অনুসন্ধান এতক্ষণ ধরে কিনতু নিজের ভিতরেই করা হল ।

এবার নানান ভাবে দ্রুত শক্তিলাভ কিভাবে সম্ভব তাও সামান্য আলোচনার চেষ্টা করছি।

চোখ খুলে বহু দূরে আকাশের ভিতর একটি ক্ষুদ্র আলোর বিন্দু কল্পনা করে, নিজেকে ওই বিন্দুর কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন... বুঝতেই পারছেন, এখানে ওই নিজে অর্থে আপনার মনটির কথাই বলা হল... দেখুন কয়েকবার অন্তত পরীক্ষা করে ।

পরিষ্কার বুঝবেন অভ্যাসের মাধ্যমে যে, যে আপনি কে এতদিন আপনি-নিজে বলে চিনতে, প্রকৃত আপনি তা নন... তার চেয়ে অনন্ত গুণে বড় আর শক্তিশালী ।

দেখুন তো ভালো করে.. মনের গতি লাভ উচ্চপানে হচ্ছে কিনা, আর যদি হয় কোনো কিছু শেয়ার করার মতোন, এই পদ্ধতিটির উপযোগিতা ও কার্যকারিতার কথাটিও শেয়ার করে দিন যাতে মন দিয়ে মন তোলা সবাই সহজেই শিখে নিতে পারে...

শ্রী গুরুর মহিমা...

আমাদের জন্য সত্যিই যেন গুরুর চিন্তার শেষ নেই... তিনি আমাদের কি করতে হবে, তা তো জানিয়েই দেন, উপরন্তু অনেক কাজ নিজেই আমাদের হয়ে করেও দেন... এ এক আশ্চর্য ব্যাপার!

আমরা দুঃখ কষ্ট সহ্য করছি মানে, তিনিও অনেকটাই সইছেন ।

এইভাবে আস্তে আস্তে নিজের সত্বা শ্রী গুরুতেই অর্পিত হয় এবং তাঁর আদেশ ও প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

যে কর্মের জন্য যে নির্দিষ্ট, সেই কর্মভার, তিনি অর্পণ করেন বটে, কিনতু এখনও আগের মতোনই সর্বদা সাহায্য করে চলেন..

এইজন্য শ্রী গুরুর স্থান সবার উপরে..

যোগ ও যোগফল...

এক এর সঙ্গে এক যোগ করলে, সোজা কথায় দুই হয়।

পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেলে এবং ফল ভাল হলে, কেউ কি আবার পরীক্ষা দিতে যায়?

চেতনার ভূমির সঙ্গে, বরঞ্চ বলা ভালো পূর্ণ চেতনাই যে আমাদের স্বরূপ, এটি যদি উপলব্ধি করা যায় এবং এটিকে পরীক্ষার ফল হিসেবে ধরা হয়, তাহলে আর কি আলাদা করে যোগ করছি বা করব... এই নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা থাকে?

মনে হয় থাকে না ।

তাহলে সদা যোগ যুক্ত অবস্থা কে আমরা পরিষ্কার আমাদের পরীক্ষার ফল এর সার্টিফিকেট হিসেবে ধরতে পারি এবং যোগ এই শব্দ টিকে নিয়ে আলাদা করে আর ভাবার প্রয়োজন হয় না।

তাই যোগ ও যোগফল এই উপস্থাপনার প্রয়াস ।

আমাদের সবারই জানা আছে যে এক শব্দটির গুরুত্ব কি অপরিসীম আর সেইজন্য শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী মুখের এই এক এর বিশ্লেষণ আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

শ্রী শ্রী ঠাকুরের কা +কা কা র উদাহরণ অপূর্ব ও আমাদের বোঝার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ঠাকুরের ওই একের মাহাত্ম বর্ণন আমাদের সবকিছু কে সঙ্গে নিয়ে যে অনুভূতির স্তরে নিয়ে যায়... তাই রামকৃষ্ণলোক ও রামকৃষ্ণআলোক-স্তর... এটির ব্যাপ্তি অসীম ও অনন্তে পরিবেশিত... যোগ ফল তাই - এক।

সমস্ত দুই বা অধিক এর অস্তিত্বই কল্পনার নামান্তর মাত্র!

Kalker anushthaner jonyo Jagannath Bhai ke anek dhanyabad

গতকাল একটি তথ্যসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলাম।।

পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের ইচ্ছেয় কালকের webinarটি

একটি ইন্টারন্যাশনাল প্লাটফর্ম পেয়েছে এবং আপনাদের সকলের সহযোগীতায়

সাফল্যমন্ডিত হয়েছে।

👆আমার দাদুভাই শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার সিংহের এই লেখাটি পাঠালাম।। ইনি দীর্ঘদিন পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গ করেছিলেন।।

কিংবদন্তী মহেন্দ্রনাথ...

এটি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল আর তাইই বাস্তবে হচ্ছে।

তাঁর মূল্য বোঝার সময় মনে হয়ে এসেছে।

যখন বহুবিধ সমস্যা এসে উপস্থিত -সারা বিশ্ব জুড়ে... ঠিক তখনই প্রয়োজন বহুবিধ উপায়ে সমস্যার সমাধান।

মহেন্দ্রনাথ এর বহুমুখী যে ভাব... এক্ষেত্রে তা দর্শন করলে, বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না, যে এগুলি সবই ব্যাথার প্রলেপ এবং ঔষধি!

তিনি নিজে বহু আগেই ওই ব্যাথার সমস্যায় জর্জরিত হয়ে.. ঔষধ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষমেষ না পেয়ে, নিজেই নেমে পড়েছিলেন ঔষধ বানাতে।

যুগান্তকারী সব ঔষধ আবিষ্কার করে, প্রথমে নিজের উপর প্রয়োগ করে এবং পরে মানসিক ভাবে কল্পনা আশ্রয় করে বহুজনের সাম্যসার উপর প্রয়োগ করে..শুভ ও যথার্থ ফল পেয়ে, তাঁর বইয়ের বাড়ির মধ্যে রেখে দিয়ে গেলেন।

এখন প্রয়োজন তথা ব্যাথার উপশম এর জন্য, একটি একটি করে আমরা ওনার আবিষ্কৃত ঔষধ সেবন করার চেষ্টা করছি এবং অবশ্যই অসাধারণ ভালো ফল মিলছে।

তাহলে আর তো ছাড়া যাবেনা বটেই, উপরন্তু চাহিদা নিশ্চিত ভাবে ক্রমবর্ধমান হবেই, এটি বলা যাচ্ছে... বিশ্ব পরিস্থিতি অনুসারে।

এখন আর বোঝার অসুবিধা নেই, যে কেন তিনি এতো বিচিত্র বিষয়ের উপর আলোকপাত করে গিয়াছেন, কারণ অজস্র ভাবের সমস্যা এখন সারা বিশ্ব জুড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে, পথ খুঁজে, অর্থাৎ ঔষধ খুঁজে পাচ্ছেনা কোটি কোটি মানুষ।

কিন্তু জানা নেই, ভারতের এক ছোট্ট রাজ্যের ভিতর, একটি শহরের কোণে... সব ধরণের সমস্যার ঔষধ সুন্দর করে রাখা রয়েছে সাজিয়ে.... শুধু এসে সেবন করতে পারলেই... চিরসুস্থতা লাভ!

স্বামীজীর কথায়... পর্বত মোহম্মদ এর কাছে না এলে, মোহম্মদ কেই পর্বত এর কাছে যেতে হবে।

তাই আমাদেরও বিভিন্ন মাধ্যমে ওই ওষুধগুলির গুনাগুণ সম্মন্ধে জানাতে বিশ্বের দরবারে পৌঁছোতে হবে... সময় উপস্থিত।

🙏🙏🙏 কি সুন্দর বার্তা !

কথা..

কথার শক্তি না শক্তি দিয়ে বলা কথা।

মহেন্দ্রনাথ এর কথাগুলি একেকটি মহা শক্তিপুঞ্জ বলা মনে হয়, কারণ তাঁর একেকটি কথা তথা বাক্যর ভিতর অজস্র ভাব সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং ওই প্রতিটি ভাবই এককথায় মৌলিক,মানে সাধারণে সহজে নাগাল পায় না।

তাই ওই ভাবের ফুলসম কথাগুলি মহেন্দ্রনাথের বিশাল বাগানটিকে সুন্দরভাবে সাজ্জিত করণে সাহায্য করেছে।

এই কথাগুলির তাই বিনিময়ে, ব্যাক্তি, জাতি ও বিশ্ব -সমাজ উন্নীত ও শক্তিশালী হতে বাধ্য।

যত এই কথার চর্চা হবে, ততই জীবনের দিশা দেখতে পাওয়া যাবে।

তাঁর নিজের কথায়.. কথাগুলিকে সূক্ষ্ম ভাব দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়, তবেই তা সকলের মনে প্রবেশ করে, অর্থাৎ শক্তি সঞ্চারিত করার কথাই বলেছেন।

যে বা যাঁরা, এই কথাগুলিকে ধরে সমালোচনাও করবেন, তাঁরাও প্রভুত উপকার লাভ করবেন।

আমাদের জীবন দেখুন.... যেন কথার মোড়কে মোরা!

দীপাবলির ওই ছোট ছোট নানান বর্ণের আলোর জ্বলা-নেবার মতন.... আমার ওপরে আপনাদের কথাগুলি সর্বদা পড়ে জ্বলছে নিবছে, আবার আমার হয়তো কোনো কথা গিয়ে অন্যের উপর ওই বাহবা মেলা খেলা দেখাচ্ছে!

কথা আবার কত যে রকমের তারও যেন ইওত্তা নেই.. সাধারণ কথা, হাড় জ্বালানো কথা, মিষ্টি মিষ্টি কথা, রূঢ় কথা ঈশ্বরীও কথা ইত্যাদি।

আবার নাকি কথার জাদুও হয়, যে কথা শুনে লোকে মোহিত হয়ে পড়ে।

কথা নাকী আবার চালাচালিও করা যায়।

এ কথার কথা কথা নয়,

গুরু পত্নী নই... সত্যিকারের মা।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, অমৃত কথা, কথামৃত কি ও কেমন...

মহেন্দ্রনাথ এর বলা কথাগুলি প্রতীক্ষারত.. জাগিয়ে দিতে বিশ্বকে নতুন সুরে ধীরে ধীরে জীবন জুড়ে..

মহেন্দ্রনাথ বলতেন - "উল্টো লাথি খা , যমের বাড়ি যা " - শুনলে রাগ হয় কেন ? কথায় শক্তি আছে বলেই না?

স্বচ্ছতা...

স্বামীজী বলছেন, আমরা সবাই স্বচ্ছতার দিকে চলেছি।

তার মানে আসলে কি?

এটি হলো একদিক থেকে হলো, বিদেহ অবস্থা লাভ এবং এই অবস্থায় অন্যকিছু দর্শন।

মহেন্দ্রনাথ যে মানুষগুলিকে –কাঁচের মতন দেখতেন, এটি স্বভাবতই এই অবস্থায় হয়ে যায়, নিজের লিঙ্গ তথা সূক্ষ্মদেহ দর্শন হয়ে থাকে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এটি স্পন্দন মিলিয়ে দর্শন করা সম্ভব।

এ যেন অনেকটা হাওয়ার তৈরী দেহ যেন, হাওয়া কে সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার উপস্থিতি আমরা সর্বদা বুঝতে পারছি।

এই স্বচ্ছতা দর্শন কিন্তু একেবারে হয় না... ধীরে ধীরে কয়েকটি স্তর পেরিয়ে, তবেই হয়।

একটি অস্বচ্ছ বস্তু, যা আমাদের এই স্থূল দেহই ধরুন না কেন, তা যেমন অস্বচ্ছ, সেইরূপ এই অস্বচ্ছতার স্পন্দন এর মাত্রাও কম।

যত আমরা স্বচ্ছতার দিকে যাত্রা করবো, ততই অস্বচ্ছ বস্তু সকলকে আমরা ধীরে ধীরে স্বচ্ছরূপে দর্শন করতে শুরু করবো এবং এর সঙ্গে সেইসব বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবও আমাদের কাছে অধিক প্রকাশিত হতে থাকবে।

স্পন্দন মাত্রা বৃদ্ধি পাবে তথা দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে শুরু করবে।

আশ্চর্য ব্যাপার এটাই যে, এর ফলে ওই অসচ্ছ বস্তুগুলির সীমা বা পরিধির ও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে... ক্রমশ আকারে বৃদ্ধি পাবে এবং ওজন বলতে আমরা যা বুঝি, তা কমতে থাকবে!

এইভাবে যখন পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রাপ্তির অর্থাৎ দর্শনের দুয়ারে এসে আমরা উপস্থিত হবো, তখন ওই সূক্ষ্ম দেহসকলের দর্শনও অবলুপ্ত হয়ে.... কেবলমাত্র সৃষ্টির উৎপত্তির কারণগুলি সত্যই অনুভব গোচর হবে এবং আমাদের এবং সঙ্গে অন্যান্যদের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া নিশ্চিতরূপে সম্ভব হবে।

তাই এই স্বচ্ছতার পথে যাত্রা শুরু করা, যে যেখানে যেমন ভাবে রয়েছেন.. সেখান থেকেই এখনই।

মহেন্দ্রনাথ একেবারে সহজ রাস্তাটির কথা তো বলেই দিয়েছেন.. জপ যথার্থ ভাবে, সর্ব দেহে, অনু পরমাণু তে ছড়িয়ে দিয়ে জপ করার উদ্দেশ্য ও দ্রুত ফল প্রাপ্তির কারণ

চলুন তাহলে শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান, সংগীত, নৃত্য, সমাজ তত্ব এবং আরও যে যে বিষয়ের সঙ্গে যদি আমরা জড়িত থাকি.... সেগুলির সাধন এর ভিতর দিয়ে পথ চলে।

আসলে এইসব বিষয়ের সহিত শাস্ত্রীয় শব্দটি, তখনই জুড়ে দেওয়া হয়, যখন আমরা বিষয়গুলির অন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করি ।

এটাই স্বচ্ছতার পথে অভিযান ও নিজেকে জানার তথা দর্শনের দর্পন!

দারুণ ব্যাখ্যার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ।

স্নেহের সঞ্জয় ,

তোমার কথা পড়ে খুব খুশি হলাম । তা হলে আমিও আর একটু জানাই । NSIC -র Dy Director ছিলেন আমার বড় জামাই বাবু বীরেশ চক্রবর্তী , তাঁকে দেওয়া হয়েছিল Okhla Prototype Training Hostel -এর warden post .

এছাড়া NSIC Balitikuri Astt Director ছিলেন আমার শ্যালক সুব্রত চৌধুরী । আমি পরিচিত ছিলাম NSIC Mg Dir Mr Radhakrishna -র সঙ্গে ।

মনে মনে মহেন্দ্রনাথ..

সামগ্রীকভাবে দেখলে পুরো মহেন্দ্র দর্শন টি মনে এর বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি সাধারণ মানসিক অবস্থা থেকে সমাধি স্তর পর্যন্ত সমস্ত পথটিকে মনের বিভিন্ন অভিব্যাক্তি হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে তাঁর এই বিশ্লেষণ শুধু মানুষে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র জীবজগৎকেও অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

মনের বিভিন্ন স্তর সমন্ধিও আলোচনায় মহেন্দ্রনাথ শক্তি কে নিয়ে এসেছেন আর প্রাণ কে ওই শক্তির ভিতরেই স্থান দিয়েছেন।

এই দুটি শব্দের ভিতরেই, অর্থাৎ, মন ও প্রাণ –তাঁর দর্শন টির প্রধান ভিত্তি স্তম্ভ।

আমরা যেমন এক চক্র ও সপ্ত অশ্বর কাহিনী এবং ছবি সম্মন্ধে জানি... ঠিক সেইরূপ মহেন্দ্রনাথ এইবার ওই উল্লেখিত শব্দদুটিকে ভাবের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে, একটি শব্দকেই প্রধানতম করে দিলেন।

তাহলে দাঁড়ালো কি?

একটি স্তম্ভ... মন -এটির উপরেই তাঁর সমগ্র দর্শন টি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

তাই মহেন্দ্র চর্চায়, তথা জীবন সাম্যসার সমাধানের একটি সুন্দর চাবিকাঠি আমাদের হাতে তিনি তুলে দিলেন।

এই চাবি বিভিন্ন ভাবে শুধু ঘোরাতে পারলেই... মহেন্দ্রনাথের মন -দর্শন আমাদের নিশ্চিতরূপে লাভ হয়।

আমরা ক্ষুদ্র হলেও, বিশাল মহেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার এইভাবেই তিনি আমাদের দিলেন!

এটিই তাঁর আশীর্বাদ, যে আশীর্বাদ আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলে সাধনে সক্ষম ও আমাদের সাধনার বস্তু।

মনের মধ্যে মন, তার ভিতরে মন... এইভাবে শেষে মহেন্দ্র মিলন।

পূজনীয় মহারাজ কিছুক্ষণ আগে আমাকে মন ও চরম বা একমাত্র স্বত্তা যা বেদান্ত ব্যাক্ত করে, সেই সম্মন্ধে বললেন, তাতে মনের প্রকাশ না বলে স্বত্তার প্রকাশ বললে হয়তো যথার্থ হয়.. এই অভিমত তাঁর।

ব্যাপারটা নিশ্চিত ভাবে ঠিক, কিন্তু সর্বজনের ধারণার প্রয়োজনে ও মহেন্দ্র আঙ্গিকে উপস্থাপনা করা হয়েছে, এই বক্তব্য তাঁকে জানিয়েছি।

এইরকম আপনারাও প্রসঙ্গ গুলি নিয়ে, কিছু অভিমত প্রকাশ করলে খুবই ভালো হয়।

পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম জানাই।

Education is manifestation of perfection already in a man যদি হয় -স্বামীজীর অসামান্য উক্তি অনুসারে, মহেন্দ্রনাথ কি আগে থেকেই সকলের মনের মধ্যে উপস্থিত নেই?

সেক্ষেত্রে তাঁর ভাব প্রচার, অর্থাৎ তাঁর প্রকাশ যে তিঁনিই ঘটাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও ঘটাবেন... এতে কি আর কোনো সন্দেহ আছে..

এবার থেকে তাই সমষ্ঠি মনের চিন্তা, মনে হয় বেশি কার্যকরী হবে।

ভাবলে কি হয়..?

এর উত্তর পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন।

তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁর কৈশরকালে যখন তিনি পরমপূজ্য গিরিশবাবুর কাছে যেতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে যেসব আলোচনা হত সেক্ষেত্রে সব তিনি বুঝতেন কিনা.. এর উত্তরে তিনি বলেন যে, আমি ওই ব্যাপার বা বিষয়টি নিয়ে ভাবতুম।

এই উক্তিই যথেষ্ট, তার মানে ভাবনা অসম্ভব ভালো ফল প্রদান করে, অনেক সমস্যার হাত থেকে বাঁচায় আর মানুষকে অবশ্যই এগিয়ে দেয়।

ভাবনা তাহলে আসলে কি?

ভাব নিয়েই তো ভাবনা, অতএব ভাবনা নিয়ে ভাবতে গেলেই, ভাব কে আশ্রয় করতেই হচ্ছে।

আপনারা নিশ্চই ভাবছেন তো নিশ্চই ভূতে পেয়েছে, যত অবাস্তব কথা এনে হাজির করছি।

তা আর কি করা যাবে।

আচ্ছা, ভাবের ভিতরে কথা লুকিয়ে থাকে, না কথার ভিতরে ভাব... না দুটিই দুটির পারিপূরক?

নাদব্রহ্ম যে বলা হয়, অর্থাৎ, সেই স্তর পর্যন্তও রয়েছে কথা।

মহেন্দ্রনাথ ও সিলমোহর দিয়েছেন.. Word was God এর উপর।

তাহলে কথার ভিতর ভগবান যে রয়েছেন, এটাও মেনে নিতে হচ্ছে।

আবার ভাবের ভিতরে কথা থাকায়, তাতেও ভগবানের উপস্থিতি প্রমাণিত।

ভাবে নেই,এমন কোন স্থান কি কল্পনাও করা যায়?

মনে হয় যায় না।

তার মানে সব স্থানেই ভগবান স্বয়ং উপস্থিত।

চূড়ান্তে তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি?

স্বয়ং ভাবনাই কি ভগবান..

ভাবনা না থাকলে.. ভগবান কোথায়?

ভক্তের ভিতর ভগবানের চিন্তা.. মানে সেক্ষেত্রেও ভগবানের উপস্থিতি পূর্ব হতেই।

যে আলোচনা তুলে ধরা হচ্ছে, তা তো কথার মাধ্যমে আর প্রসঙ্গ ভগবান.. অর্থাৎ ভাগবত এর অনুশীলন।

শ্রী শ্রী ঠাকুর যে ওই তিনটিই যে এক.. এটা তো এইভাবেই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে!

সব ভাবনাই তাই জেনে বা না জেনে ভগবানের ভাবনা।

তিনি নিজেই ভাবাচ্ছেন, নিজেই নিজের আরাধনা করছেন... কথা তথা ভাব দিয়ে!

প্রকাশিত হচ্ছেন...

আমরা এক পা এগোলে, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন, এটি নিশ্চিত সত্য।

হাঁ, তিনি এগিয়ে আসছেন, কারণ আমরা যে ভাবেই হোক, এক পা অন্তত এগিয়েছি।

এই আমরা অর্থে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মোটেই নয় –সারা বিশ্ব।

কালপ্রবাহের, এটি একটি অন্তরবর্তীকালীন অবস্থা মাত্র।

অরুচি মানে, অন্যকিছুতে রুচি। সমাজের চালচলন এর পরিবর্তন, একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, সেই অর্থে তাবৎ বিশ্বের রুচি বদলাতে শুরু করেছে, আর তাই নজরও ঘুরে যাচ্ছে আমাদের.. অন্য কিছু দর্শন এর দিকে।

মহেন্দ্রনাথের তত্ব, এটির নাম দিয়েছে, আঙ্গুলার ভিশন।

দৃষ্টির কৌণিক অবস্থান এর পরিবর্তন, তাই মহেন্দ্রনাথের রূপ ছাড়িয়ে, আমরা তাঁর ভাব কে ধরার ও বোঝার চেষ্টা করছি, একপ্রকার বাধ্য হয়েই আর ভালোবাসতেও শিখছি, কারণ তাঁর ভালোবাসার সীমানার মধ্যে আমরা এসে পড়ছি বলেই।

এটি ঘটতোই একসময়, আর মহেন্দ্রনাথ এটি সম্মকভাবেই জানেন।

ভাবলোকের মহেন্দ্রনাথ কেমন, এই প্রশ্ন যদি মনে মনেও করে বসি, তাহলে তিনি প্রত্যেকের মনেতেই মহেন্দ্র –পেস –মেকার বসিয়ে প্রথমে আমাদের চঞ্চলতা কমিয়ে, সুস্থ করে, সাম্য স্পন্দন স্প্রে করে দেখাতে শুরু করবেন প্রথমত... বড় হওয়া বলতে কি বোঝায় আর কিসের ভেতর দিয়ে সত্য সত্যই বড় হওয়া যায়।

আত্মসাম্প্রসারণ এর রূপ ফুটে উঠলেই, নিজের ভিতরে একটি নতুন ভাবময় জগৎ দর্শন হবে আর নতুন খেলনা পেয়ে, ওতে মজে, মজা দেখাও শুরু হবে।

মজাটা দেখা যেহেতু নিজের বিশাল মনের মধ্যে চলবে, তাই বাইরে থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে এসে মনেই কেন্দ্রীভূত হবে আর প্রচুর শক্তিলাভ হতে থাকায়, উৎসাহের পরিমাণ ও বেড়ে যাবে।

স্নায়ুগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে, নানান ভাব প্রকাশ করতে থাকবে আর মহেন্দ্রনাথে কে চেনা না থাকলেও, চেনা হয়ে যাবে, কারণ এই স্নায়ু তত্বের জনক তিনি বলেই.. এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার!

এটিই মহেন্দ্রনাথ এর স্নায়ু প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান।

জ্বলন্ত আগুন...

মহেন্দ্র জ্ঞান কেন্দ্র... এটি এক অতি উচ্চ তাপমাত্রার চুল্লি বিশেষ, এতে ওঁচলা আবর্জনা পুড়ে ছাই হয়ে যায় –কিন্তু মানুষ মারা যায় না। মানুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে যায়।

এই জ্ঞান পূর্ণ পরাজ্ঞান, এ অমরত্বের ঠিকানা, এ সর্ব জীবনের প্রধান সঙ্গী।

কামলোক থেকে তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে জ্ঞানলোকে এসে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন আর ভস্মিভূত করতে থাকে সব আজ্ঞান, যদিও বলা হয় জ্ঞান থাকলে.. আজ্ঞান ও আছে, এটি ঠিক কথা, কিন্তু জ্ঞানই আজ্ঞান কে যেহেতু চিনতে শেখায়, তাই তখন জ্ঞান এর সাহায্যে ওটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় আর আরও উচ্চদিকে নিজেকে চালাবার শক্তিও পাওয়া যায়।

এইলোকে মহেন্দ্রনাথ তথা স্নায়ু -গুরু সর্বদা পাশে থেকে বা সঙ্গে থেকে সাহস জোগান... বলেন, ভয় কিসের?

এবার তো বিশ্বাস হলো যে, আমরা সত্যই আছি আর আমাদের ওপর নির্ভর করা চলে।

বুজতেই তো পারছিস, তোর নিজের মুরোদ কিছুই নেই, সবই সেই মহা শক্তির হাতে।

চল চল আর সময় নষ্ট করিস না, অনেক কিছুy করার বলার আছে।

এরপর থেকে মহেন্দ্র নাথ বা অন্যান্য এই জাতীয় মহাজন ভিন্ন অন্য সব চর্চাই যেন আলুনী বোধ হয়।

একেবারেই সঠিক মূল্যায়ন ।

নারী ও নাড়ির গতি...

আমরা প্রত্যেকেই জানি যে জন্মদাত্রী মায়েদের শরীরস্থিত যন্ত্রসকল অধিক মাত্রায় জটিল পুরুষের তুলনায় এবং এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

মহেন্দ্রনাথ to পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, যে কোনো মানুষের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার স্নায়ুই থাকে, যেটি প্রকট হয়, সেই অনুসারে, দেহ রূপ ধারণ করে।

এমনকি ক্রমাগত চিন্তার ফলে কোনো একটি দেহের অন্য দেহে রূপান্তর দেহগত এবং ভাবগত, উভয় দিক থেকেই সম্ভব।

লালিত সখী.. একালীন উদাহরণ।

এক্ষেত্রে স্নায়ু উভয়প্রকার বলে যা বলা হলো, সেটি শুধুমাত্র স্নায়ু মণ্ডলীর কথা ভেবে, যা অধিক মাত্রায় স্বক্রিয়।

এবার প্রশ্ন হলো.. সূক্ষ স্থূল প্রসবিনী, এই অর্থে স্বয়ং মায়েরা যে অধিক সূক্ষ আমাদের পুরুষদের তুলনায়, তা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, সূক্ষ তে, অর্থাৎ সূক্ষ স্নায়ুর স্পন্দন এর গতি সর্বদা অধিক এটিও প্রমাণিত হচ্ছে।

এই অধিক তথা তড়িৎ গতি সম্পন্ন মায়েদের বা সার্বজনীন অর্থে নারীদের শক্তির প্রকাশ বাহিরে সর্বক্ষেত্রে আমরা প্রকাশমান না দেখলেও, অন্তরে যে সর্বদা বেশি... এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাই তাঁদের আশীষ আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী।

তাঁরাই রক্ষা করছেন সর্বদা আমাদের।

মা দুর্গা শেষে এসে সবাইকে বাঁচালেন।

শ্রী শ্রী মায়ের আরাধনায়, সমগ্র মাতৃজাতির আরাধনা করা হয়ে যায়।

মহেন্দ্রনাথ এর Toilers and Women will lead the Nation এর দিকে যে আমরা নিশ্চিতভাবে চলেছি, তা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়।

অতি চমৎকার ব্যাখ্যার কোনও বিকল্প নেই ।

মহেন্দ্রনাথের ভূতের বৈশিষ্ট্য হল সদা চঞ্চলতা । এই ভূত যার ঘাড়ে চাপে, তাকে নাওয়া খাওয়ার সময় দেয় না । স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন ।

কাজেই আমি যবে থেকে মহেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছি, আমার মধ্যে এই চঞ্চলতা ঢুকেছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নানা ভাবে।

প্রথমতঃ আমার পড়াশুনার স্পৃহা বাড়তে লাগল । সব সময় মুখে বই , এমন কি ভাত খেতে বসেও বই পড়া। কি বই ? বাড়ির বই , লাইব্রেরীর বই, উদ্বোধনের বই , পুরাণো প্রবাসী, মায়ের ধর্মগ্রন্থ ।

1975 থেকে আমার কর্ম কান্ড অনেক বাড়ল। প্রতিদিন বারো ঘন্টা তো ছিলই , তার উপর লেখালেখি বাড়তে লাগল । প্রায় 18 বছর আমি " শিল্পোন্নতি " মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম, একা হাতে সব লেখা লিখতে হত, এ ছাড়াও একটি বার্ষিক সংখ্যাও মোটা আকারে বের করতে হত ।

এ ছাড়াও নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠাতাম, ছাপাও হত । মনের খুশিমত লিখতাম, কখনও অর্থ চাইতে যেতাম না ।

এ ছাড়াও একটি বিরাট ব্যাপার আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, সে দায়িত্বের কথা আজ অবধি কারোকে বলিনি সঙ্গত কারনেই ।

এখন আমার যাবার পালা, আগামীকাল সেটাও প্রকাশ করে দেব। মহেন্দ্রনাথ কৃপা করে আমাকে এমন শক্তি দিয়েছিলেন যে আমার খুশিমত জাহাজের চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ।

আয়নামহল...

এ আমার শব্দসৃষ্টি নয়, সুফী সাধকের।

আমরা কি জানি, যে আমাদের ভিতরটা আয়নায় মোড়া!

হাঁ, টিভির পর্দা হোক, বা সিনেমার অথবা প্রজেক্টর থেকে ছবি দেখাতে... পর্দা চাই।

আবার নাকী কানেও পর্দা আছে, আছে নাকী ডাক্তারবাবুর stethoscope যন্ত্রে।

বেশ মাজার ব্যাপার তাই না?

ছবি না হয় সৃষ্টি হলো,এই ছবি নাকী আবার সব নানান ভাব।

বেশ, কিন্তু দর্শন করতে গেলেই তো পর্দা চাই।

আয়না কি পর্দা নয়?

ভাবগুলি সব ওই আয়নায় এসে পড়লেই, আমাদের ভিতরের আয়না থেকে তা প্রতিফলিত হয়ে, চেতন সাগরে অজস্র প্রকার ঢেউ তৈরী করে আর আমাদের স্নায়ুগুলি, সেই অনুসারে প্রকম্পিত হতে শুরু করে দেয়, আর আমরা আমরা ভাবগুলিকে অনুভব -দর্শন করে থাকি।

আয়নায় একইকালে যদি বহুভাব এসে পড়ে, তাহলে দর্শন -বিকৃতি ঘটে থাকে।

এই আয়নাগুলি তবে কি দিয়ে তৈরী?

স্নায়ুর আবরণ টিই প্রতিফলক তথা আয়না তথা পর্দা হিসেবে কার্য করে।

মজার ব্যাপার হলো, ওই আয়না যদি সব ভিতরেই থাকে তাহলে বাইরের দৃশ্য সব কেমন করে দেখছি?

ঠিক কথা, আসলে আমাদের বাইরেটাও যে আয়নায় মোড়া, সেটা আগে বলি নি।

যদি আপনি আমাতে আর আমি আপনাতে প্রতিফলিত নাইই হতাম.. আমরা পরস্পর কে দেখার সাধ মেটাতাম কেমন করে?

আরও বলার আছে, গাছ, পাথর, জল মায় সমগ্র স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ শুধুই আয়না দিয়ে গঠিত, তথা স্নায়ু দিয়ে.. সবটা মিলিয়ে সমষ্টি মন!

দারুণ, দারুণ বিশ্লেষণ !!!

নিত্য তে যুক্ত অবস্থায় লীলা দর্শন...

এটিতে বিদেহ মুক্তির স্বাদ একটু একটু করে আসতে পারে, তবে এই অবস্থাটি লাভ হলে.. মোহভঙ্গ যে হবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তার মানে সোজা কথা যে ভাবেই হোক না কেন আমাদের একবার বুড়ি -ব্রহ্ম কে ছুঁতে হবেই।

এসব কথা সাধারণের কাছে বললে, বিশেষ কোনো লাভ নেই, কিন্তু তার মানে যে আমরা অসাধারণ হয়ে গেলাম, তাও নয়।

আসলে বহুদিনের মনের গঠন, ভাব ও জীবনযাত্রা ও সর্বোপরি জড় বাদের যে শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত বলে বেশ সমাদর পেয়ে থাকি... এসবের পরিবর্তন কজন চায়?

চায় তখনি যখন বিদ্যুৎ চমকের মতন সত্যই আশীর্বাদ এসে ছুঁয়ে দেয়, ঘুম ভেঙে যায়, আসল আনন্দ কি তা অনুভব হয় আর মন পাগল হয়ে ওঠে, ওই জিনিস আরও পেতে!

নিশ্চিত এই অবস্থা এলে, কেউ যে আপনার পিছনে দাঁড়িয়া রয়েছেন সর্বক্ষণ ও আপনি নির্বাচিত হয়ে গেছেন, এই ব্যাপারে আর সন্দেহ করবেন না।

আরও যে কি কি হতে পারে, আপনার এইই দেহ ও মনের ভিতর, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ যখন করবেন, নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

এর থেকেও আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু যেটা, সেটা হলো জন্মইস্তক এই সব ব্যাপারের কথা আমাদের কিছুমাত্র শোনানো হয়নি,না প্রথাগত শিক্ষার আঙিনায়, না সমাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কোনো চর্চায়।

আসল জিনিস না জেনে, না পেয়ে, না বুঝে.. মেতে থাকতে হয় বা মাতিয়ে রাখা হয় আসাড় চিন্তায়।

এই স্থলে সত্যই ভগবত কৃপার মহিমা স্বীকার করতেই হয়, স্বীকার করতেই হয় সেই মহিমাময় পরম পুরুষ বা পরমা প্রকৃতির আশীর্বাদ।

তিনি না বোঝালে, এ তত্ব ও অনুভব... কে কাকে দিতে পারে?

দৃশ্বমান হয়েও অদৃশ্য.. এই চিরচেতনার উপস্থিতি।

মহেন্দ্রনাথ এর সামাজিক দর্শন..

এই দর্শন পার্বটি শুরুর প্রাক্কালে প্রথমেই আমি শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দ বাবুকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই, কারণ মহেন্দ্রনাথের এই দর্শন বিভাগগুলি উনিই করে দিয়েছেন, ওনার অসাধারণ মেধা, চর্চা, শ্রদ্ধা ও বিশ্লেসনী ক্ষমতার মাধ্যমে।

এটি এক কালজয়ী ব্যাপার এবং নিশ্চই অদূর ভবিষ্যতে এই অনুসাঙ্গিক দর্শনগুলি বহু নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং সারা বিশ্বের প্রভুত উপকার সাধন যে করবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সর্বপ্রথম তাই একটি প্রাককথন এবং তৎসংলগ্ন একটি সাধারণ সূচি গঠন করা যাক।

এই সামাজিক দর্শন এই কালে কেবলমাত্র ধরা যাক উপক্রমণিকার কাজই করবে।

মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন

প্রাককথন

বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনজোড়া সংগ্রাম, গভীর চিন্তন ও দেশে ও সারা বিশ্বের দুর্দাশা ও বিশেষত শ্রমজীবি ও নারীদের দুঃখময় জীবনের ব্যাথা অনুভব করে, কিছু অতি প্রয়োজনীয় নিদান আমাদের জন্য রেখে দিয়ে গেলেন।

এই মহাপুরুষের চরণে আভূমি প্রণাম নিবেদন করে এবং তাঁরই আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, এই কার্যে ব্রতী হবার সামান্য প্রয়াস করছি।

আশা রাখি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগণিত মানুষজন, মূল মহেন্দ্র সামাজিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও অভিসিক্ত হবে।

মহেন্দ্রনাথের এই সামাজিক দর্শন পর্যায়ের পুস্তকের সংখ্যা যথেষ্টই শুধু নয়, এগুলি যুগতীর্ণ ও আকর স্বরূপ।

তাই এই পর্যায়ের চর্চা ও অনুধ্যান যে আমাদের বহুদিক থেকে বহুভাবে আমাদের সাহায্য করবে, এ বলা ই বাহুল্য মাত্র।

ঋষিকল্প এই মহামানব লোকদৃষ্টির অন্তরালে থেকে যে রচনাসমগ্র রেখে দিয়ে গিয়াছেন, তা নতুন বিশ্ব রচনার এক অমূল্য খোরাক।

যে বিশ্ব হবে যথার্থ অর্থে প্রগতিশীল, ভেদাভেদবিহীন, আনন্দেপূর্ণ ও উচ্চ চর্চার সোপান স্বরূপ, যে সোপান শ্রেণীর শেষ ধাপটিতে পৌঁছালে দর্শন হবে সর্বদিকে মুক্তির আলো।

এই মুহূর্তে প্রয়োজন আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও প্রেরণা, কাজটি সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নির্ধিধায় মতামত প্রকাশ করে সঞ্জীবিত করবেন এবং দর্শন টিকে যথাযোগ্য করে তুলবেন।

এটি আমাদের মিলিত প্রয়াস।

এ এক অতি কঠিন কাজ, আমার মতন মানুষের পক্ষে, কিন্তু মহেন্দ্র সাক্ষাৎ পার্শদ শ্রদ্ধেয় নির্মলদা ও প্রশান্ত বাবুর নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কোথায়?

তাই তাঁদের এবং স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ এর আশীর্বাদ এর উপরই এবং আপনাদের শুভেচ্ছার উপরিই পুরোটা নির্ভর করছে।

মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন

সূচিপত্র :

মহেন্দ্র সমাজ চিন্তন

ভবিষ্য সমস্যা দর্শন

সামাজিক পর্যায় বিভাজন

উন্নতির উপায় প্রদর্শন

সামাজিক কাঠামোর পরিমার্জন

সমাজ তথা বিশ্ব সমাজের চাবিকাঠি

শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা

নারী, প্রগতি ও পথরেখা নির্ণয়

সার্বজনীন শিক্ষা

সুস্বাস্থ

বাসস্থান

দিনপঞ্জি

যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়

ব্রহ্মার বই পঠন তথা দর্শন

গাবেষণা

হিমালয়ের গুরুত্ব

দেশীয় প্রথার প্রচলন

মন ও কাজের সংযোগ

মহেন্দ্র একান্নবর্তী পরিবার

সম্মুখে মহেন্দ্রনাথ ও একযোগে কর্ম সম্পাদন।

সমাপ্তি।

মহেন্দ্র সমাজ চিন্তন

যিনি যথার্থ আমাদের শুভনুধ্যায়ী এবং নিজে বহুদর্শী তৎসহ সদকুল জাত, তিঁনিই একমাত্র আমাদের নিশ্চিত উন্নতির লক্ষে চালিত করতে সমর্থ।

মহেন্দ্রনাথ এই সবকটি ভাবের মূর্তি!

যাঁর বিলাপ নেই, কিন্তু আলাপে সদা আগ্রহশীল এবং বিশ্বকে আলিঙ্গনে সর্বদা প্রস্তুত।

এই জাতীয় মানুষের চিন্তার স্পর্শেও আমাদের অন্তরের ভাব-ব্যাধির বিনাশ ঘটায়, আমরা যথার্থ মনুষ্য চক্ষুর অধিকারী হই এবং বোধের প্রয়োজনীয় বিকাশে সমর্থ হই।

সমাজ যেহেতু ব্যাক্তি ব্যতিরেকে নয়, তাই সর্বাগ্রে তাঁর নজর ব্যাক্তির মানসিক পাটভূমিকার পরিবর্তন ঘটানো।

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশে যেখানে খাদ্যের তথা পুষ্টির রসদে টান এবং দুর্নীতির ছড়াছড়ি, যা অতি উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী উৎপাদনের জন্মস্থান... সেখানে মানসিক উন্নতির বিধান দেওয়া মনে হয় লজ্জার ব্যাপার একজন মহা মানবের চিন্তারক্রমে।

তাই ক্রমে ক্রমে তিনি ব্যাক্তি, জাতি, মহাদেশ এবং বিশ্বের উন্নতির রসদ প্রস্তুত করেছেন, রূপদান করেছেন, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন, নিজের জীবনটি সর্বোপরি উৎসর্গ করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যথাযোগ্য ধারক বাহক প্রস্তুত করে গেছেন।

মহেন্দ্র সমাজ চিন্তন

যিনি যথার্থ আমাদের শুভনুধ্যায়ী এবং নিজে বহুদর্শী তৎসহ সদকুল জাত, তিঁনিই একমাত্র আমাদের নিশ্চিত উন্নতির লক্ষে চালিত করতে সমর্থ।

মহেন্দ্রনাথ এই সবকটি ভাবের মূর্তি!

যাঁর বিলাপ নেই, কিন্তূ আলাপে সদা আগ্রহশীল এবং বিশ্বকে আলিঙ্গনে সর্বদা প্রস্তুত।

এই জাতীয় মানুষের চিন্তার স্পর্শেও আমাদের অন্তরের ভাব-ব্যাধির বিনাশ ঘটায়, আমরা যথার্থ মনুষ্য চক্ষুর অধিকারী হই এবং বোধের প্রয়োজনীয় বিকাশে সমর্থ হই।

সমাজ যেহেতু ব্যাক্তি ব্যতিরেকে নয়, তাই সর্বাগ্রে তাঁর নজর ব্যাক্তির মানসিক পাটভূমিকার পরিবর্তন ঘটানো।

কিন্তূ তৃতীয় বিশ্বের দেশে যেখানে খাদ্যের তথা পুষ্টির রসদে টান এবং দুর্নীতির ছড়াছড়ি, যা অতি উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী উৎপাদনের জন্মস্থান... সেখানে মানসিক উন্নতির বিধান দেওয়া মনে হয় লজ্জার ব্যাপার একজন মহা মানবের চিন্তারক্রমে।

তাই ক্রমে ক্রমে তিনি ব্যাক্তি, জাতি, মহাদেশ এবং বিশ্বের উন্নতির রসদ প্রস্তুত করেছেন, রূপদান করেছেন, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন, নিজের জীবনটি সর্বোপরি উৎসর্গ করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যথাযোগ্য ধারক বাহক প্রস্তুত করে গেছেন।

ভালো topic নিয়ে খুব সুন্দর লিখছেন।

মহেন্দ্রনাথের relevant বইয়ের reference দিলে পাঠকদের সুবিধা হয়

প্রথমত জানতে হবে কে বা করা আমাদের সর্ববিধ সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান দিতে পারেন।

এই ক্ষেত্রে প্রথমেই হে বিষয়টি সামনে আসে, সেটি হলো, তাঁকে বা তাঁদের ইতিহাসের জ্ঞান অতি গভীর হওয়া চাই।

দ্বিতীয়ত, তাঁদের চিন্তাধারা ও ব্যাপ্তি সাধারণের থেকে অনেক উচ্চে থাকা চাই।

তৃতীয়ত, সমকালীন অবস্থার পুঁখ্যানুপুঙ্খ তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থত, যে ভাষা সেই যুগ সামগ্রীক ভাবে বুঝতে অভ্যস্ত, সেটির মোড়কে সার বস্তুটিকে প্রতিষ্টিত করা চাই।

এইগুলিতে সিদ্ধ হলে, তবেই তাঁর বা তাঁদের প্রদর্শীত ভাব তথা নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যায়ে সাধারণে গ্রহণ করবে।

উপরিউক্ত বক্তব্য অনুসারে কেবলমাত্র একটি কথাই যথার্থ বলে মনে হয় আর সেটি হলো... দেবী ভুবনেশ্বরীর তিন পুত্রই, ওই সবগুলি ভাবের সর্বকালীন মূর্তি।

এর ভিতরে যেহেতু আমরা বর্তমানে মহেন্দ্র পর্যায়ের আলোচনা চালাচ্ছি, তাই এই অদ্বিতীয় দ্বিতীয় মূর্তিটির ভাবের বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে, বর্তমান বিশ্বজনীন সামাজিক সমস্যা নিরুপনের জন্য।

মহেন্দ্রনাথ একটি সামগ্রিক সামাজিক কল্পনা নিঃসৃত পরিকাঠামো উচ্চ ভাবলোকে ইতিমধ্যেই গঠন করে রেখেছেন, তাঁর অসামান্য দুরদর্শিতা সহায়, কারণ তিনি সম্মকভাবে জ্ঞাত ছিলেন, ভবিষ্যতের সাম্যসার রূপ কিরকম হবে আর সমাধান ঠিক সেই অনুসারে সুত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে গেছেন।

ওই মহাসূত্রগুলি ধরে পর্যালোচনা ও চিন্তন এর ভিত্তিতে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে এবং নিশ্চিতভাবে আমরা জয়লাভ করবই।

অতএব এবার তাই তাঁর সামাজিক দর্শন এর স্বরূপ আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হোক।

মাননীয় জগন্নাথ বাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের জন্য।

আসলে প্রথমত আমরা মহেন্দ্র সামাজিক দর্শনের একটি আউটলাইন যদি করতে সক্ষম হই, তাহলে মানচিত্রের মতন, এখানে ওখানে, তাঁর বইগুলিকে প্রতিস্থাপিত করা সহজ হবে বলে মনে হয়।

স্নেহের সুজিত ভাই ও শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবুকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা জানাই, এই পর্ব এগিয়ে নিয়ে চলতে, অনুমোদন দেবার জন্য।

আর শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দ বাবুকে শ্রদ্ধা জানবার ভাষা এই ক্ষেত্রে আমার কাছে নেই, কারণ এই মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন লিপিবদ্ধ করার চিন্তা তাঁরই অবদান।

ভবিষ্য সমস্যা দর্শন..

এটি বহু আগে থেকেই, কি করে করা সম্ভব হয়?

এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার আর এটি মানুষের মহামানব বা মহাপুরুষ হবার এক কাহিনী বিশেষ!

এটি শুধু সাধনা নয়, এ মহা সাধনা, এ সাধনা সিদ্ধ পরবর্তী সাধনা, বহু বহু জন্ম আগে সিদ্ধ হওয়া মহাপুরুষ ও মহানারীসকল, সমকালীন দুর্যোগ এর যুগে অবতীর্ণ হয়ে, সাধারণজনকে যে বিশ্বজনীন ভাবের পরিচয় প্রদান করেন ও পথ নির্দেশ করে থাকেন, তা মহামানবে রূপান্তরিত হবার ঠিকানা।

এই ঠিকানা প্রাপ্ত হয়ে, কিছু সাধন করা ব্যাক্তি.. পথরেখাটি দেখতে পেয়ে যান, তাঁদের ক্ষুদ্র সাধনার সহায় আর সেইমতো চলতে শুরুও করেন জেনে বা না জেনেও।

বোঝেন মাঝে মাঝে যে, তিনি একা নন, কেউ বা অনেকেই তাঁর পিছনে আছেন। আবার এই কথা ভুলেও যান, কিন্তু হয়তো অতি কঠিন সব বাধা অতিক্রম করতে করতে, একসময় নিশ্চিতরূপে বোঝেন যে, তাঁকে এক বিশেষ ছাঁচে ফেলে পুনরগঠিত করা হচ্ছে, সমাজ সংস্কার এর প্রয়োজনে।

এর পরেও বিশ্বাস টাল খায়, সমস্যার চাপে আর যখন ওই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পান, তখন এমন এক শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসেন যেটির প্রয়োগে, ওই জাতীয় সমস্যা দূরীকরণ বহুজনের হতে পারে।

এটাই এই শিক্ষাদানের প্রণালী!

শিক্ষক নিশ্চিতরূপে পিছনে দন্ডায়মান থাকেন।

এবার শুরু হয় আরও একটি অধ্যায় –শিক্ষক যে কে এটি বুঝতে আর বেগ পেতে হয় না, আর তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদ ও সব এসে হাজির তখন।

এবার তাহলে করণীয় কি?

এ খবরও হাওয়ায় ভেসে এসে উপস্থিত হয়।

ব্যাখ্যা করো ভাবসকল, দাও পরীক্ষা.. দেখি কেমন তুমি শিখেছো।

করো প্রয়োগ জনগণের উপর, দেখি কি ফল মেলে।

ভালো মিললে পাস, আর না মিললে, তিঁনিই সব ঠিক করে দেন অগোচরে, জনগণ বুঝতেও পারেন না!

আসল সমাজ সংস্কার যা সমাজের ভিত্তি থেকে উত্থিত, এই মহাপুরষেরা সেইখান থেকেই পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন, বিশ্ব নতুন আলোকের উদ্ভাসে বিমহিত হয়, প্রাণ পায় প্রাণীরা, আর মহিমা চাপা থাকেনা মহেন্দ্রনাথের মতন মহাপুরুষ দের!

আমার জীবন এর প্রমাণ ।

একটি প্রামাণিক উক্তি পেলুম, তথা সমর্থন।

প্রণাম।

সাধ হয়..মনের পাখিগুলিকে উড়িয়ে দি

এই গ্রুপে যিনি বা যাঁরা মহেন্দ্রনাথের সঙ্গ করেছেন বা তাঁদের গৌরবময় পরিবারের সদস্য বা সদস্যা তাঁরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, তাঁদের খুঁটি এই কলকাতার মহেন্দ্র-মন ভবনে।

প্রমাণ স্বরূপ মাননীয় প্রশান্ত বাবু

নির্মলদা বিদেশে থেকেও স্বদেশে মনযুক্ত

পূজনীয় মাস্টারমশাই রঞ্জিত বাবু, যিনি অর্ধ সক্ষম দেহে এবং পূর্ণ সক্ষম মনে। বিবেক ভারতী নিয়ে নীরবে প্রচার এবং বাসে যারা ফেরি করেন, তাঁদের ব্যাগের থেকেও ভারী ব্যাগে মহেন্দ্র পুস্তক নিয়ে বিলি করা।

মাননীয়া সুলেখা দির সমগ্র পরিবার।

পরম শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ বসুর পরিবার।

মাননীয় বরেন বাবুর পরিবার,

শ্রদ্ধেয় সত্য বাবুর পরিবার।

মানষ বাবুর পরিবার।

শিবুবাবুর পরিবার।

পূজণীয় শঙ্করদা।

যে প্রাচীন ভদ্রলোক টালা পার্কের কাছে থাকেন, শ্রদ্ধেয় সমীরদা ইত্যাদি।

কেউ যদি বাদ পড়ে থাকেন, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এরপর আসছেন পরবর্তী পর্যায়ের মানুষজন..

প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রদ্ধেয় রঘুবাবুর, মানিকবাবুর এবং অন্যান্যরা... এঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা না জানালে মহেন্দ্র ভাব প্রচার এর মহিমা ক্ষুন্ন হয়।

তাই মন থেকে এই আসামান্য পাখিগুলিকে আজ উড়িয়ে দিলুম।

প্রণাম।

অহিবাবুর পরিবার।

স্নেহের জগন্নাথ,

তুমি বেশ কিছু দিন আগে একটি রূপরেখা পাঠিয়েছিলে । আমি তখন অসুুুস্থ থাকায় উত্তর দিতে পারি নি । পরে আর মনে ছিল না । আজ তোমার পোষ্ট দেখে আবার পড়লাম ও খুব ভাল লাগল তোমার পরিকল্পনা |

এই গ্রুপে একটানা ধারাবাহিক একমাত্র সঞ্জয় ও শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদা লিখে যাচ্ছেন দেখছি । গ্রুপে যতদিন সম্ভব হয়েছে আমি মাঝে মধ্যে লিখেছি । এখন টাইপ করে লিখতে অসুবিধা ও ক্লান্তি হলেও, মনের মত বিষয় পেলে আনন্দটাই লেখা এগিয়ে নিয়ে যায় । কিন্তু শরীর যেমন দেয় ।

কদিন আগে সঞ্জয় মহেন্দ্রনাথের নানা দর্শন নিয়ে একটা রূপরেখা গ্রুপে হাজির করেছিল । তার আগে সে মহেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দর্শন নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে লিখে গেছে । আধ্যাত্ম শব্দটি দুটি ধাতু থেকে উৎপন্ন । অধ্য + আত্ম । অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ । তত্ব অধ্যয়ন করে কোন বিষয়ে কিছু জানা যায় মাত্র । কিন্তু ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে সে বিষয়ে জ্ঞান উপলব্ধ হয় । অধ্যাত্ম সাধকেরা তত্ব অধ্যয়ন বা জ্ঞাত হওয়া সহ , যোগ ও তপস্যার মাধ্যমে ক্রমাগত অনুশীলনের পর সিদ্ধি লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞানী হন । স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঠাকুর বাল্যকালে যাত্রা, পালাগান, সাধুসেবা ও সাধুদের উপদেশাদিতে তত্বজ্ঞান আহরণ করে নেন । তারপর তাঁর অনুশীলন পর্বটি তো সকলের জানা ।

শ্রীশ্রীঠাকুর-আশ্রিত মহেন্দ্রনাথের জীবনও খানিকটা মাত্র সকলের জানা । কিন্তু তাঁর সাধন পর্যায়ের সকল কথা সম্ভবত তিনি কাউকে জানান নি । শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদদের জানিয়েছিলেন, তাঁদের সাধন মার্গ শেখাবার জন্য । আবার, মহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও ব্রহ্মে লীন হন নি । শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় লোকশিক্ষার জন্য নারদাদিদের মতন নিত্যমুক্ত পুরুষের মত সংসারি মানুষদের নিয়ে এই সংসারে থেকে গেছেন । আর তাঁর চিন্তা ও মনীষার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন মানুষের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য । এ সকল চিন্তারাশির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, ও শ্রীমৎস্বামীজীর চিন্তার মিল রয়েছে । এমন কি ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গেও কোন কোন ক্ষেত্র ছাড়া মহেন্দ্র চিন্তার কোন বিরোধ নেই । মহান ত্রয়ীর লোকশিক্ষার উপদেশাদির আলোকে মহেন্দ্রচিন্তাকে আরো উজ্জ্বল ও সর্বগামী করা যায় । আসলে মহেন্দ্রনাথ তো এই মহানত্রয়ীর ভাবকেই প্রসারণ করে গেছেন|

মহেন্দ্রনাথ , তাঁর সমকালে সকলে তাঁর ভাব এবং চিন্তারাশি গ্রহণ করতে পারবে, এ কথা হয়তো ভাবেন নি । কিন্তু তিনি একথাও নিশ্চয়ই ভাবেন নি যে চিরকাল তিনি কিছু লোকেরই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকবেন । তিনি তাঁর ব্রহ্মবাণী শুধু লিপিবদ্ধ করান নি । তা যাতে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, সে জন্য তাঁর পার্ষদদের উৎসাহিত করতেন । অর্থাৎ তিনি বহুর মধ্যে প্রকাশ হতে চাইতেন , তাঁর ভাবের ব্যাপ্তি বহু মানুষকে উচ্চ চিন্তা উচ্চ আদর্শে উদ্বোধিত করুক এটা তাঁর ইচ্ছা না হলে শতাধিক পুস্তক প্রকাশিত হোত না । এখন তিনি বিদেহী । কিন্তু তাঁর চিন্তারাশি ইথারে ব্যাপ্ত হয়ে আছে সমগ্র জগতময় । মহেন্দ্রপ্রজ্ঞাপীঠ গ্রুপের সদস্যদের দরকার এই মনীষীর বাণী ও রচনাবলীর ব্যাখ্যা উপলব্ধি করে তা প্রকাশ ও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা ।

এই গ্রুপে অনেক যোগ্য লোক রয়েছেন ।

বৃদ্ধ বয়সেও শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদা যা করছেন তার কি কোন তুলনা আছে ? স্নেহের সঞ্জয় , জগন্নাথরা যা করছে তার কি তুলনা আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীমৎস্বামীজী আমাদের কৃপা করুন

মহেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দর্শন তথা তত্ত্বের আলোচনা ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তার অনুশীলনের উপায় সম্বন্ধে শ্রীমন্ত সঞ্জয়ের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ এ পর্যন্ত আমরা এই গ্রুপে পড়েছি । এখন যখন তিনি মহেন্দ্র দর্শনের অপরাপর পর্যায়ের তাত্বিক আলোচনা করতে চলেছেন, তখন তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

মহেন্দ্র দর্শনের বিভাগ গুলি এ ভবে যদি বিবেচনা করা যায় :

(ক) মহেন্দ্রনাথের সামাজিক দর্শন ।

(খ) জাতীয়-বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক দর্শন |

(গ) আধ্যাত্মিক দর্শন ।

(ঘ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত দর্শন ।

(ঙ) সাহিত্যিক মহেন্দ্রনাথ--

এর যে কোন একটি দর্শন বা বিষয় নিয়েই সিরিজ অব লেকচার্স দেওয়া যায় । যা বর্তমানে আমি পারব না , কিন্তু একজন পারদর্শী বা বিশেষজ্ঞ পারবেন ।

(২) সংশ্লিষ্ট পুস্তক গুলি থেকে প্রয়োজনীয় কোটেশন ব্যবহার করে বিষয় গুলিকে আরো প্রাঞ্জলভাবে লেখা । পুস্তক গুলির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় একটু করে লিপিবদ্ধ করতে পারলে আরো ভাল হয় ।

৩ । বৃহতের ইঙ্গিত দিয়ে একটু একটু করে লিখে রাখলেও অতি নিকট ভবিষ্যতে ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্বিক, নৃতত্ববিদরা এসে পূর্ণতায় নিয়ে যাবে ।

উপরে মায়ের কথা আবার পাঠালাম, বর্তমান আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত । মহেন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি অহরহ ব্রহ্মলীন হতে এবং ফিরে আসতে।

অসম্ভব কে একা সম্ভব করেছেন। মন জোর দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ

পরম শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দ বাবু অশক্ত শরীরেও আপনি একটি সুপাঠ্য ও শিক্ষনীয় রচনা উপহার দিয়ে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

আপনি যথার্থই লিখেছেন যে মহান দিব্যত্রয়ীর আদর্শ জীবনযাত্রা এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নত হওয়ার জন্য পথ প্রদর্শন ও লোক শিক্ষার উপদেশাবলী পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের জীবন ও মনীষা তথা তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ব্রহ্মবাণী রূপে নিহিত রয়েছে।

আর মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী বিষয়ভিত্তিক ও দর্শন ভিত্তিক বিভাগ করে কোটেশান সহ আলোচনা এবং গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ গবেষণা উপযোগী প্রচার এবং প্রসার কাজ বিস্তৃত করার জন্য আপনি নির্দিষ্ট guideline দিয়েছেন তা আমরা অনুসরন করার চেষ্টা করছি

শ্রদ্ধেয় নির্মলদা,

আপনার অনুভূতির কিঞ্চিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হয়ে কার্যত বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছি।

আসলে আপনি মনের দরজা খুলে দেওয়াতে, প্রবেশ নিষিদ্ধ... আর রইল না, এটির সম্মক প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তূ আপনারা থাকতে, এটা করা আমাদের পক্ষে জানলেও হয়তো বলতে কিন্তূ বোধ করতুম।

মহেন্দ্রনাথের কৃপায়, এটি আপনাদেরই করার কথা এবং সেটিই করে আমাদের রক্ষা করলেন।

শুনতে অনেক ব্যাপারই হয়তো প্রথমে খুব খারাপ লাগে, কিন্তূ পরে সেগুলোই প্রাণ বাঁচায়।

যে তাত্বিক দর্শন বিভাগ আপনি করেছেন, তা যথাযথ-আমার ক্ষুদ্র বিচারে।

আমরা একবার যদি মহেন্দ্র পুস্তক প্রকাশের পটভূমিকার দিকে চোখ ফেরাই, তাহলে সেই নমস্য পার্শদদের মহান ত্যাগ, তপস্যা ও তিতিক্ষা দেখে যুগোপত আশ্চর্য হই ও লজ্জাবোধ করি।

তুলনায় নিজেকে কোথায় যে দাঁড় করাবো , বুঝতে পারি না।

এই কর্মভার আমাদের উপর আপনি বা আপনারা চাপিয়ে দিয়ে জগতের অশেষ মঙ্গল সাধনের সূচনা করলেন।

আমি ব্যাক্তিগতভাবে কতটা কি করতে পারবো তা জানিনা, তবে আমরা যদি মহেন্দ্র ভাবধারাকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে না আনতে পারি, আমরা যে আকৃতকার্য, তা শুনতে খারাপ লাগলেও, স্বীকার করে নিতে হবেই।

আমরা আসলে এই কথোপকথনের ভিতর দিয়ে, মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন এরই আলোচনা করছি বলে মনে হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই মহেন্দ্রনাথের এই বিশাল ও সময় উপযোগী কাজের ওপর কিছু করার চিন্তা ছিল এবং একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থা বলি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতুম, কিন্তূ কোথায় লোকজন, কোথায় কি!

এগিয়ে এলে, নিজেদের তরফ থেকে কিছু নিশ্চই করা যায় বলেই মনে হয়।

বেলুড় একসময় গ্রাম ছিল এবং স্বামীজীরা সেই স্থানটিকে নির্বাচিত করলেন।

আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও তো কোনো একদিন রূপধারণ তো করতে পারে..

আমি হাওড়ার NH-6 হাই ওয়ের কিছুটা দূরে একটি নিরিবিলি জায়গায় কিছুটা জমি কিনে রেখেছিলাম, এই জাতীয় কিছু করার জন্যে, যেটি আমি এই মহান উদ্দেশ্য সফলে ও প্রয়োজনে donate করে দিতে পারি।

আর ব্যাখ্যা সহযোগে মহেন্দ্র দর্শন এর দ্বায়িত্ব মাননীয় জগন্নাথ বাবু যদি কোনোভাবে organise করতে পারেন, তো খুবই ভালো হয়।

আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

প্রথম থেকেই জানিয়ে রাখি যে, রি ধরণের শুভ উদ্যোগ এর সঙ্গে আমার ব্যাক্তিগত ভাবে কোন অর্থকরী সংযোগ থাকবে না।

এই উদ্যোগ নিয়ে আপনাদের সবাই এর মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়।

সামাজিক পর্যায় বিভাজন..

এই পথ সত্যই ক্ষুরধার একটি পথ আর বিভাজন অর্থে, পথে তো সবারই চলার অধিকার তাহলে বিভাজনের প্রশ্ন আসছে কেন?

উত্তর হলো, এটি হল,মাল্টি টেয়ার ফ্লাইওভার এর মতন অনেকটা, নিচের ভূমি বা পথ একই, কিন্তূ ব্যাক্তি বিশেষের জন্য

চলার লেন ভিন্ন –মানসিক অবস্থা অনুসারে।

এবার মহেন্দ্রনাথ রচিত Society বইটি নিয়ে যদি এই সামাজিক দর্শন এর একটু ছোঁয়া পেতে চেষ্টা করি তাহলে প্রথমেই যে আঘাতটি আমাদের সইতে হবে... সেটির নাম বৈরিতা!

কেন?

কারণ এই বর্তমান সমাজ এই ভাব মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত!

তিনি সমাজ গঠনে, তা সে ক্ষুদ্র পরিষরের হোক বা বৃহৎ, সেটি একটি সলিড মাস।

অর্থাৎ এই দেহ –মন গত পর্যায়ে দুই বা ততোধিক ব্যাক্তির মিলনের স্থান, যেখানে প্রধান আবালম্বন হওয়া উচিত.. নিখাদ ভালোবাসা।

তিনি লুকোচাপা না করে সোজাসুজি বাক্তিকেন্দ্রিক মিলন ভূমি থেকেই শুরু করে, বিশ্বময় সেই মিলন কে মহামিলনের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

সাথে জুড়ে দিয়েছেন, যথাযত বিচার ব্যাবস্থার অতি আধুনিক সংবিধান আর দিয়েছেন স্বাধীনতার মূল মন্ত্র কে ব্যাক্ত করে.. মর্যাদা নিজের কাছে নিজের পাওয়া থেকে --বিশ্ব আঙিনায়, যা আনতে পারবে স্থাপন করতে পারবে প্রগাঢ় বিশ্বাস পরস্পরের মধ্যে, দেশসমুহের মধ্যে, সর্বোপরি সকল স্তরের মানুষের মধ্যে.. যেটির আসল নাম পূর্ণাঙ্গ মানবকেন্দ্রিক সভ্যতা।

অনেক অনেক বক্তব্য থাকে, আমরা এই পর্যায়ে ধীরে ধীরে না হয় অগ্রসর হই, কারণ কোনো পরিবর্তন হঠাৎ করে সাধিত হয় না।

আশা করি আপনারা সহমত হবেন।

নিঃস্ব না হলে, বিশ্ব দেখা যায় না!

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী বলছেন, এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে, তুলোর বিছানায় শুয়ে... কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন?

আরও বলেছেন, স্বর্গে যাবার যদি কোনো পথ থাকে, তা গিয়েছে নরকের ভিতর দিয়ে।

এগুলি সবই জাগাবার, ঘুম ভাঙাবার মহামন্ত্র।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ বলছেন, ভগবানের দেখা পাইতো বলি, ওসব মোক্ষ, মুক্তি জানিনা, জাতটার কি ভাবে উন্নতি করা যায়, সেটিই জানতে চাইবো।

আসল কথা হলো, দুর্বলতাই পাপ, আর এই পাপ কাটলেই মুক্তি ইত্যাদি দুয়ারে এসে পড়ে থাকে।

এই জাতীয় মহাপুরুষেরা তাই ওসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন না।

বিদেহ –মুক্তির পরের অবস্থা বা স্তর থেকে তাঁরা কার্য পরিচালনা করেন।

তাই নিখিল বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর অন্তরে তারা তাঁদের আসল ভাব মূর্তিটি সুন্দর ভাবে আগে প্রতিষ্ঠিত করে নেন বা দেন... যার ফল বুঝতে পারে মানুষ ধীরে ধীরে আর পরিবর্তিত হতে থাকে বিশ্ব সত্যের অক্ষ পথে ঘুরে ঘুরে।

দেখা যায় নতুন সূর্যের উদয়, বোঝা যায়, এটাই পূর্বদিক.. করে সূর্য প্রণাম।

সমাজ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, ওই নতুন রবির স্নিগ্ধ কিরণে, মন হয় হরষিত, প্রাণ ভোরে যায় আনন্দে, ভুলে যায় দুখ সুখ।

গড়তে শুরু করে নতুন সম্পদ.. সৃষ্টি হয় নব সংগীত, নৃত্য, কলার।

জানিয়ে দেয় বিজ্ঞান.. জ্ঞান এর মর্মকথা.. চলে যায় সব ব্যাথা!

রাজযোগে তাই স্বামীজী বলছেন, এতে তোমার সব দুঃখ দূর হবে।

মহেন্দ্রনাথ এর স্বপ্নের এশিয়া জেগেছে, জাগছে নতুন সাজে.. ওদিকে বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে অন্য মহাদেশ।

সব মহাদেশের উপরে অধিষ্ঠান করছেন মহেন্দ্রনাথ।

তাই তো বলতেন, কতক্ষণ আর দেহে থাকি, পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।

আমাদের সঙ্গে তাঁর স্বত্তার সংযোগ... মহেন্দ্রযোগ।

চেতনার চূড়ান্ত.. সমাজ সংস্কার এর লক্ষ্য।

ওই লক্ষ্যের দিকে গমণের নাম.. মহেন্দ্র সমাজ দর্শন।

মহেন্দ্র প্রজ্ঞাপীঠ গ্রুপে অনুজ অনেক মহেন্দ্র বিশেষজ্ঞ আছেন । যাঁদের মধ্যে সঞ্জয় ও জগন্নাথ খুব সক্রিয় ।

শ্রীমন্ত সঞ্জয় উপরোক্ত পর্যায়ের অনেক কিছু তার পূর্ববর্তী লেখন সিরিজে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন । মহেন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের চিন্তারাশির উপর এদের গবেষণা ও তা গ্রুপে লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হলে সকল মহেন্দ্র ভক্ত নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন ।

সঞ্জয় সঠিক বলেছেন – একটা মহা সড়ক থেকে বহু পথ বহু দিকে চল যায় । ব্যক্তি যে যার পথে গমন করে । তেমনি কোন দর্শন একটা মহা সড়ক দিয়ে সকলকে চালিয়ে এক ছাঁচে সবাইকে গড়তে চায় ; কোন দর্শন ব্যক্তি মানুষের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে বর্ণময় ঐক্যবদ্ধ সার্থকতা পূর্ণ সমাজ জীবনের অগ্রগতি চায় । স্বামীজী যেমন অধ্যাত্ম চিন্তার পথ রুদ্ধ না করে ভেদাভেদহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, মহেন্দ্রনাথ তো তেমনি নিরন্ন, শিক্ষাহীন কর্মহীন উদ্যোগহীন উপেক্ষিত নর নারীর চিন্তা বা মনন ও ক্ষমতায়নের বিকাশ ঘটিয়ে শুধু স্বদেশ নয় সমগ্র এশিয়া মহাদেশের একটা ফেডারাল ঐক্যবদ্ধ সমাজের কথা চিন্তা করেছেন ।

এই সকল বিষয়ের প্রতিচ্ছবি (reflection) শেষের দিকে সঞ্জয়ের অনেক লেখাতেই দেখেছি । তিনি যদি এই সংক্রান্ত মহেন্দ্রনাথের পুস্তক গুলি –

Status of Toilers, Reflection on Society , Federated Asia, Toilers Republic, Status of Women, Reflections on Women Ethics , Education, National Wealth, Nation, Society , ইত্যাদি পুস্তক গুলির পর্যালোচনার মাধ্যমে করেন তবে চমৎকার হবে । জানি এ কাজ দুরুহ এবং শ্রমসাধ্য । কিন্তু কাউকে না কাউকেই করতে হবে । তিনি যদি কিছুটা অন্তত করে দেন তবে আমরা সবাই নিশ্চিন্ত হবো । কারণ আর কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে ।

জয় মহানত্রয়ী, জয় মহেন্দ্রনাথ ।

এখানে স্নেহের সঞ্জয়ের সর্বশেষ লেখাটি চমৎকার লাগলো ।

সঙ্গের ছবিটিতে মধ্যখানে দুজনকে জুড়ে রেখেছে মহেন্দ্র আধ্যাত্মিকদর্শন ।

আর চার পাশের মানুষজনের যোগসূত্র রচনা করেছে মহেন্দ্রনাথের ট্রায়াঙ্গেল অফ লাভ ।

শ্রদ্ধেয় নির্মলদার আজকের পোস্ট এর কনটেন্ট দেখে ভাবনাকে যে আরও উপযোগী এবং সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে হবে, তা বুঝলাম।

উনি এই ব্যাপারে অতি অগ্রগন্য একজন ব্যাক্তি ও মতামতের গুরুত্ব যথেষ্ট বললে.. কম বলা হয়।

যে দর্শন বিভাগগুলি উনি করেছেন, সেগুলিকে একটু সাজিয়ে নিলে, মনে হয় এইরকম হতে পারে :

1.মহেন্দ্রনাথ এর সামাজিক দর্শন এর মধ্যে সোসাইটি, homocentric civilisation, এথিক্স, ego, নারী জাতির অধিকার, toilars সংক্রান্ত গ্রন্থ গুলি পড়বে।

2.মহেন্দ্র বৈষয়িক দর্শন এর ভিতরে ন্যাশনাল wealth, ফেডারেটেড এশিয়ার বিশ্লেসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে।

3.মহেন্দ্র সংস্কৃতি দর্শন এর ভিত্তি, তাঁর Disertation of poetry, Painting, শিল্প প্রসঙ্গ, চিত্রাকলা ইত্যাদি।

4.মহেন্দ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দর্শন এর ভিতর তাঁর রচিত সমগ্র বিজ্ঞান সিরিজ এর পুস্তকগুলি।

5.মহেন্দ্র শক্তি (আহরণ) দর্শন.. এর ভিতরে কুরুক্ষেত্র, নল ও দময়ন্তী, এমনকি মাইকেল মধুসূদন অন্তরভুক্ত হতে পারে।

6.মহেন্দ্র ভবিষ্য দর্শন.. এটি হবে তাঁর সমস্ত দর্শনের সংমিশ্রিত একটি নব অজানা জগৎ দর্শন, যেটি আমাদের এই আপাত বাস্তব পৃথিবীর উপরের একটি স্তর.. এটি স্বয়ং স্বাধীনতা!

আপনাদের মতামত প্রার্থনা করছি ও শ্রদ্ধেয় আমাদের গুরুজন প্রশান্ত বাবু এবং নির্মলদাকে প্রণাম নিবেদন করছি।

এই কার্য সম্পাদন একমাত্র ভগবত ইচ্ছায় এবং মহেন্দ্রনাথ এর অনুমতির উপর নির্ভরশীল।

তবে তাঁর প্রতিভূস্বরূপ শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবু ও নির্মলদাকে পাচ্ছি।

[15:22, 1/12/2024] Bon: মহেন্দ্র –স্বাধীনতা..!

এটি কি?

এটি আমাদের মনের ভিতরে মহেন্দ্রনাথের রেখে দেওয়া কর্মের বীজ।

এটির বৃদ্ধি এবং বৈশিষ্ট কালের এবং মহেন্দ্র –কর্ম সম্প্রসারণের ভিতর দিয়ে অনুভূত হয় ও শান্তি এবং শক্তিলাভ হতে থাকে।

মহেন্দ্রনাথ সঙ্গেই থাকেন সর্বদা আর পথটি যে তৈরী করেই রেখেছেন, তা বোঝা অবশ্যই যায়।

কি এই কর্ম?

যে কর্ম সম্পাদনে দাসত্ব কাটে এবং মন উচ্চ গতিলাভ অনায়াসে করে।

যেটি মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র এবং যে প্রণালী অবলম্বনে যথার্থ প্রাকৃতিক এবং একান্ত প্রয়োজনীয় যে জ্ঞানলাভ করতে পারে সমস্ত মানুষ.. সেটিই মহেন্দ্র–বীজ।

এই বীজটির অঙ্কুরিত হবার উপাদান হলো ভালোবাসা।

সবার ভিতরে যখন ভাব বৃক্ষগুলি বৃদ্ধিলাভ করবে তখন সমাজটি এক নতুন ভাবে সেজে শোভা বর্ধন তো করবেই।

আর এই শোভা দর্শন করবে কে?

সারা বিশ্ব।

নতুন পাওয়া কর্মের উন্মাদনা, আরও বহু বহু নতুন কর্মের সৃষ্টি করবে আর কর্মহীন শব্দটি... অর্থহীন হয়ে যাবে!

এটিই মহেন্দ্র-স্বাধীনতা।

[15:22, 1/12/2024] Bon: বিস্তারিত বিবরণ, ব্যাখ্যা , এবং উদাহরণ দিয়ে মহেন্দ্র দর্শন নতুন মনের কাছে আকর্ষণীয় করে পেশ করতে হবে । এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দিচ্ছি- অজানা বস্তু অথবা চিন্তা মানে marketing , জানা জিনিষের তারতম্য বোঝানোর নাম sales . এই দুটোর মানে কি এক ?

[15:22, 1/12/2024] Bon: ফল খেলে বল বাড়ে..

মহেন্দ্রনাথ যেন এক আশ্চর্য মহা বৃক্ষ, যেটিতে নানান ধরণের ফল সারাবছর ফলতে থাকে!

একই মাটি, নিচে একই জল, ফল ভিন্ন ভিন্ন, এ তো সকলেই জানি, কিন্তু ফল বিভিন্ন আর বৃক্ষটি এক... এটিই বৈশিষ্ট।

অনেক ষ্টার হোটেল এ ব্রেকফাস্ট এর সময়ে এক ঝুড়ি ফল গেস্ট এর ঘরে পাঠায়, কিন্তু গেস্ট একটি বা দুটি তুলে নিয়ে খান।

এক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার,মহেন্দ্র বৃক্ষের সব ধরণের ফল একসঙ্গে খাওয়া সম্ভব নয়, একটি বা দুটি নিয়ে, যা পেটে সয়,সেই ভাবে খেলে, কোনো আসুবিধে নেই আর এতে শক্তি বৃদ্ধি হওয়া নিশ্চিত।

এই শক্তি শুধু দেহের নয়, বিশেষত মনের।

যত মন শক্তিশালী হতে থাকবে, পরিপাক প্রণালীও ঠিক সেই অনুপাতে সাম্যতা বজায় রাখবে।

এগুলি সব তাই বলা যায়... মন -ফল।

পরীক্ষাতে ও তো ফল প্রকাশ হয় আবার খেলার হার জিৎ ইত্যাদির ও ফল আছে।

তাহলে ফল উৎপন্ন হবার পিছনে রয়েছে, একটি কার্যকরী যন্ত্র আর এই এত ধরণের ফল একটি গাছে ফলানোর জন্য যথেষ্ট আধুনিক ও উন্নত মানের প্রযুক্তি যে ব্যবহার করা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এটিই মহেন্দ্রর... মহেন্দ্র নির্মাণ প্রযুক্তি, পক্ষান্তরে, নিজের মহা বৃক্ষ হয়ে ওঠার জীবন জোড়া তপস্যা।

তাই মহেন্দ্র ফল এতো সুস্বাধু ও পুষ্টিকর।

আচ্ছা বড় বৃক্ষ থেকে তো আবার কলমের চারাও তো হয়, তাই না?

ঐরকম কিছু চারা বানিয়ে পৃথিবীর এখানে ওখানে পুঁতলে, কিরকম হয়..

অনেক জায়গাতেই তখন অনেক বেশি পরিমাণ এ মহেন্দ্র ফল পাওয়া যাবে, এটি নিশ্চিত।

বহুলোক তখন এই ফল সহজেই পাবে আর খেয়ে নিশ্চিতরূপে পুষ্টিলাভ করবে।

এটি করা চাই, আমরা যারা অন্তত মহেন্দ্র ফল একটি দুটি খেয়ে, এর উপযোগিতা এবং অন্যান্য গুনাগুণ সম্মন্ধে একটু আধটু জানতে পেরেছি, তারা না হয়, এবার একটু মালির কাজ করে দেখি, কলমের চারা তৈরী করে, বিভিন্ন দেশে এবং দেশের ভিতরে পুঁততে শুরু করি, এতে মহেন্দ্র ভাবধারার বিকাশ হবে আর সমাজ উন্নত হবে।

যখন এটি স্বচক্ষে দেখবো তখন কি হবে না... মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন?

[15:22, 1/12/2024] Bon: মহেন্দ্র ভাব -গৃহে আপনার ঘর..

শ্রী মহেন্দ্রনাথ যে এক পেল্লায় বড় ভাব -গৃহ বানিয়েছেন, সেটি এখন অনেকেরই জানা।

এই গৃহটিতে বহু বহু ঘর রয়েছে আবার মনে হয় কিছু ডরমেটরির মতন ব্যাপারও রয়েছে।

এই তথাকথিত বাস্তব পৃথিবীতে স্থূল দেহে যখন রয়েছি, তাতে যেমন ভাবেই হোক আমাদের যে আশ্রয় মিলেছে, তাতো আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ঠিকানা।

ভালো, মন্দ, সংমিশ্রিত কত না ধরনেরই অভিজ্ঞতা আমরা এখানে প্রত্যেকদিন লাভ করছি।

পূর্বের কিছু ভালোলাগা, আজ মনে করে, সেই স্বাদ গ্রহণ করতে চাইলেও, আর যেন সেটা ঠিক আগের মতন হচ্ছে যে না... এটা বেশ বোঝা যায়।

আবার অনেক ব্যাপারে হয়ত মনে মনে অন্য কিছু করতে ইচ্ছা হলেও, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাতে উদ্দম ও অন্তরস্থিত প্রেরণায় টান পড়ে।

হয়ত বা সবকিছু মিলিয়ে, নতুন কিছু করার প্রয়াসের চিন্তা শুরু করবো, এটি ভাবনায় আনার সাথে সাথে, এর অসারত্ব ও স্থায়ীত্ব.. মনকে বলতে শুরু করে, এই কাজ কে গতি দেয়া আর ভস্ম তে ঘি ঢালা সমান।

এই যখন মনের অবস্থা, তখন মহেন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে, তাঁর ওই ভাব –গৃহটির কোন একটি ঘরে আমাদের নিয়ে যান আর মনে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন, যে দেখ, এখানে আর কিছু না হোক আনন্দ পাবি, স্থায়ীত্ব চিরকালীন, এটি তোর নিজের ঘর, বাইরের কোলাহল আহত করবে না... তবে কিছু কাজ কিন্তূ করতে হবে, এটা জানবি।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়, কিন্তূ পরোক্ষনেই আবার এই স্থূল বাস্তব জগতের চিন্তা এসে আবার কিছুটা উৎপাত করতে থাকে।

এটা হওয়াই স্বাভাবিক, এই ভাবে চলতে চলতে কখনো এ ঘরে, কখনো ও ঘরে থাকা যখন অভ্যাস এর পর্যায়ে চলে আসবে.. তখন একান্ত নিজের ঘর যা কোনটি,চির শান্তি যে কোথায়, তা বোঝা মনে হয়, নিশ্চিত হবে।

যখন এ স্থূল দেহ থাকবে না, তখনও ওই ঘরেই থাকা যাবে, তবে আরও ভালো অবস্থাতেই সম্ভবত!

[15:22, 1/12/2024] Bon: মহেন্দ্র–বিপ্লব..

শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি একটি ভাষণে উপরিউক্ত শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

বহু আগে একটি প্রবন্ধ পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, যেখানে জনৈক ব্যাক্তির সাধ হয়েছে, দূরবর্তী একটি দেশে বিপ্লব দেখতে যাওযার।

অবাক হয়েছিলাম এই কারণে যে, বিপ্লব কি দেখা যায় এই ভেবে।

যাই হোক সেই ব্যাক্তি সত্যই সেই দেশে গিয়ে ছিলেন এবং একটি পরিবর্তনের স্বাক্ষী হয়েছিলেন।

ছোটখাট এইরূপ পরিবর্তন সর্বদাই হয়ে চলেছে যদিও সেইগুলি বিপ্লব আখ্যা প্রাপ্ত নয়।

যথার্থ বিপ্লব সেটিই যেটি, অগণিত মানুষের মানসিক স্তরের পরিবর্তন অল্প সময়ের ভিতরে এমন ভাবেই ঘটানো হয়, যেটিতে অতি সহজেই মানুষের অন্তঃকরণে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে একযোগে এক মহা মুক্তির বাতাস প্রবেশ করে!

প্রচলিত পন্থার পরিপন্থী, এই নবশ্বাস কেউ না কেউ আগেই গ্রহণ করে থাকেন এবং নিজের রূপান্তর কে জগতে আত্মীয়তার অনুভবে প্রয়োগ না করতে পেরে... বিচলিত বোধ করতে থাকেন।

এই বিচলিত অবস্থা স্নায়ুসমষ্টির এক প্রবল আন্দোলন মাত্র!

ওই আন্দোলন জনিত স্পন্দন অন্তরালে অতীব শক্তি সম্পন্ন হওয়াতে, নিমেষে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে তা সমভাবাপন্ন কোনো না কোন ব্যাক্তি বা ব্যাক্তি মন্ডলীকে স্পর্শ করাতে, তারাও কিছু না কিছু মুক্তির আস্বাদন প্রাপ্ত হন।

ব্যাস, বিপ্লবের সূচনা হয়ে গেল!

এই সমস্ত বিপ্লবের অবশ্যই তাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা রয়েছে।

এটি অতি চেতনা সম্পন্ন মানুষ আঁচ করতে পারেন শুধু নয়, দর্শন করতেও সক্ষম হন।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে যে বহু মানুষের কথা প্রথমে বলা হলো তার কি হলো?

মুষ্টিমেয় মানুষজন যেমন ইতিমধ্যেই মহেন্দ্রভাবে যাঁরা সিক্ত তথা অভিসিক্ত, তাঁরা একটি মহান ব্রত পালনের গন্ডিতে ঢুকেই পড়েছেন, সর্বোপরি মহেন্দ্রনাথ কে প্রবল ভাবে দৈব যোগে বা তাঁদের জীবনের কোন গুরুতর সম্যসা সমাধানের ভিত্তিতে... বিশ্বাস চিরকালের জন্য করে ফেলেছেন।

তাঁদের চিন্তনে, ব্যাবহারে, প্রকাশে, বিকাশে, আঙ্গিকে, জীবনের অর্থ বোঝার প্রয়োজনে এবং অজানা সমস্যার কিনারা খোঁজার প্রয়োজনে সঙ্গে লোকহিতার্থে... মহেন্দ্র সঙ্গী হয়েই পড়েছেন।

চলেছেন কোথায়, কোন অভিমুখে?

শুধুমাত্র সত্যের, জ্ঞানের, নব আলোকের ও মুক্তির দিকে।

এটিই বিপ্লব নামধারী, চেতনার ব্যাপ্তি ঘটানোর এক প্রয়াস, এটি করতে এঁরা দায়বদ্ধ শুধু নন... আত্মসম্প্রসারণ এর প্রয়োজনেই বিল্লবটির প্রয়োগের বাস্তবতা দর্শন করতে মনে মনে অগোচরেও উত্তাল।

এই দর্শন এর আখাঙ্খা.. নেতা মহেন্দ্রনাথ কে দর্শনের নামান্তর মাত্র।

তাই প্রথম অবস্থা থেকে পরিণতি, প্রয়োগ, জন সংযোগ ও ব্যাপ্তি... এই সবটি মিলিয়ে যে দর্শন লাভ... সেটিই বিপ্লব দর্শন।

মহেন্দ্র-বিপ্লব ও তাই এই ধারার ব্যাতিক্রম নয়... এটি দর্শনের ফল ---পূণ্যদর্শন!

মনের স্তরের পরিবর্তন এর ফলস্বরূপ প্রাপ্ত.. অন্তস্থিত স্নায়ু মন্ডলীর শক্তির আরও উচ্চস্তরে যাবার অভিলাস... শুধুই স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্তে ও লোকহিতার্থে... সারা বিশ্ব কে আলিঙ্গন করে।

[15:22, 1/12/2024] Bon: হ্যাঁ, দেখলাম। খুব ভালো ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দবাবু যে 'মহেন্দ্র বিপ্লব'এর কথা বলেছেন সেটা মনে হয় এক প্রেম ডোরে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার সমবেত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি মহেন্দ্রনাথের সেই বাণী -- "সবাইকে ভালোবাসবে কারুর পথ আগলে রাখবে না'

[15:22, 1/12/2024] Bon: একদম ঠিক, ঐ ঝড় ঝঞ্চা মোকাবিলা করতে সাহায্য ব্রহ্মবাণী যা রয়ে গেছে মহেন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থগুলিতে

মনে পড়ে স্বামীজীর কথা--

'আমি আদি কবি

মম শক্তি বিকাশ রচনা জড় জীব আদি যত

আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম-মায়া সনে

একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ'

[15:22, 1/12/2024] Bon: মহাসাধক রামপ্রসাদ এর রচনায় -তাই এসেছে..আমি ছাড়া আর আছে কেডা?

এটি ঈশ্বরেরই স্তুতি, মায়েরই আরাধনার মন্ত্র, অনেক ভাবের ভিতরে, একটি ভাব ধরে। অহংকার নয়, মহেন্দ্রনাথের অহংজ্ঞান।

[15:22, 1/12/2024] Bon: তাইতো মহেন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করতেন "জ্যোতি স্তম্ভ হও"

[15:22, 1/12/2024] Bon: আরও বলতেন - "পূর্ণ হয়ে যাও"

[15:22, 1/12/2024] Bon: ওটিই অনাদি লিঙ্গম!

সুসুমনার ভিতরে কুন্ডলিনী শক্তি জগরণের ক্রিয়ার প্রকাশ।

প্রবল অন্তর -বিদ্যুৎ প্রবাহ...

[15:22, 1/12/2024] Bon: স্যার, খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, গভীর ভাবে ভাবতে পারলে এরকম ভাবে ভাবা জায়। আপনি ও আমাদের গ্রুপের সকল সদস্য দের প্রনাম জানাই, এরকম কলম তুলে ধরার জন্য। 🙏🙏🙏

[15:22, 1/12/2024] Bon: আলোড়ন... কেন?

খুব সহজ উত্তর, যেহেতু আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে স্নায়ু সূত্রে সংঘবদ্ধ।

প্রথমে সর্বদা একটি কেন্দ্রের ভিতরেই -দুটি ভাবের প্রবল সংঘাত, সেই সংঘাত সৃষ্টি করলো মুহূর্তে, এক ওটি শক্তিশালী বিদ্যুৎ তরঙ্গ, আকাশের বিদ্যুৎ চমকের মতন, মনের অন্দরে!

বাহিরের বিদ্যুৎ এর চমক আর যে মাত্রা, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী এই মনের বা অন্তর বিদ্যুৎ এর চমক, কয়েক ট্রিলিয়ন ভোল্ট এর চেয়েও বেশি।

এটি কি মন দেখতে পেল?

হাঁ, পেল, কিন্তু এক অনুপল এর কয়েক কোটি ভাগের চেয়েও কম সময়ের জন্য।

এর ফলে কি হলো?

সূক্ষ্ম স্নায়ুর এক রুদ্ধ দুয়ার, জগৎ কুলো কুন্ডলিনী শক্তি জাগরণ এর মতন খুলে গেলো।

আরও কি হলো.... আশপাশের জনকে অর্থাৎ, তাদের সূক্ষ্ম স্নায়ুকেও আঘাত করাতে, ওই বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা আরও বহুগুণে বর্ধিত হলো, এরপর তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে সহজেই, যে পরিধি ব্যাপ্ত হয়ে যেতে লাগলো যেমন একদিকে, তেমনি কিনারা মানে স্থূল স্নায়ুর স্তরে আর ওই মিলিত শক্তির আধারিভূত হবার ক্ষমতা না থাকাতে, ওই শক্তি উর্ধপানে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্নায়ুর স্তরে এসে সঞ্চিত হয়ে, অন্যান্য স্নায়ুকে জাগাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলো।

এই হলো আলোড়নের রহস্য তথা ক্রিয়াগত প্রযুক্তি।

এটি সামাজিক পর্যায়ে যেমন হতে পারে, ঠিক তেমনি ঘটে থাকে জীবকুল এমনকি প্রাকৃতিক সম্ভারের মধ্যেও!

তাই দাবানল, তাই খরা, বন্যা, মহা সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়া, পাহাড়ের সৃষ্টি... কি নয়!

তা নাহলে, মুক্তির প্রেরণা, প্রেমেস্পদ কে পাবার প্রচেষ্টা, এসবই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

জগতের ভালো মন্দ করার.. সম্মিলিত রূপটির নাম –মঙ্গল, এটির চাবিকাঠি শুধুমাত্র একজনের হাতেই ছিল, রয়েছে এবং থাকবে।

সেই একজনই কেবল সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, অনন্ত অবয়ব বিশিষ্ট অথচ নিমেষে রূপহীন!

কিন্তু কার চক্ষে বা মানসে, এই সব পরিবর্তন লক্ষিত বা অনুভূত হয়?

লীলার স্থলে, সর্বস্থানে, কিন্তু বুঝতে পারে চেতনার সক্রিয়তায় কেবলমাত্র.. মানুষ।

অতএব প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে মহেন্দ্রনাথ এর স্নায়ু বিজ্ঞান এর মর্মকথা আর তাঁর উল্লেখিত সূক্ষ্ম স্নায়ু মন্ডলীর উপস্থিতি।

সামাজিক আলোড়ন, প্রাকৃতিক আলোড়ন.. এ সবই স্নায়ুর আলোড়ন আর আমাদের আরও আরও সচেতন, সক্রিয়, সহানুভূতিশীল ও যথার্থ ভাবে সামাজিক হয়ে ওঠার মন্ত্র।

এই মন্ত্রর প্রথমে দর্শন লাভ হয়, পরে হতে শুরু করে মনন, আরও পরে.. কেন এ মন্ত্র পেলাম এর ভাবনা, অজান্তেই নিয়ে যায় মুক্তিলোকে.. হয়ে যায় ধ্যান, খসে যায় বন্ধন, মিলে যায় বহু.. একের গভীরে আর মহাশান্তি অনুভূত হয় অদৃশ্যে–এই দেহে, এই মনে, বহু দেহে, বহু মনে... বাড়ে চেতনার প্রকাশ, সমাজ হয় উন্নত.. শুরু হয় নতুন ভাবে কার্য––বিধান রচিত হয়, এই মহা কার্যের নিরাপত্তা কে বজায় রেখেই, সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, কারণ সন্ধিক্ষন এসে উপস্থিত হয় যজ্ঞের আর তাই দ্বায়িত্ব এসে পড়ে ভৈরব দের উপর... রূপকথা বলার ছলে... আসল কথা বলা।

[15:22, 1/12/2024] Bon: সমস্যা বনাম কার্য..

আমরা সমাধান সূত্র খুঁজতে থাকি আর প্রয়োগ করি প্রচলিত পদ্ধতি... পূর্বের অভিজ্ঞতা সায় দেয় –হাঁ, এতে ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু এমন একটি সময় এসে সারা বিশ্বে উপস্থিত হয় যখন ওই পদ্ধতি আর বিশেষ কার্যকরী হচ্ছে না, এটি বোঝা যায়।

বর্তমানে ঠিক সেই অবস্থা এসে উপস্থিত।

ঘরের পাখার সুইচ অফ করার পরেও inertia র জন্য কিছুক্ষন চলে তবে না থামে, এখন ওই অবস্থা চলছে।

বহু বাড়িতে পাখা থাকলেও, AC এসে বসে পড়েছে.. এখানে প্রযুক্তি ভিন্ন।

তার মানে মনগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

কিন্তু এর পরেও যদি দেখা যায় যে, আশানুরূপ ফল মিলছে না, তখন বোধ কি জবাব দেয়?

প্রথামত মুক ও বধিরের অভিনয় শুরু করে, শুনেও যেন শুনতে পাইনি, বুঝেও বুঝতে পারছি না ইত্যাদি।

এরই ভিতরে কিন্তু কেউ কেউ যারা হয়তো কোনই সামাজিক তথাকথিত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যাক্তি নন, ব্যাপার বুঝে... খুঁজতে শুরু করেন সমাধান।

আসল ক্লেশ তাদেরই হয়, কারণ ওই খোঁজার তাগিদ প্রবল হওয়াতে, দৈনন্দিন জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, বহুক্ষেত্রে অসম্মান ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় ইত্যাদি।

আর সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটি হয়, সেটি হলো সমাধান তারা খুঁজতে থাকেন, মনের মধ্যে প্রবেশ করে।

এই করতে করতে, এখানে ওখানে যেতে যেতে, একদিন হঠাৎ করে এমন কিছু বস্তু প্রথমত ভিতরে লাভ হয়, যার স্বাদের তুলনা নেই। এটিতে তার দুঃখ বোধ অনেক অংশে কমে গিয়ে, নতুন শক্তি লাভ হয় আর সেই উদ্যমে, সে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এবার বাহিরের মিলন এর পর্ব.. সম্পূর্ণ আচম্বিতে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, এমন এক ব্যাক্তির বা তাঁর ভাবসম্পদ এর সঙ্গে... যেখানে সব সমাধান সূত্র সংকেতে বা সূত্রে উপস্থিত!

ব্যাস, শুরু হয়ে গেল সাধনা।

দীর্ঘ পথ পেরিয়ে, একদিন আবিষ্কার করা গেল... সমস্যা সমাধান এর উপায়।

অল্প কথায় বলি, বর্তমানে আমাদের একান্তভাবে বহু কর্মের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ আসতে পারে, এই তো এতো নতুন নতুন সব বিষয় হয়েছে, কত ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চলেছে... এছাড়া আবার কি হবে?

সব ঠিক আছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল ও আনন্দদ্বায়ক ও নয়।

তাহলে উপায়?

ওই যে নব সূত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে, ওর ভিতর দিয়ে বা ঐগুলিকে ভিত্তি করে, নতুন কর্মজগৎ এক গঠন করা, সোজা কথায়, যেটি, এই সব ধরণের প্রচলিত ধারা থেকে একেবারে ভিন্ন ও অতি বৃহৎ এর পরিসর।

হাঁ, মনে হয় মহেন্দ্রনাথ, এই কাজটিই আমাদের করার নির্দেশ, তাঁর আসামান্য পুস্তকগুলির ভিতর দিয়ে রেখেছেন।

স্বামীজী বলছেন, যদি দ্বায়িত্ব চাপিয়ে দাও, তাহলে পাপ পালাবে, অর্থাৎ আনন্দের সঙ্গে কাজে সবাইকে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তাতে যুক্ত করলে শুধুই সু-কাজ হবার প্রয়াস পাবে বিশ্ব-সমাজ আর এর ফল স্বরূপ উন্নতি লাভ করাতে মন শীঘ্র শীঘ্র লাভ করবে অভিষ্ঠ লক্ষ্য।

[15:22, 1/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথ কে আবিষ্কার...

এটি একটি ব্যাক্তি মানষের অন্তরস্থিত সোপান বিশেষ, যে মানস সোপানগুলি দিয়ে ক্রমে ক্রমে উত্তরণের ফলে এক মহান সত্তার দর্শন, স্পর্শন, এমনকি ভাব-কথোপকথন সম্ভব হয়!

এই মানস পর্বত, হিমালয় তুল্য ও ব্যাপ্তিতে বিশাল.. এটির অন্য নাম যথাযত ব্যাক্তিত্বও বটে।

এমন এক ব্যাক্তিত্ব যখন কোন সাধারণ মানুষের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন, বা ওই সাধারণ মানুষটি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুরতে ঘুরতে কখনো, ওই হিমালয় সম ব্যাক্তিত্বের নিকট এসে উপস্থিত হয় তখন প্রকাশিত শোভা ও শান্তি, ওই ব্যাক্তির মানস ভূমির চকিতে পরিবর্তন ঘটায়, আর বিমহিত সেই ব্যাক্তি, এক অজানা আনন্দের তরঙ্গে যেন ভাসতে ভাসতে তার না-জানা অন্তরের সাধ পূরণে অতীব তৎপর হয়ে ওঠে।

এক্ষনে ওই হিমালয় সাদৃশ মহান মহেন্দ্রনাথ এর অন্তর দেবলোকের সামান্য পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করি।

মহেন্দ্র সোপানসকল ও মহেন্দ্র মহাভূমি:

স্নিগ্ধ মহেন্দ্রনাথ

জিজ্ঞাসু মহেন্দ্রনাথ

আত্ম পরীক্ষায় মহেন্দ্রনাথ

মৌন মহেন্দ্রনাথ

বিচলিত মহেন্দ্রনাথ

পরম স্নিগ্ধ মহেন্দ্রনাথ

আমরা সাধারণভাবে তাঁর ওই স্নিগ্ধ রূপটিই দর্শন করে থাকি এবং পরিতৃপ্ত হই।

এই রূপ আমাদের জাগতিক কিছু অভিলাস পূর্ণ করে আর অভয় দান করে।

আমরা সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করি তাঁহার উদ্দেশ্যে।

জীবন কেটে চলে আমরাও ধীরে ধীরে তাঁরই আশ্রয়ে থেকে যাই এবং আশা রাখি.. পরবর্তীতেও ওই আশ্রয়েই থেকে নিশ্চই যাবো।

এটি ভক্তি ভাবের নিদর্শন, ক্রিয়া এবং শিক্ষাদি, যা আমরা সঙ্গে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছি, যা আমাদের সংস্কারে পরিণত হয়ে গেছে, দীর্ঘ দিনের অভ্যাস এর প্রয়াসে এবং পূর্ব পুরুষগনের জীবনচর্চা দর্শনে।

অতএব এই ভাব সহায়.. মহেন্দ্র দর্শন আমাদের স্নিগতায় যে ভরিয়ে তোলে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এটিতে আমরা অবশ্যই কৃৎকার্য।

এবার হয়ত দৈব নির্দেশে বা মহেন্দ্রনাথ এর ইচ্ছায় বা সেই পরম জগৎ চালিকা শক্তির বিশেষ অভিপ্রায়ে, কোনো কোন ব্যাক্তির উপর একটি বিশেষ দ্বায়িত্ব নিপতিত হয় এবং সেই কর্তব্য পালনে, ওই ব্যাক্তির ভুপতিত প্রায় অবস্থাও লাভ হয়।

জীবন চলতে থাকে আনন্দ আর কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে.. উপরের মানে, মনের আকাশে আনন্দের উদ্ভাস আর পায়ে বিঁধতে থাকছে কাঁটা, বেশ রকমারি কাঁটা, ঘোরানো, প্যাঁচানো আরও কতরকম।

সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটলেও, সুখ স্মৃতির কিন্তূ অভাব নেই।

নিজের কাজের জগৎ থেকেও অজান্তে এক নতুন আপাত সম জাতীয় এক কর্ম বিন্দুর চকিতে দর্শনলাভ ঘটে!

শুরু হয় অন্তরে অন্দরে বোঝার প্রয়াস।

কি এই ব্যাপার?

সামনে মহেন্দ্র পুস্তক মূর্তি... চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে।

পড় আবার পড় আর আমাকে ধরার চেষ্টা করো।

কোন পথে ধরবো?

নিজেই বোঝো.. খোঁজ খোঁজ, দেরি করোনা।

এদিকে নিজের চলমান কর্মের জগৎ আন্দোলিত হয়, স্থিমিত হয়ে যায় কখনো কখনো প্রবলভাবে এবং দীর্ঘদিন ধরে, হতে পারে তা কয়েক বছরও।

কিন্তূ এক অজানা জগৎ তৈরির মালমশলা কোথা থেকে সব আসতে থাকে আর ঘোর লেগে যায়!

গড়ে উঠতে শুরু করে এক অজানা অদ্ভুত আনন্দের প্রাসাদ, কিন্তূ দু চারজন ছাড়া ওই প্রসাদের আশেপাশে কেউ নেই।

আপনারা ভাবছেন তো.. কি লিখতে গিয়ে কি লেখা হচ্ছে.. তাই তো?

আমিও তো তাইই ভাবছি আর ঠিক এই ধরণের ভাবনার সম্মুখীন হবার পূর্ব অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা অতি অবশ্যই জানেন যে, এটিই মাছ ধরার জাল।

মাছ ছটফট করলেও আর বেরোবার উপায় নেই।

ডাঙায় তুলে কেটে ফেলা তো হবেই, তার পর কতজনে কতরকম পদই না বানিয়ে খাবে।

এটি স্বতঃস্বিদ্ধ ব্যাপার ও পরিণতি।

যে পর্যায়টি উপরে আলোচিত হলো, সেটি মহেন্দ্র জিজ্ঞাসু মূর্তি দর্শন স্তর।

এই স্তরটি, অর্থাৎ, সম জাতীয় চিন্তা যদি মহেন্দ্র জীবনে না ঘটতো, তা হলে আমরা আজ মহেন্দ্র পূজায় কোনোমতেই অংশ নিতে পারতুম না, এটা নিশ্চিত রূপে বলা যায়।

আসল অর্থাৎ প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ এর এটিই প্রথম সোপান.. এর আগের সমস্ত শিক্ষায় ছিল প্রস্তুতি পর্ব মাত্র।

শিক্ষা গুরুর দর্শন এই ভাবেই লাভ হয়।

জিজ্ঞাসু মহেন্দ্রনাথ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন.. এই জগৎ সৃষ্টির রহস্য জানতে।

সেই শিক্ষা -পিপাসুকে, এরপর ছুটিয়ে ছুটিয়ে মেরেছিলো কে?

নিজেই নিজেকে, না অন্য কেউ, না তাঁরও ছিল শিক্ষাগুরু?

যিনি তাঁকে চকিতে দর্শন দান করেছিলেন, তাঁর ভুবনমোহিনী রূপটি তথা অসাধারণ আনন্দ দ্বায়ক ভাবগুলি দর্শন করিয়ে, যা একবার দর্শন করলে বারবার দর্শনের অভিলাস হয়... আর ছুটতে থাকে মন সব ভুলে... শুধু ওই ভালোলাগাটিকে না-ভুলে..

[15:22, 1/12/2024] Bon: স্নেহের সঞ্জয়,

মহেন্দ্রনাথ বলেছেন শৈশবে তাঁর পিতার কাছে যারা দেখা করতে আসতেন তাদের জুতো গুলো ছোট থেকে বড় , আবার বড় থেকে ছোট এই পর্যায়ে সাজাতেন । এটা কি এই ইঙ্গিতও দেয় যে পর্যবেক্ষণ, শ্রবণ, অধ্যয়ণ, মনন ও অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানের সর্বোচ পর্যায়ে পৌঁছে, আবার ধাপে ধাপে চিন্তন ও প্রয়োগ করতে করতে স্থিতধী হওয়া ! তিনি সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে । আমরা মহেন্দ্রনাথকে মহাজ্ঞানী বলি । তিনি তো ব্রহ্মজ্ঞানী । তাই স্বয়ং প্রভ । এই মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকদর্শন দর্শন তুমি আধুনিক মানুষদের জন্য প্রয়োগ বিজ্ঞান সহায়ে অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছ দিনের পর দিন ।

এখন তাঁর সামাজিক দর্শন সহ অন্যান্য বিভাগ গুলিও আলোচনার প্রস্তুতি নিয়েছ । সমগ্র সামাজিক দর্শন আলোচনা অনেক পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ । কারণ বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-মনস্তাত্বিক আলোচনাও এসে পড়তে বাধ্য । তাই আমার প্রস্তাব ছিল যারা জানে না (আমিও একজন) তাদের জানাবার জন্য সহজ সরল ভাষায় যদি সংক্ষেপেও বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করে বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মহেন্দ্রনাথের এই বিষয়ে চিন্তা, কি ভাবে সমাজের নৈতিক মানসিকতা ও অধ্যাত্মিক উত্তরণের পথ দেখাবে , এ আলোচনাটুকু কর, তা হলেই কেল্লা ফতে । বাংলার বর্তমান যুব সমাজ পথ খুঁজে না পেয়ে অস্থির অবস্থায় আছে । কেউ রাজনীতিতে, কেউ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় । মহেন্দ্রদর্শন এদের কাউকে উদ্যোগী হয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অর্থকরী সংস্থা গড়ে তুলতে, কারো মনে চেতনার আলো জাগিয়ে তুলতে উৎসাহিত করবে ।

জানি এটাও খুব শ্রমসাধ্য, কিন্তু তুমি পারবে । আমার স্থির বিশ্বাস তুমি পারবে । মহান ত্রয়ী এবং স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ তোমার সঙ্গে আছেন ।

আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখতে পার ।

[15:22, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদার সঙ্গেও আলোচনা করে নিও ।

[15:22, 1/12/2024] Bon: আমিও দেখি বর্তমান যুব সমাজ এগোবার পথ না পেয়ে অস্থির হয়ে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হচ্ছে । কিন্তু মহেন্দ্র দর্শনে পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব , নিজের সুকুমার বৃত্তিগুলি জলাঞ্জলী না দিয়ে । এবং সে কাজ লেকচার দিয়ে হবে না , হয় না। দূরে দাঁড়িয়ে Facebook, whatsapp করে হবে না। Group discussion চাই , যেখানে one on one আলোচনা করলে কার কি প্রবৃত্তি বোঝা যাবে , সমাধান

সম্ভব হবে। Personal touch is essential for investigation and solution .

[15:22, 1/12/2024] Bon: স্নেহের সঞ্জয়,

তুমি নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এমন অনেক শিক্ষক পেয়েছ , যাদের লেকচার শুনে তোমার জানার আগ্রহ বেড়েছে । আমাদের জীবনেও পেয়েছি । আবার ফাঁকিবাজ শিক্ষকও দেখেছি । কিন্তু আমাদের জীবনে ঐ সমস্ত মহান শিক্ষকদের অবদানকে অস্বীকার করে আমরা নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞ হতে পারি না । যোগ্য শিক্ষকের লেকচারের দাম ছিল , আজও আছে । তাই, তুমি যদি নিজেকে মহেন্দ্রনাথ আদিষ্ট ব্যক্তি বলে অনুভব কর , তবে সহজ সরল ভাষায় মহেন্দ্র ভাব ও দর্শনের প্রচার করতে থাক| মাভৈ ।

আর কেউ না করুক, স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ তোমাকে সাহায্য করবেন । লেখা বন্ধ কোর না ।

[15:22, 1/12/2024] Bon: বাংলার যুব সমাজ পথ খুঁজে না পেয়ে অস্থির হয়ে আছে , একথা আমি -- বলার আগে যদি নিরসনে উদ্যোগী হতাম , তবে ভাল করতাম । দেখছতো, facebook, whatsapp ভাব এবং বার্তা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কি শক্তিশালী ! সবাই কথায় কথায় এ গুলো পোষ্ট করে জানতে বা বুঝতে সাহায্য করে ।

[15:22, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদার কয়েকদিন আগে করা এই পরামর্শটা ভুলো না । গভীর ভাবে ভেবে দেখো । পথ খুঁজে পাবে ।

[15:22, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবু এবং নির্মলদার আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম,এই মহেন্দ্র-নির্দেশের আমার ও আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল আর আজ তাতে ছাপ পড়লো।

মনের কথা পড়ে নিয়ে, আপনারা বিশ্ব সংকটের সমাধানের রুদ্ধ দুয়ারটি আজ খুলে দিয়ে দৃশ্বে এবং ভবিষ্য দৃশ্বে অগণিত মানুষের দেশ কাল ব্যাতিরেকে উল্লেখযোগ্য এক অবদান ও ইতিহাস একযোগে প্রদান ও রচনা করে দিলেন।

আভূমি প্রণতি জ্ঞাপন করি এই মহতী প্রচেষ্টা কে।

গত প্রায় 33 বছর ধরে যে চিন্তা ও সামান্য চেষ্টা করে চলছিলাম, তা যে একেবারে আমূলক নয়, তার প্রমাণ পেয়ে, ধন্য বোধ করছি।

উল্লেখিত বিষয় নিয়ে বহুকিছু ব্যাক্ত করার আছে, কিন্তূ এ যাবৎ স্বইচ্ছায় তা গোপনীয়তার অন্দরে রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ সাধারণ প্লাটফর্ম এ, এ জাতীয় বিষয়ের অবতারণা সঠিক হবে কিনা, বোঝার অক্ষমতায়।

কিন্তূ যথার্থ শিক্ষক এর কার্য জনহিতার্থে আপনারাই সকলে করে দিলেন, যা প্রেরণা ও প্রয়োজনীয়তা কে নতুন আলোকে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলো।

আপনাদের লেখনীতে পূর্বে পূর্বেও এর ইঙ্গিত ছিল, কিন্তূ যথাযোগ্য প্রণালীবদ্ধ হওয়ার বা করার আদেশ থাকলেও, তা ছিল কিছুটা প্রচ্ছন্ন আঙ্গিকে।

মহেন্দ্র তিথি পূজার প্রাক্কালে, আপনারা এই নতুন ভাব পূজাটি সাঙ্গ করে রাখলেন আর পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ সমাসিন হবেন যথাযোগ্য মর্যাদায় শীঘ্রই তাঁর যুগাসনে।

এই ছত্রে ব্যাক্তিগত প্রসঙ্গ গৌণ, মুখ্য সমস্যা দূরীকরণ ও এক নতুন স্বাধীন মুক্ত ভাব ভূমির প্রতিস্থাপন।

যুগ প্রবাহে যথার্থ সময়ে নির্ঘন্ট মেনে এটি হতোই।

তিনটি মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে এবং সর্বোপরি নিজ দেশের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে থাকার সুবাদে, সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের ব্যাক্তিবর্গের সাথে কার্য ও বন্ধুত্বের সুবাদে, যে সামান্য অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চিত হয়েছে, সেটির ভিত্তিতেই আপনাদের উল্লেখিত আদেশ কে রূপদানের যথাসামর্থ চেষ্টা নিশ্চই করবো।

এটি নিশ্চিতরূপে হবে আমাদের সকলের মিলিত, আন্তরিক ও মহেন্দ্র মূর্তি বিশ্বস্তরে স্থাপনার এক প্রয়াস.. যা দর্শন করাবে সমগ্র সমাজকে কি সেই নতুন আলোকময় পথ, যে পথে চললে, আত্মনির্ভরতা, আনন্দ, ও আশানুরূপ ফললাভ নিশ্চিতরূপে হয়.. সমগ্র অবিলতা, পঙ্কিলতা কাটিয়ে.. দূরে সরিয়ে।

[15:22, 1/12/2024] Bon: প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, এই সামাজিক ও অনুসঙ্গিক দর্শন পর্বগুলিতে পরম শ্রদ্ধেয় ভূপেন বাবুর মহামূল্য অবদান এর ভূমিকা বাতিরেকে করা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়, কারণ গোষ্ঠী, জাতি, দেশ ও নতুন বিশ্ব গঠনের আসামান্য চিন্তাদি, তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে বর্ণিত।

তাই এই প্রাপ্তি স্বীকার পর্যায়ে, যদিও আপনারা জানেন, তবুও একবার স্মরণে আনলাম।

আপনাদের সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রণাম নিবেদন করি।

[15:22, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় নির্মল দা,

পুনঃ পুনঃ আপনার মূল্যবান পোস্টটি পড়লাম।

আপনি যে বিভাগগুলিকে সিঁড়ির ধাপ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করেছেন মহেন্দ্রনাথের স্থূল থেকে সূক্ষ এবং আবার বিপরীত আঙ্গিকে, তা যথার্থ।

মনে হয়, ঠিক এই অবস্থারই উদ্ভব স্বয়ংক্রিয় ভাবেই হয়ে থাকে আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মহাপুরুষ কোনো একটি অন্তরবর্তী ধাপে এসে প্রতীক্ষায় রত হন, কোন ব্যাক্তি বা ব্যাক্তি সমষ্টির আগমন ও যুক্ত হবার জন্য।

এ ভিন্ন এ ক্ষেত্রে আর কোনো পথ নেই.. যুগভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

হাঁ, একেবারে অতি সত্য উক্তি... বসিয়েছেন মাথার মুকুটের মতন সবার উপরে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে। কারণ, তিঁনিই এই রূপে ও নামে, এই যুগ যা কালের গর্ভে মেলাতে বহু দেরি... সেটির শিরোমণি।

তাঁরই ছত্র ছায়ায় ও নির্দেশে, বাকি সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে।

আপনার ওই উল্লেখিত ক্রমগুলি প্রত্যেকটি সাধনারই অঙ্গীভূত, যা মানুষের চেতনা ও ঐকান্তিক অন্তরস্থিত চাহিদা পূরণের আখাঙ্খার নিরসন করে।

এই ওঠা ও নামার পদ্ধতিটি পরম্পরায় আবার পরবর্তী ব্যাক্তিগণের ভিতরে শিক্ষা গ্রহণের মাপকাঠি ও পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় বলেই, মনে হয়।

অর্থাৎ সমগ্র যন্ত্রটি কার্যক্ষম হয়ে ওঠে এবং অনর্গল ভাব-প্রবাহ বিকিরণ করতে থাকে।

আবেশিত হতে থাকে দূর দূরান্তের মানুষজন, এমনকি প্রকৃতিও আবেশিত হয়ে সাহায্যকারী হয়েই দাঁড়ায়।

উল্লেখিত দিকটি কে একটি বিশেষ দিক হিসেবে ধরলে, এর বিপরীত দিকও বর্তমান, যেটি প্রচলিত পদ্ধতি এবং কোনো কোনো সময়ে পুতিগন্ধময়।

এটিই বিঘ্ন, এটির অনুপস্থিতি, কখনোই কোনো উন্নতির সহায়ক হতে পারে না।

তাই এটিরও গুরুত্ব সমধিক।

আগে আপনি অধ্য +আত্ম, সন্ধি পর্ব তে অধ্যঅন ও অনুশীলন এর প্রসঙ্গ এনেছিলেন।

এক্ষেত্রে ওই অনুশীলনের সঙ্গীই সম্ভবত যোগ, অনুরূপ ক্রিয়া ইত্যাদি।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ আধুনিক মানুষজন ও তাদের জীবনধারা অনুযায়ী বিভিন্ন যোগ পদ্ধতির উল্লেখ, বিস্তৃতকরণ ও লিপিবদ্ধ অবস্থায় রেখে গেছেন, তাই বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর নৃত্য,কলা থেকে সংগীতের রূপ, কাব্য চর্চা থেকে বিজ্ঞান চর্চা, বিষয়ের ধ্যান থেকে ব্যাক্তির অনুধ্যান মায় দৌত্ব কার্য.. কিছুই বাদ দিয়ে যান নি।

আপনাকে প্রণাম জানাই।

[15:22, 1/12/2024] Bon: মাননীয় প্রশান্ত বাবু ও আপনার অন্যান্য নির্দেশগুলি সম্মন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করবো।

মনে হয় আমরা এই নব -মহেন্দ্র দর্শন রচনায় যদি আপনাদের সকলের মতামত গুলিকে গ্রহণ করে রচনা করার চেষ্টা করি, তা বহুজনের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

তাই সকলের মতামত প্রার্থনীয়।

[15:22, 1/12/2024] Bon: মাননীয় প্রশান্ত বাবু ও আপনার অন্যান্য নির্দেশগুলি সম্মন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করবো।

মনে হয় আমরা এই নব -মহেন্দ্র দর্শন রচনায় যদি আপনাদের সকলের মতামত গুলিকে গ্রহণ করে রচনা করার চেষ্টা করি, তা বহুজনের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

তাই সকলের মতামত প্রার্থনীয়।

[15:22, 1/12/2024] Bon: আপনারা * অধ্যায়ন পড়বেন দয়া করে উপরে।

[15:22, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় নির্মলদা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যেগুলি যথাযোগ্যও নিশ্চিত।

আরও গভীরভাবে ভাবতে এবং পথ খুঁজতেও উৎসাহিত করেছেন।

আমরা অশেষ ভাবে ঋণী রয়ে গেলাম ওনার কাছে।

[15:22, 1/12/2024] Bon: অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার ভিতরে কয়েকটি হলো :

আত্মনির্ভরতার মূল ভিত্তি

স্ব-নিয়োজিত কর্মের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান তথা উপার্জনের প্রণালী বর্ণন ও ব্যাখ্যা।

যথার্থ শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষা প্রণালী, অন্তর অগ্নি ও প্রেরণার জাগরণ এবং আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সরল উপযোগী ভাষায় মহেন্দ্র সমাজ দর্শন এর রচনা ইত্যাদি।

[15:22, 1/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবু এই পর্যায়ে কার্য বহুদিন যাবৎ শুরু করেই দিয়েছেন, তাঁর আসামান্য জীবনচরিত টি দিয়ে চলাতে।

এর ভিতরে বহুকিছু ভাবনার উপাদান রয়েছে এবং যা সর্বকালের পক্ষে উপযোগী।

আজকে তাঁর যে নির্দেশ ও উপদেশ দান করেছেন, তার মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সামনাসামনি আলোচনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া আমাদের যে রুচির পরিবর্তন এবং নতুন পথ নির্দেশ প্রয়োজন, যেটি শ্রী মহেন্দ্র ভাবনার ভেতর থেকে পাওয়া সম্ভব, এই বিষয়গুলিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তাই সবকিছু মিলিয়ে আমাদের রূপরেখাটি প্রণয়ন ও প্রচার করতে হবে এবং এই ভাবেই আমরা মহেন্দ্র পূজায় অগ্রসর হব।

[15:22, 1/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথ কে আবিষ্কার

আত্ম পরীক্ষায় মহেন্দ্র নাথ...

গতকালের বিবরণী ও বিশ্লেসন এর পরবর্তী পর্যায় এটি।

তিনি জন্মসিদ্ধ হয়েই এযুগে যে দেহধারণ করেছিলেন, এটি তাঁর অতি কম বয়সের বিভোরতা, স্বাতন্ত্র এবং অতি গভীর অনুসন্ধিৎস মনের গঠন থেকে আঁচ করা যায়।

এই স্তরের মহাপুরুষেরা জন্মলগ্ন থেকেই লোক হিতার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

তিনি এই যুগে যে পর্যটন-সাধন ও অধ্যায়ন এর নিদর্শন স্থাপন করলেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে... এটি শুধুই দৃষ্টান্ত নয়, এটির মধ্যেই তিনি নিজেকে নিমজ্জিত করে প্রবাহমান হয়ে চলেছেন ও চলবেন আগামীতেও।

এটিই এক কথায় তাঁর জীবন দর্শনও বটে।

কি এটি এবং কি এটির গুরুত্ব?

সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান। আপনারা সবাই জানেন।

এটি জানলে তথা উদ্ধার করতে পারলে কি হয়?

এককথায় সব হয়, কারণ সৃষ্টির বীজই অঙ্কুরিত হয়ে জগৎ মহিরুহে পরিণত হয়।

তিনি নিজে ওই সৃষ্টির বীজের মধ্যে ঢুকে সেটির পুঁখ্যানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গেছেন।

আসামান্য মেধাযুক্ত পূজনীয় ধীরেন্দ্র নাথ বসুই একমাত্র, এই অতি অতি গভীর মহেন্দ্র মনোস্তত্ব ধরতে পেরেছিলেন এবং স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের কাছে সেটি যাচাই ও করে নিয়ে তাঁর পঞ্চমবেদ স্বরূপ, সংলাপে শ্রী মহেন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভিতর সযতনে রক্ষিত করে রেখেছেন।

বারংবার মহেন্দ্রনাথ কে জিজ্ঞাসা করে তবেই, এই কাজটি তিনি সমাধা করেছেন।

বলেছেন, "বারবার এতকরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি কেন জানেন, আপনার পুরো ফিলোসফিটাই এটির সত্যতার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ".. কি সে আকুতি, অনুনয় বিনয় ধীরেন বাবুর।

কার জন্য?

কেবলমাত্র আমাদেরই জন্য।

তাই এই সুযোগে অমর প্রাণ পূজনীয় ধীরেন বাবুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

মহেন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শুধু বিশ্লিষ্ট করতে পারতেন তাই নয়, ওই এক অনুপল সময়ের কোটি কোটি ভাগ ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে আণবিক পরিবর্তন দর্শনে সক্ষম ছিলেন।

এ তাঁর পূর্ব পূর্ব কোটি জন্মের নিরলস তপস্যা তথা অনুশীলনের ফল।

এটির মধ্যে প্রবেশের ফলে কি হতে পারে?

নিজের নব ভাব সত্তার মিশ্রণ যুগ পরিবর্তন এর প্রয়োজনে মিশ্রণ করা সম্ভবপর হয়।

এটি তিনি করেছেন আর তাই আমাদের মতন করে হালকা করে শুধু বলে দিয়েছেন... সূক্ষ ভাবগুলিকে ভিজিয়ে নিতে হয়।

এ এক অসাধারণ সুস্বাধু পদ রচনার মতন নিপুন রেসিপি।

এই পর্যায়ের যে মূল বিষয়বস্তু, অর্থাৎ, সেই সৃষ্টির কারণ খোঁজার পর তথা ওই মিশ্রণ পর্বটি অতিক্রমান্তে কি হলো...

তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি নিরুত্তর থাকতেন, কারণ তিনি জানতেন, যা করার ছিল, বোঝার ছিল, তাঁর উপরে নির্দেশ ছিল, সেগুলির সবকটিতেই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ।

একমাত্র ধীরেন বাবুকেই এই বিষয়ে উত্তর প্রদান করেছিলেন, কারণ তিঁনিই কেবলমাত্র ওই অতল মহেন্দ্র দর্শন মহাসাগরে ডুব দিয়ে, ওই প্রশ্নটিকে তুলে আনতে পেরেছিলেন।

[15:22, 1/12/2024] Bon: আপনারা নিজেদের সামাজিক পদমর্যাদা বিস্মৃত হয়ে এবং মহেন্দ্র আশ্রিত, এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে যে দুরুহ কার্য সম্পাদনে ব্রতী হয়েছেন, এইজন্য আমরা আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

মহেন্দ্রনাথের যে মহাবাণী... Apparent failure is a real success and Apparent success is a real failure., এটিকে সত্য বলে মানলে, বাকি কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

Permanent success এর ঠিকানাও প্রাপ্ত হওয়া যাবে আর সাধারণ জনগণ সহজে ও সাহসে ভর রেখে সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য জেনে, সেটির দিকে এগিয়ে চলতে পারবে, মোহ সরে যাবে ও জয়ী হবে।

আপনারা কি এটি অনুমোদন করেন...?

[15:23, 1/12/2024] Bon: বৈষয়িক দর্শন এর চাবিকাঠিটি মনে হয় ওই উপরিউক্ত বাণী।

নিজেদের হীন ভাবাও, ওই বাণীটির যথাযথ ব্যাখ্যায় দূরীভূত হয়, নব প্রেরণা ও শক্তিলাভ নিশ্চিতরূপে হওয়ায় এগিয়ে চলাও দ্রুত ও মসৃন হয়ে থাকে।

[15:23, 1/12/2024] Bon: যাদের আশেপাশে দেখছি, ওদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই.. এই ভাবনাই তো অর্ধেক মেরে রেখেছে, তাই না?

[15:23, 1/12/2024] Bon: মৌন মহেন্দ্রনাথ...

এই পর্যায়ে তিনি প্রায় মৌন ব্রতই অবলম্বন করেছিলেন।

হয়ত বা অল্পস্বল্প কথা বার্তা অবশ্যই দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু সমমনস্ক মানুষজনের সঙ্গে বলতেন, কিন্তূ ওই সময়কালের বেশিরভাগটাই কেটেছিল মৌনতায়।

এই মৌনতার এক বিশেষ রহস্য মনে হয় থাকে, যেটি হলো অনেক বেশি মাত্রায়, নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন চালানো!

এতো কথা, কি নিয়ে?

অনেক অনেক কিছু নিয়ে, যেগুলির ভিতর প্রধান কিছু বিষয় নিম্নরূপ :

প্রথমত,যা এযাবৎ সংগৃহীত হয়েছে, সেটিকে নিয়ে বারংবার চিন্তা.. সেগুলির সাধারণীকরণ কি ভাবে করা যায়, এই নিয়ে।

দ্বিতীয়ত, কতকগুলি যুগ প্রবর্তনকারী সূত্র কিভাবে ও কোন স্থানে সন্নিবেশিত ও সমান্নিকরণ করা যায়- এই নিয়ে।

তৃতীয়ত, নিজস্ব দর্শন কে, কিভাবে কোন কোন শ্রেণীর গ্রহীতার উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়।

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র অর্থনৈতিক দর্শন..

পর্ব ১

সূচনা -

শ্রী শ্রী মা বলেছেন.. কাজই লক্ষ্মী।

এই লক্ষী লাভের জন্য অবশ্যই তাই প্রথমত 'কার্য 'লাভ করতে হবে।

যেহেতু এই অর্থনৈতিক দর্শনটির কেন্দ্র হচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ, তাই তাঁর উদ্ভাবিত, প্রদর্শীত, ব্যাখ্যাত ও প্রমাণিত তত্বের উপরই প্রধানত সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা যে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, এই একপেশে মনভাব তো বিষয়টিরই গুরুত্ব হ্রাস করবে আর নতুন একটি কুক্ষীগত প্রেক্ষাপট রচনা করে হয়ত বা গোলযোগ এরও সৃষ্টি করবে।

এই প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক, কিন্তূ সব পর্যায়গুলি পড়া তথা চিন্তন ও বোধ সহকারে যখন আমরা সবাই বিষয়টি সম্মন্ধে বিস্তৃতভাবে জানতে পারব তথা হৃদয়ঙ্গম হবে, তখন আশা রাখি মলিনতা মুছে গিয়ে একটি মুক্তের দর্শন লাভ হবে!

ওই মুক্তটি, অগণিত মানুষ কে যেমন মহা মুক্তির পথ দর্শন করাবে, অনুরুপভাবে এক নব মহাকর্মক্ষেত্রের খবর জানাবে, যেখানে বিশ্বজুড়ে বিশেষত অঢেল যুব সম্প্রদায় এর জীবনের যথার্থ পুঁজি সঞ্চয়ের সমস্ত বিবরণ অবগত হবার প্রবল সুযোগ থাকবে।

এই আশা মনে রেখে, আমরা তাহলে আসুন, এই মহেন্দ্র অর্থনৈতিক দর্শনের আন্দরে প্রবেশের চেষ্টা করি।

[13:35, 6/12/2024] Bon: অন্দরে -উপরে পড়ুন দয়া করে।

[13:35, 6/12/2024] Bon: সূচিপত্র :

সূচনা

চোখের কার্য -অর্থাৎ দর্শন

মনের কার্য -অর্থাৎ মনন

বোধের কার্য -অর্থাৎ মিশ্রিতকরণ

স্ব-কর্ম প্রেরণার জাগরণ পদ্ধতি

কর্মের ভিত্তি ও প্রয়োগ

ইউরোপ, আমেরিকা বিজয়... এর কম কিছুতেই নয় -স্বামীজীর নির্দেশ

তুমিই পারবে... তাই পড়ছো

কান-নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখ

মন রাখ-মহেন্দ্রনাথের দিকে

এবার ভাব

কোনটা তোমার পছন্দের বিষয়

দৃষ্টি মেশানো শিখে নাও

তাহলেই দেখ চারা বেরোচ্ছে!

এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে থাক

নীতি থেকে অর্থ আগম

সর্বাধুনিক বিষয় এখন তোমার কাছে

উদ্ভাবন এর রসদ

অনুসাঙ্গিক রসদ সংগ্রহ

নিত্য একাগ্রতার সাধন

চলতে থাকো, পিছনে না ফিরে

এবার বিশ্ব দেখতে বেরিয়ে পড়ো

মেলাতে আর ভাবতে থাক

দেশের সবার এখনই কি চাই

এই তোমরা কে

দেখ গাছটি প্রায় ফল দিতে চলেছে

আনন্দ কি আসছে না?

অনেক কে এনে এবার দেখাও

এরকম অনেক গাছ চাই.. অনেককে প্রয়োজন

অন্য দেশের সঙ্গে ব্যাবসায়িক যোগাযোগ

আন্তর্জাতিক নিয়ম কানন সব জানো

বাড়তে থাকো

তোমার ও তোমাদের কথা জগৎ শুনবে.. এটি নিশ্চিত

বিশ্ব জগতের এখন ওটাই প্রয়োজন

ভারতে কি আছে, আরও ভালভাবে
অনুসন্ধান করো।

জাগিয়ে দাও দেশ কে, জগৎ কে

তোমার প্রতীক্ষায় দেখ.. মহেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছেন।

[13:35, 6/12/2024] Bon: এই সূচি সম্মন্ধে আপনারা বিদগ্ধরা বুজতেই পারছেন, তাই মতামত দিলে এগোতে সুবিধে হবে।

নমস্কার জানবেন।

[13:35, 6/12/2024] Bon: স্নেহের সঞ্জয়,

এই ভাব চর্চা খানিকটা বিষয় ভিত্তিক, অর্থাৎ কোন কোন বই পড়লে যুবসমাজ আরো ভাল ভাবে বুঝতে পারবে, ফুট নোটে যদি একটু উল্লেখ করে দাও তবে আরো ভাল হবে ।

অথবা---

মহেন্দ্রনাথের সমাজ দর্শনের সূত্রপাত যদি এই ভাবে কর -- তাঁর Ethics বইটির আলোচনা দিয়ে । কেমন করে চিন্তা তথা স্নায়ুপুঞ্জের ব্যবহারে নৈতিকতা অর্জন করে আমরা সেই ফজিটিভ শক্তি সহায় (Society) সমাজ গড়ব, কোন শিক্ষার (Lectures on Education) ভিত্তিতে সেই সমাজ গড়ে উঠবে, সবল মেরুদন্ডের গতিশীল, উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন জাতি (Nation) তার সম্পদ কিভাবে সৃষ্টি করবে , কি ভাবে জন কল্যানে সেই সম্পদের ব্যবহার হবে (National Wealth)।

শুধু প্রাচীন নয় বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর স্থান ও মর্যাদা (Status of Women, Reflections on Women) কেমন হবে,

সমাজে শ্রমিক ও কৃষকদের (Lecture on Status of toilers) ভূমিকা ও মর্যাদা কেমন হবে ।

জাতি ও বিশ্ববাসীর পরস্পরের প্রীতি ও ভালবাসার ভিত্তিতে (Triangle of Love) কি ভাবে এক মানবতান্ত্রিক (Homocentic Civlisation) গড়ে উঠবে ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

তুমি ইচ্ছা করলে এ ভাবেও এগোতে পার ।

আমি বলতে চাইছি এটাও একটা পদ্ধতি ।

তোমার ওপরের বিশ্লেষণ হবে ভাবাত্মক বিশ্লেষণ যেটাও খুব জরুরী ।

কিন্তু নতুন, যাদের জানাবার জন্য তুমি লিখছ , তারা তো বিষয়বস্তুই জানে না , ভাব কি ভাবে বুঝবে ?

বিষয় এবং ভাব দুটোকে মিলিয়ে যদি লিখতে চাও সেটাও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে ।

এসব লিখলে যে সবাই দলে দলে এসে যোগ দেবে তা না । কিন্তু কেউ কেউ (হয়তো বা অনেকেই) আকর্ষিত হতে পারে !

সেটাইতো তোমার উদ্দেশ্য

প্রশান্তদা, জগন্নাথ এঁদের অভিমতও জেনে নিও ।

আমার তরফ থেকে পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা তোমার । তুমি যেহেতু লিখছ, তুমিই সিদ্ধান্ত নেবে । আমি অনেকদিন ধরে এ বিষয়ে তোমাকে লিখছি । তাই এবার স্পষ্ট করে পথরেখাটি উল্লেখ করলাম । কিন্তু সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা তোমার ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: আমি এই ধরণের মতামত আপনাদের মতন ব্যাক্তিদের কাছ থেকেই পেতে চাইছিলাম... এতে উপস্থাপনা নিশ্চিতভাবে ব্যাপক ও ব্যবহারযোগ্য হবে।

প্রধান উদ্দেশ্য যা বা যতটুক অভিজ্ঞতা আছে, সেটির ভিত্তিতে... নতুন মহেন্দ্র -কেন্দ্রিক এক কর্মজগতের সৃষ্ট করা, কারণ পুরোনো ক্ষেত্রগুলি পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্যই আপনাদের মতামতগুলি কে সঙ্গবদ্ধ করে রচনা করার চেষ্টা করবো নব দর্শনগুলিকে।

আপনাদের অবদান অমর হয়ে থাকবে, যদিও এতে আপনাদের কিছুই যাবে আসবে না, তা জানি।

আপনি প্রণাম গ্রহণ করবেন।

[13:35, 6/12/2024] Bon: আসলে কালকে শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দ বাবু আমাকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং উপদেশ দিয়েছেন, এর জন্য আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু স্বামীজীর একটি উক্তি কে মান্যতা দিয়ে বলি যেটি হলো.. I never preach which I do not practise, আরও বলেছেন যেক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা নেই, সেখানে শাস্ত্র বাক্য তুলে উদ্ধৃতি দিই।

অসম্ভব সত্য কথা।

আমার ক্ষেত্রে, এ যাবৎ যা বা যতটুক লেখালেখি করতে পেরেছি, সে সবই মহেন্দ্র ছায়ায় অভিজ্ঞতা ও অনুভবের ভিত্তিতে।

তাই যে নব দর্শনগুলি রচনার ক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে এবং অতি অবশ্যই যা আমি নিজে পরীক্ষা করার সুযোগ এযাবৎ পাইনি, কিন্তু আভাসে কিছুটা হয়ত বুঝতে সক্ষম –তা সোজাসুজি ওনার বইগুলির ব্যক্তব্যের সারাংশ ও বাখার উপর নির্ভর করবে, এটি জানিয়ে রাখি।

[13:35, 6/12/2024] Bon: আর কে বলল, আপনার ইউনিটগুলি বন্ধ হয়ে গেছে?

একদম না, আপনার এই লেখাই ওই ইউনিট গুলিকে অদৃশ্যে চালু রেখেছে এবং ভবিষ্যতে ও বহুজন এসে সে দায়িত্ব মাথায় নেবে।

শুভ প্রয়াস এর মৃত্যু নেই।

আপনি নিশ্চিন্ত ঠাকুন এবং আপাতত কন্ডিশনাল প্রণাম গ্রহণে সক্তষ্ট থাকুন।

[13:35, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্তদা,

অশান্ত হলাম যে !

পশ্চিমবঙ্গের কথা যাথার্থ লিখেছেন । GKW র মত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় । ভাগ্যভাল গোপালদা আগে রিটায়ার করেছিলেন । স্কুল কলেজ গুলিতে আরাজক অবস্থা , প্রাইভেট টিউশনের রমরমা , প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের গঙ্গাযাত্রা ঘটে । দু চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা যারা টিউশনি করতেন না , তারা মার্জিনালাইড হয়ে যায় । ভাল ছাত্ররা বাড়ি এসে কমপ্লেইন করতো, টিউটররা নোট ডিকটেট করেই দায় সারে, পড়ায় না , বোঝায় না । আমরা আরো জানবো কোথা থেকে । শিক্ষার একটা আর্থহীন মৃত্যু মিছিলের সাক্ষি আমরা । আর এখন তো মাৎস্যন্যা।য় ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: ভরসা এই ভাল ছাত্রদের রোখা যায় না । সে যুগে পড়েও তারা নিজ কৃতিত্বে জগতে স্থান করে নিয়েছে । আজো নিচ্ছে । আপনার ছাত্রদের অনেকেই তার প্রমাণ ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রাপ্ত একজন বাঙালি যুবকের মৌলিক প্রতিভার বিকাশ এবং বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী আমরা পড়ছিলাম । আর ১৪৯ অধ্যায়ে কিছু অজানা তথ্য এবং বাঙালির উদ্যোগ ও যুগোপযোগী শিল্প বাণিজ্যের শোচনীয় পরাজয়ের বেদনার মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে তা তো মেনে নেওয়া যায় না।

শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবুকে অনুরোধ জানাই যে অদৃশ্য আলোক আপনাকে গভীর সমুদ্রে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে,বা কখনও হতোদ্যম অবস্থাতেও পথ দেখিয়েছে সেই আলোর উজ্জ্বল উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আপনার লেখার সমাপ্তি ঘোষণা করুন

[13:35, 6/12/2024] Bon: বিচলিত মহেন্দ্রনাথ..

এই অবস্থায় –মহেন্দ্রনাথের মতন মনীষী বিচলিত অবস্থা লাভ করলেন!

তাঁর ঘনিষ্টরা তাঁকে ব্রান্তিস্থিতি তে সদা অবস্থানরত দেখেছেন।

তাহলে তিনি কিভাবে বিচলিত হয়ে উঠতে পারেন?

অস্থিরতা থেকেই স্থিরতা লাভ হয়, ঠিক যেমন আমাদের অবস্থা সেইরূপ।

আমরা মাটির এদিকে একটু খুঁড়েই জল না পাওয়াতে, অন্য জায়গা খুঁড়তে লেগে গেলাম।

কিন্তু ওই দূরে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যাক্তি গলদঘর্ম হয়ে, খুঁড়ছে তো খুঁড়েই চলেছে... এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পরে, হঠাৎ ফোয়ারার মতন জল বেরোতে শুরু করলো, আর তাঁর মুখে হাঁসি।

মহেন্দ্রনাথ এর নিজের কথায়... সংযোগ করতে অনেক সময় লেগে যায়, তাঁরও লেগেছিলো কয়েকটি বছর।

মনে মনে সব বুঝছেন, কিন্তু লোকে কি ভাবে, অন্তত একটি লোকও কিভাবে বুঝতে পারবে, এটি নিদৃষ্ট করতে মহাপুরুষদেরও বেশকিছু সময় লেগে যায়, কারণ অন্তত পক্ষে মনে হয়, কয়েক লক্ষ চিন্তা সেইকালে এসে উপস্থিত হয় আর এগুলির ভাবমিশ্রনে উদ্ভুত হয় কেবলমাত্র দু চারটি বাক্য!

এইগুলিরই নাম আর্যসত্য।

এইগুলি মহাবাণী।

এই বাণীরই বন্দনা করতে শুরু করে ধীরে ধীরে বিশ্বজুড়ে জনসমষ্টি।

দেখবেন এটি ঠিক আমাদের যেন শ্বাস প্রশ্বাস এর মতন ব্যাপার।

একটু লক্ষ করুন... ধীরে ধীরে ফুসফুস বাতাসে পূর্ণ হলো, অর্থাৎ একটি ঢেউ উৎপন্ন হোল। এবার বাতাস ছেড়ে দিতে থাকায় ধীরে ধীরে ফুসফুস সংকোচিত হতে লাগলো, অর্থাৎ ওই ঢেউটি মিলিয়ে যেতে লাগলো।

পরবর্তী মুহূর্তে আবার ঢেউ, আবার মিলিয়ে যাওয়া।

এবার এই ঢেউগুলিকে পরপর সাজালেই কি.. তরঙ্গ তৈরী হয়?

স্পন্দন দিয়ে তৈরী তরঙ্গ।

যখন সব ঢেউগুলি মোটামুটি এক রেখায় উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় সাম্য স্পন্দন, আর এলোমেলো মানেই –আসাম্য স্পন্দন।

প্রাণায়াম ক্রিয়ার এটিই আসল রহস্য।

প্রাণ +আয়ম, অর্থাৎ প্রাণের সংযম।

এবার সব ধরণের মানে আমাদের মতন বেখাপ্পা মানুষদের জন্য কি মাত্রার গতি, রেখা ও স্পন্দন মিশিয়ে বাক্য গঠন করলে, আমরা না বুঝেও গ্রহণ করতে পারবো... এই চিন্তাই মহেন্দ্রনাথ কে বিচলিত করে তুলেছিল।

পরে যে মহাবাক্যটি আমাদের শুনিয়াছেন সেটি হলো.. প্রত্যেকটি মানুষ, তার কেন্দ্র খোঁজার জন্য ছুটছে।

অসীম এর মাঝে সব বিন্দুই তথা সব মানুষই এক একটি কেন্দ্র।

পরিধি বিহীন!

কেন?

অসীম এর কি কোনও পরিধি হয়...

মহেন্দ্রনাথ নিজেকে ওই অবস্থায় প্রথমত অসংখ্য ভাবে পরিবর্তিত করছিলেন, যেগুলি হলো আমাদের বিভিন্ন মাত্রার মন, এরপর ওই মনগুলির মধ্যে ঢালছিলেন চেতনার নির্যাস... যেটি কারণ স্নায়ু নিঃসৃত পদার্থ বিশেষ... এটিরই নাম যথার্থ –জ্ঞান।

আর যিনি এর উর্ধে উঠে কার্য সমাধায় সিদ্ধ.. তিঁনিই মহাপুরুষ।

শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখের.. নির্গত শব্দের ঝংকার.... বিজ্ঞানী!

বিজ্ঞানীর ভয় নাই, ঋষিরাও ভয় তরাসে।

বিজ্ঞানী দুই হাত ছেড়ে খেলতে যেমন পারেন, খেলা শিখিয়ে দিতেও পারেন।

তাঁর মানে সর্বদা সবকালেই যোগ্য গুরু এবং শিষ্য রয়েইছেন।

বিচলিত অবস্থা অন্তে.. আমাদের চালিত করার অদম্য ইচ্ছা ও শক্তি এই ভাবে মহেন্দ্র –তরঙ্গ তুলে নিত্য প্রবাহমান..

[13:35, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় বরেন্দ্র নাথ নিয়োগীর লেখা একটি কবিতার থেকে উদ্ধৃত করছি :-

হে মহেন্দ্র , নীলকণ্ঠ মোর , তুমি অজ , নিত্য, তুমি পুরাণ ।

জনম তোমার নাই ।

(জানি) মিথ্যা তোমার শতবর্ষ ।

নহে তুমি নাই, ছিলে বিদ্যমান, আছ আজো, বহিবে তুমি কাল , কালাতীত তুমি ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: এবার ধার নিচ্ছি শ্রীমতি জ্যোতি নিয়োগীর লেখা থেকে (বরেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী , দুজনেই মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন) ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: ' পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ বলতেন -- " জগতে এসে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, তা হচ্ছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ।"

আমরা ঠাকুরকে দেখিনি, দেখেছি মহেন্দ্রনাথকে । তাঁরই কথার প্রতিধবনি করে বলছি -- জগতে এসে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি , তা হচ্ছে মহেন্দ্রনাথ ।'

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছিলেন 1882 - 83 , তখন তাঁর নিজের বয়স 13/14 বছর । সে দেখা এমন মনবুদ্ধি এক করে দেখা যে বহু বছর পর মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন – শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান , বিজ্ঞানীর চোখে বিশ্লেষণ করেছেন যা আর কেউ করেন নি।

[13:35, 6/12/2024] Bon: পুজোর সময় লোকে ঠাকুর দেখে বেড়ায় রাত জেগে, তার পর কতটুকু মনে রাখে ? মহেন্দ্রনাথ দেখেছেন মানে খুঁটিয়ে দর্শন করেছেন ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: আর এক জন মহেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছিলেন বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন , তিনি আলমোড়ায় বাস করতেন তাঁর বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমার জানা নেই ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: পরম স্নিগ্ধ মহেন্দ্রনাথ.

ওনার এই অবস্থাটি,ঘনিষ্ট এবং সহযোগী অনেকেই দর্শন করেছেন।

এ একবার দর্শন করা নয়, বারবার বিভিন্ন রূপে, ভাবে এবং উপদেশ দান কালে, তাঁদের ওনার ওই অবস্থা দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল।

এছাড়া তাঁর যে গভীর চিন্তন সারা দিন এবং প্রায় সমস্ত রাত্র জুড়ে, এও দর্শন করেছেন তাঁরা।

আরও আছে... বিচলিত ওই এই অবস্থার সন্ধিক্ষন, তাও এই মহৎ সহযোগীদের কেউ কেউ দর্শন করেছেন।

পরবর্তী মহেন্দ্র জীবন কেবলমাত্র প্রেম ও আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি নিজেই ঐগুলিতে রূপান্তরিত হয়ে যান... শুধু বিকিরণ ও দান এই পর্বে.. ওনাকে কখনো কৌতূকে পূর্ণ, কখনো বা হাস্য মুখর, কখনো মহা গম্ভীর আবার কখনো উদাসীন –ভাব নিমগ্ন, বন্ধু বৎসল –মুচি, রিকশাওয়ালা, জমাদার এবং অন্যান্যরা।

নারী জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং তাঁদের অন্তরের ব্যাথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন দিনের পর দিন আর সমাধান ও সাহায্যও এসেছে বহু ভাবে তাঁর কাছ থেকে।

ভিড় জমিয়েছে পন্ডিত, জ্ঞানীর দল.. কখনো খেয়েছেন তাঁরা তাড়া তো কখনো বা যথার্থ শিক্ষা লাভে হয়েছেন ধন্য।

এদিকে আবার তাঁর ত্যাগ ও তপস্যার ভূত এসে চাপতে শুরু করে তাঁর অনুরাগীদের ওপর।

শুরু হয়ে যায় এক মহা কর্ম যজ্ঞ... অতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করে তাঁর ইস্ট–পুস্তকের বাড়ি খানি।

বিভিন্ন পথ ও খনন হওয়া শুরু হয়ে যায়, কারণ একজন থেকে কালে বহুজন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে ওই মহা চিন্তন প্রসূত পুস্তকের বাড়িটি যে দেখতে আসবেন।

পরম স্নিগ্ধ অবস্থা একটি বর্তনীর মতন যুক্ত হয় তাঁর পূর্বের স্নিগ্ধ অবস্থাটির সহিত।

স্বয়ংক্রিয় ভাবেই নির্মিত হয়ে যায় বিশ্ব –মহেন্দ্র –পরিমন্ডল.. যার ভিতর মিলবে শান্তি, জ্ঞান ও মধুর্যের আশ্রয়।

[13:35, 6/12/2024] Bon: অপূর্ব সুন্দর ঠিক ঠাক বিশ্লেষণ !!!

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র চিন্তার ব্যাপ্তি..

এই বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা সেরে রাখলে মনে হয়, আমরা এমন এক আশ্চর্য জগৎ–রূপদর্শনে সমর্থ হব, যেটির অস্তিত্ব বজায় থাকবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রথমে এই নতুন জগতের ভাব–রূপ কিছুটা অন্তত দর্শন মানষে, কয়েকটি বিশেষ ধারায় এই বিশাল ও জটিল নতুন ক্ষেত্রটিকে, কয়েকটি সরল ও সহজভাবে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে অনুসঙ্গিক দর্শন প্রণালীর অবতারণা করবো, তা না হলে, মহেন্দ্র ভাব–কেন্দ্রের দিকে সাবলীল ভাবে পৌঁছতেও সক্ষম হব না।

নব–যুগ দিশারী মহেন্দ্রনাথ এমনভাবে তাঁর নিজস্ব চিন্তা গুলিকে রেখে গেছেন, যা একমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ কিছুটা অংশের ধারণায় হয়ত সমর্থ হবেন, কিন্তূ ব্যাপক প্রয়োগ কালে, বহুবিধ বাধার সম্মুখীনও হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

তুলনায়, এখন থেকেই তাই যদি দর্শন –বিভাজন আমরা করে রাখতে পারি, তাহলে তাঁদের অগ্রসর হতে, বেশ কিছুটা হয়ত সুবিধা হয়ে যাবে, তাই আমাদের এই মিলিত প্রয়াস।

[13:35, 6/12/2024] Bon: এই ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় নির্মল বাবু এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

উনি প্রয়োজনীয় কয়েকটি মহেন্দ্র দর্শন বিভাগ করেছেন, আপনারা হয়তো ইতিমধ্যেই তা জেনেছেন।

কিন্তু ওই মহান কার্যে প্রবেশের পূর্বে, মনে হয়, মহেন্দ্র –চিন্তন ক্ষেত্রটির একটি সামগ্রিক রূপ আমাদের মানস ভূমিতে থাকা একান্ত জরুরি।

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র চিন্তন ক্ষেত্র :

সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন :এটি সম্মন্ধে জানা না থাকলে আমরা সৃষ্টির অভিমুখে, অর্থাৎ কিনা নিজেরাই নিজেদের কেন্দ্রের দিকে পৌঁছোতে সক্ষম হব না –নিজেদেরই কোনও কালে খুঁজে না পেয়ে, এই জগৎ প্রপোঞ্চের আকর্ষনে মুগ্ধ হয়ে, এটিকেই চরম ও সারসত্য ভেবে, কেবলি আবর্তিত হতে থাকবো। তাই এই সম্মন্ধে সম্মকভাবে জানা প্রত্যেকটি মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

এই পর্যায়ের সমস্ত ও বিশদ ব্যাখ্যা, শ্রী মহেন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞান পর্বের বইগুলির মধ্যে করে রেখেছেন এবং যুগ প্রয়োজনে সেগুলির কিছু কিছু অংশের টিকা আমরা এযাবৎ যথাসাধ্য প্রকাশ করে চলেছি।

তাঁর রচিত আরও কিছু পুস্তকের ভিতরেও এই সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়ে, এই প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও একটি ব্যাক্তি কেন্দ্রিক দর্শন চর্চারও অবশ্যই প্রয়োজন আর এই ধরণের ব্যাক্তিকেন্দ্রিক কোন দর্শনের উপস্থাপনা একমাত্র... একটি যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষনে এসেই উপস্থিত হয়।

মহেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম হয়নি এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে তিনি এই ব্যাক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের চূড়ায় স্থাপন করে এক আসামান্য কার্য সম্পাদন করেছেন।

বর্তমান যুগে এই দর্শন তাই একেবারে আনকোরা নুতন ও বিশ্ব জন–মানষের একমাত্র লক্ষ্য ও আরাধনার বিষয়বস্তু।

এই ব্যাক্তিকেন্দ্রিক বিশ্লেসন, মহেন্দ্র যুগ–চিন্তনের সারাংশও বলা চলে।

প্রচলিত সমস্ত তত্বর উপরে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তাঁর এই মহা–দর্শন টি শীর্ষ পদ ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছে... এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সঠিকভাবে দেখলে, এটি ভারতভূমির প্রাণ বিশেষ আর এই ভূমি থেকে ওই উত্থিত প্রাণসম্পদ... সমগ্র বিশ্বের মায় অন্য মহাজাগতিক লোকেরও সমস্ত চাহিদা পূরণে ও মহা শান্তির আলয়ে স্থান দিতে পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্থ।

ব্যাক্তির বিশালসনের মাধ্যমে তিনি মহা–বিজ্ঞান এর নব পটভূমি রচনা করেছেন, যে ভিত্তির উপর স্বমহিমায় নুতন যুগ প্রতিষ্ঠিত ইতিমধ্যেই হয়েছে, শুধুমাত্র দর্শন দানের অপেক্ষায়রত।

তাই এই মহেন্দ্র দর্শন বিভাজন ক্রিয়ায় মনে হয়... মহেন্দ্র–রামকৃষ্ণ দর্শন নামে একটি বিশেষরূপে দর্শন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে।

[13:35, 6/12/2024] Bon: ওই ব্যাক্তিকেন্দ্রিক দর্শন টি মহেন্দ্র অধ্যত্ব–বিজ্ঞান দর্শন পর্বের অন্তরভুক্ত হতে পারে।

[13:35, 6/12/2024] Bon: এরপর আসছে– মহেন্দ্র নব–এশিয়া গঠন ও দর্শন...

এই দর্শন টি মহেন্দ্র –স্বপ্ন দর্শনও বলা চলতে পারে।

তিনি আগেই আশীর্বাদ পর্ব সেরে রেখেছেন, যে বা যাঁরা তাঁর এই স্বপ্নের দর্শনটির বাস্তবে রূপদানে সমর্থ হবেন –তাঁর বা তাঁদের জন্য।

তাঁর রচিত কয়েকটি এই পুস্তকের মধ্যেই, তাঁর এই স্বপ্ন, স্বপ্নকে রূপদান এবং রক্ষা করার উপাদান সঞ্চিত রয়েছে।

প্রয়োজন শুধুমাত্র বিস্তৃতকরনের ও যথাযোগ্য ব্যাখ্যার।

এক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমানে প্রচলিত ও ভবিষ্যতের জন্য কল্পিত সমস্ত ধরণের রসদের আলোচনার একান্তভাবে প্রয়োজন, নিজেদের উন্নতিবিধান ও একত্ব প্রতিপাদনের প্রয়োজনে।

যে মহাশক্তিশালী নব -এশিয়ার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন ই দেখিয়েছেন, সেটির রূপদানের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা যদি আমরা এই দর্শনটির রচনাকালে সংযোজিত করতে পারি তাহলে মনে হয় আশানুরিক্ত ফললাভ আশু করা সম্ভব হবে।

এই নব-এশিয়া গঠনের মূলমন্ত্র কি হবে, তাও আমরা অবশ্যই আঁচ করতে পারি।

একদিক থেকে দেখলে, এটি কিছুটা দাগা বুলানোর মতোন বা পুরোনো চাপা পড়ে যাওয়া পথের সংস্কার সাধন প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত বলা চলে।

বৌদ্ধ ধর্ম যে ভাবে বা কারণেই হোক, যখন ধীরে ধীরে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে এই ভারত থেকে বেরিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল, বিশেষত সম্রাট অশোকের সময়কাল, অর্থাৎ, প্রায় দু হাজার বছর আগে থেকে... তা জলপথেই হোক বা কিছুটা স্থল পথে... তা পথ তো বটে, তাহলে ওই পথেই, নতুন করে ভাব প্রবাহিত করাতে পারলেই, কার্য শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধ হবে বলে মনে হয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের ভিত্তি এখনো হিন্দু সংস্কৃতি যেখানে লোক সংস্কৃতি ও লোক ব্যবহার -এর স্বাক্ষ দিয়ে চলেছে, অর্থাৎ মালোএশিয়া থেকে সুমাত্রা-বালি পর্যন্ত।

এই পথও আমাদের লক্ষ্য পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করতে সক্ষম।

যে ভাব বিস্তৃত করণের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলির

ভিতর এই যুগে প্রধানত ব্যাবসায়িক উদ্যোগ ও যোগাযোগ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে আর সাথে থাকবে দেশীয় শিল্প গঠনের সমস্ত ধরণের রসদ।

অল্প কথায় আপাতত জানিয়ে রাখলাম আর ভুলে গেলাম না, তাঁর একটি উচ্চাভিলাস এর অন্তর্গত উক্তি... বাঙালির ছেলে একদিন এশিয়া চালাবে।

সেই ছেলে বা কেন্দ্রীয় ভাব যদি মহেন্দ্রনাথ স্বয়ংই হন আর অগণিত ভারতবাসী বিশেষত আমরা যদি তাঁকে অনুসরণ করি, তাহলে তাঁর স্বপ্ন যে পূরণ হবেই, এতে সন্দেহ নেই।

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথের স্বপ্নের নব মহা-এশিয়া মহাদেশ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র স্বদেশতান্ত্রিক দর্শন...

তন্ত্র অর্থে বিস্তারও বোঝায়।

এই ক্ষেত্রে এই বিস্তার, নব গঠনমূলক চিন্তার ব্যাপ্তি এবং প্রয়োগকেই চিহ্নিত করবে।

এই আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে যে যে প্রধান ও অনুঘটক পর্যায়ের রসদ এর প্রয়োজনীয়তা এসে উপস্থিত হবে, তা সংগ্রহ করার পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া যদি এই আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত করতে পারি, তাহলে আমাদের স্বদেশ ভারত... জগতে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে আর এটির কেন্দ্রে অবস্থান করবেন স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ, কারণ এই নব চিন্তন ও আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই।

আমাদের জাতীয় ভাব-সংস্কার, রামকৃষ্ণ ভাবের মধ্য দিয়ে আমরা করতে সমর্থ হব, তা এই পর্যায়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে উঠে আসবেই, এতে আমরা নিঃসন্দেহ।

এই নুতন আলোচনার ক্ষেত্রটিতে নব ও একান্তভাবে কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন থেকে, সামগ্রী নির্মাণ ক্রিয়া, স্ত্রী ও পুরুষের যথাযোগ্য কর্ম বিভাগ, উপযুক্ত কারিগরি কলাকৌশল, চিকিৎসা পদ্ধতি ও সর্ববিধ অধিকার ও আইন... এই দর্শনটির ভিতরে স্থান পাবে।

এক অতি শক্তিশালী স্বদেশ-ভারত নব নির্মিত করতে এবং সম্পূর্ণ নুতন ধরণের রক্ষা কবচ স্বরূপ বিদেশ নীতি প্রণয়ন ও প্রচলন করতে এটির ভূমিকা যে আসামান্য মহেন্দ্র গুণে হবেই... তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র সংস্কৃতি দর্শন...

এই পর্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু মহেন্দ্রনাথ চিন্তিত ও রচিত নব –সংস্কৃতি স্রোত, যা ভাসিয়া নিয়ে যাবে অগণিত সাধারণ মানুষজনকে তাঁদের আসল ঠিকানায়, নানান ছন্দে, আবহে ও রূপের মাধুর্যে।

এতে স্থান পাবে, তাঁর কাব্য গ্রন্থাদি, বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কিত পুস্তকের অন্তরস্থিত ভাব, তুলনামূলক বিশ্লেসন, পুরাণ মায় বিশিষ্ট জীবন বেদ কিছু যুগ দিশারীর।

তাই এটিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশ্ব জাগরণের স্বার্থেই, যেটির প্রয়োজনীয়তা আমরা নিত্যই অনুভব করছি।

[13:35, 6/12/2024] Bon: খুব সহজে ভাবে মহেন্দ্রনাথ প্রনীত গ্রন্থগুলির শ্রেণী বিন্যাস ও তার বিষয় বস্তু সমূহ আলোচনা করছেন।

বিশাল ও কঠিন কাজ শুরু করেছেন, সঞ্জয় বাবূ

নমস্কার নেবেন।

[13:35, 6/12/2024] Bon: এই 'Federated Asia' বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপিত করতে পারলে সুবিধা হয।

[13:35, 6/12/2024] Bon: চেষ্টা করবো নিশ্চই জগন্নাথ বাবু।

সাহায্য করবেন এবং মতামত দেবেন, কারণ ওগুলিও অঙ্গস্বরূপ।

নমস্কার জানবেন।

[13:35, 6/12/2024] Bon: ওটিকে স্বদেশের শ্রী ও সম্পদ দর্শন.... এই নামে অভিহিত করা যায়।

[13:35, 6/12/2024] Bon: অবশ্যই সঙ্গে আছি সবাই আমরা,

সম্পূর্ণ আমিত্ব বর্জিত

আপনার এই কাজ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অমূল্য ভূমিকা পালন করবে।

[13:35, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র– বিজ্ঞান যেভাবে বিকশিত হচ্ছে স্নেহের সঞ্জয়ের লেখনীতে, তা সম্ভব হচ্ছে গত তেতরিশ বছর নীরব নিরলস সাধনার প্রকাশ ।

এগিয়ে চল , অভিষেক পূর্ণ না হওয়া অবধি বিশ্রাম নেই । তোমার প্রকাশিত পাঁচ খানি বই এই সাধনার নিদর্শন । চমৎকার হচ্ছে, আমরা দর্শকবৃন্দ সমৃদ্ধ হচ্ছি ।

[13:35, 6/12/2024] Bon: স্যার, আপনার ও বৌদির একান্ত প্রচেষ্টায় ও নীরব সাধনার মাধ্যমে যে বইগুলো প্রকশিত হয়নি যে কোন কারণে হোক তা এখন যদি প্রকাশিত করার সুযোগ থাকে, আপনি ও অন্যান্য সদস্য দের একান্ত প্রচেষ্টায় কাজটি সমাপ্ত করে যান তাহলে বর্তমান প্রজন্মের অনেক মূল্যবান সম্পদ হবে আশা করি।

[13:35, 6/12/2024] Bon: আপনি ও বৌদি আমার🙏 নেবেন। যদি আমার বক্তব্যের মধ্যে ভুল থাকে নিজ গুনে খমা করে দেবেন।

[13:35, 6/12/2024] Bon: 👍❤️

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথের মূল দর্শন বিভাগ :

আধ্যাত্বিক দর্শন

বিজ্ঞান দর্শন

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দর্শন

নব এশিয়া গঠন দর্শন

স্বদেশ গঠন দর্শন

বিশ্ব মানস দর্শন

সংস্কৃতি দর্শন

সামাজিক দর্শন

অর্থনৈতিক দর্শন

ফলিত দর্শন

মহেন্দ্র দর্শন প্রবেশ (এটি ওই মূল দর্শন গুলিতে প্রবেশের সহায়ক পুস্তিকা)

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ এর প্রায় এক শত গ্রন্থ এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী তথা অনুগামীদের রচিত আরও প্রায় দশ বারখানি পুস্তকের সার সংগ্রহ করে, এই দর্শনগুলি রচনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মহা মনীষী মহেন্দ্রনাথের মহৎ জীবনের উদ্দেশ্য ও সেটিকে বাস্তবায়িত করার সমস্ত উপাদান আমরা আশা রাখি যে, এই দর্শনগুলি পাঠান্তে সম্পূর্ণ ভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হবে।

এতে জগতের অশেষ উপকার সাধিত হবে এবং বহু মানুষ, তাঁদের নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন, এইসব দর্শন, নিজ নিজ মানস ভূমিতে অনুভব করে এবং প্রতিফলন ঘটিয়ে কৃতকৃতার্থ হবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই আমরা আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: যদি কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হয়, তা জানালে বাধিত হব।

নমস্কার।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র দর্শন পরিচিতি

বিষয় বিভাগ

তাঁর এই যুগ পরিবর্তনের জন্য যে যে বিষয়ের প্রয়োজন একান্তভাবে হবে, সেই সবগুলিকে তিনি তাঁর প্রায় শতখানেক গ্রন্থের ভিতর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

সাধারণভাবে প্রথম পর্যায়ে, তাঁর অনুরাগীবৃন্দ, বহু পুস্তক প্রকাশিত হবার পরে, প্রাথমিক শ্রেণী-সজ্জিত করণ করে দিয়ে গেছেন। এই দিয়ে একটি পুস্তক তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে আর এর ভিতরে, তাঁর অনুরাগীবৃন্দের রচিত পুস্তকেরও স্থান মিলেছে।

কিন্তূ বর্তমানে আমাদের ওই পুস্তকসমুহের বিশেয়ীকরণ এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

তাই আমরা সমস্ত পুস্তকগুলিকে ১০ টি প্রধান দর্শন শ্রেণীতে বিভাজিত করেছি।

এই বিভাজন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মীদের অংশগ্রহণ ও উৎকর্ষ প্রদর্শন এর ভিত্তিতে সারা হয়েছে।

নেশন ভাবটি তখনই পূর্ণতা পায়, যেখানে সমাজ, সব ধরণের প্রয়োজনীয় বিষয়ের বোদ্ধা, কর্মী, রসদ সংগ্রহের উপায় এবং তৎসহ শিক্ষাদান.. এই সমস্ত কে অঙ্গীভূত করে নেয়।

এর সঙ্গে অবশ্যই সেই নেশন যার অন্তর্গত মানুষজনের বাস তাঁদের সুরক্ষা তথা দেশ রক্ষা এবং প্রগতিও নিশ্চিত করতে পারে।

সঙ্গে অবশ্যই পথ খোলা থাকবে, অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ, বিভিন্ন প্রয়োজনের স্বার্থে।

এতে শুধু বাণিজ্যই নয়, যুক্ত থাকবে সংস্কৃতি ও ইতিহাসও।

জাতির মূল তার জাতিগত অন্তরস্থিত ভাব।

আর বিশ্ব বলতে বোঝায়, অনেক ভাবের কেবলমাত্র মিলিত একটি ক্ষেত্র।

নেশন তাই থাকবেই, কারণ একটি বিশেষ ভাবের এটিই সঞ্চয়াগার।

পরম পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ, তাই কয়েকটি পর্যায়ে তাঁর ভাবগুলিকে বিভক্ত করেই, তাঁর বক্তৃতা গুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, যা আজ আমরা পুস্তকারে পাচ্ছি, এতে নতুন নেশন, অর্থাৎ পুরানোর জায়গায় পরিমার্জিত ও নতুন ভাব প্রতিস্থাপনের সমস্ত রসদ মজুত রয়েছে, সাথে রয়েছে.. ওই একই উপায়ে নব এশিয়া ও অন্তে নব বিশ্ব গঠনের মন্ত্র, যা মোহমুক্তির (মহা মুক্তির) নামান্তর মাত্র।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথের মূল দর্শন বিভাগ :

আধ্যাত্বিক দর্শন

বিজ্ঞান দর্শন

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দর্শন

নব এশিয়া গঠন দর্শন

স্বদেশ গঠন দর্শন

বিশ্ব মানস দর্শন

সংস্কৃতি দর্শন

সামাজিক দর্শন

অর্থনৈতিক দর্শন

ফলিত দর্শন

মহেন্দ্র দর্শন প্রবেশ (এটি ওই মূল দর্শন গুলিতে প্রবেশের সহায়ক পুস্তিকা)

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র দর্শন পরিচিতি

কর্ম বিভাগ

একদিক থেকে কর্মের মাধ্যমে সমাজ পরিচালিত হয়, অন্য দিক থেকে সমাজের মাধ্যমে কর্ম বিভাজন ও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

এবার প্রশ্ন.. কোনটি আগে আর কোনটি পরে হয়েছে?

এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে গেলেই দেখবো,'সৃষ্টি'এই ভাবটি এসে আন্দলিত হতে শুরু করে দিয়েছে।

এর ভেতর নিহিত রয়েছে, এক অতি গভীর তত্ব।

সৃষ্টির অদিকালেও কি সমাজ বা সামাজিক ব্যাপার বলে আদৌ কিছু ছিল কি, না কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে, এই প্রক্রিয়া চালু থাকার কোনও সম্ভাবনা ছিল।

অবশ্যই এই ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ কে আপাতত –মানুষ নিয়েই, একটু ভাবা যাক না।

সৃষ্টির আদিতে কি দু চারজন মানুষ ছিল, না সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল?

যাই থাকুক, তারা কর্ম করার কোনও সংস্কার নিয়েই কি জন্মেছিলেন?

থাকলে, সেই সংস্কার সৃষ্টির মুলে কি ছিল।

সকলেই বলবেন, এসব তত্ব কথার আলোচনায় কাজ কি?

দেখুন, কথায় কথায়, সেই কাজ –শব্দটি ব্যাক্ত হয়েই পড়লো!

আমাদের সংস্কৃতির মূল অতি গভীরে আর আমরা আপাতত তা, বিস্মরিত প্রায় বলা চলে।

পুরোপুরি বিজাতীয় পন্থায় চলে এবং বহুদিনের দাসত্বর ফলে, আমরা গভীর চিন্তা করা নিজেদেরই মূল সম্মন্ধে প্রায় ছেড়ে দিয়ে, অন্য অর্ধসত্য কিছু পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করে, আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োজিত করেছি।

এতে আমাদের নিজেদের নির্মিত বন্ধনের অর্থাৎ অজ্ঞান এর জালে বদ্ধ হয়ে পড়েছি।

মুক্তি চাই, তাই প্রথমত যুক্তির মাধ্যমে এবং এর পরেই একেবারে বাস্তবের আঙিনায়।

ভাবছেন তো কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি, ঠিক আছে, এই সব প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর আপনারা যখন মূল মহেন্দ্র দর্শনগুলি পাঠ করবেন, তখনই না হয় জানবেন।

আপাতত জানিয়ে রাখছি শুধু, সঙ্গগুণের প্রভাবেই, মানুষ সভ্য হয়ে ওঠে।

তাহলে প্রথম মানুষজন, সেই সঙ্গ পেল কোথা থেকে, যার প্রভাবে সে সভ্য হয়ে উঠলো?

স্বামীজীর এক মহান গুরুভাই এর উক্তি... মানুষ প্রথম থেকেই সভ্য ছিল!

এই মানুষ কোথায় ছিল, আর এ তত্ব কিভাবেই বা কাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হলো?

এর উত্তর আপনাদের, আসল ভারতবর্ষ জানাবে সবিস্তারে মহেন্দ্র দর্শনে।

এক্ষনে শুধু বোঝার প্রচেষ্টা যে, ন্যূনতম যে কর্মগুলি, একটি সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন আর যে সমাজ পর্যায়ক্রমে বিস্তর সামাজিক ব্যাবধান, জটিলতা, কলঙ্ক, প্রেম হীনতা, লক্ষ্য হীনতা ইত্যাদির বিকাশ না ঘটিয়ে এক নব আঙ্গিকে পরিমার্জিত করে নেবে আজকের সমাজকে ধীরে ধীরে, যেখানে প্রয়োজন হবে, যে যে মুখ্য পেশার এবং উপযুক্ত তৎ সংক্রান্ত ব্যাক্তি বর্গের... সেই নব সমাজ গঠন ও notun কর্মের নিশানা দর্শন করিয়েছেন আমাদের যথার্থ পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়োজনে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে এক্সট্র্যাক্ট করে মিশন একটি ছোট বই বহুদিন আগেই প্রকাশ করেছিল –এসো মানুষ হও।

এই বইটি প্রায় ৩১ বছর আগে পড়ে, আমি ব্যাক্তিগত ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম... ওতে ফর্মুলার মতন যা জিগ্যেস করছেন, আশা করি সবকিছু খুঁজে পাবেন।

আরও একটি ঐরূপ বই আছে –ব্যাক্তিত্বের বিকাশ।

সারা ভারতে, এই বইয়ের অসাধারণ চাহিদা, অন্যান্য ভাষাতেও ট্রান্সলেটেড হবার ফলে।

স্টুডেন্ট থেকে প্রফেশনাল মায় সবার জন্যই উপযোগী।

শ্রী মহেন্দ্রনাথের বক্তব্যের ভিত্তিতে.. এইরকম ছোট ছোট বই প্রকাশ করা একান্তভাবেই জরুরি।

আপনাকে মূল্যবান মতামত প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাই।

[13:36, 6/12/2024] Bon: বিবর্তনবাদ কে বাদ দিয়ে... পড়বেন একটু ওপরের লেখাটিতে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: ভোগ এর মাত্রার ইউনিট বা এককটি সেক্ষেত্রে কি?

পূজনীয় ধীরেন বাবু ও অন্যান্য অনেকে এবং যাঁরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা এনে দিলেন, আমার মনে হয়, এই দৃষ্টান্তের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে।

ডেরা খুঁজলেই মিলতো স্বামীজীর একটি ছবিও অন্তত, যে মানুষ হয়ে ওঠার কথা আলোচনায় এসেছিল, সেটিরও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে।

ভোগ এর পেয়ালা পূর্ণ.. করেছে পাশ্চাত্য জগৎ, এই উক্তি প্রায় ১০০ বছর আগেকার আর আজ এশিয়া এবং অবশ্যই বিশেষভাবে আমাদের দেশের জনসংখ্যার বেশ বড় অংশ, ওই তথাকথিত ভোগ অন্তে, অন্যকিছু চাইছে, একটু লক্ষ্য করলেই হয়তো বোঝা যায়।

আর সময় না হলে, লেখাও যায় না, এটাও একটা প্রমাণ।

আপনিও প্রণাম গ্রহণ করবেন।

এইরকম মতামত দিতে থাকলে, আশা করি কাজটা ভালো হবে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: যত বেশি যাচাই হতে থাকবে বক্তব্য, ততই ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে পূণ্যদর্শন এর দর্শন।

হ্যাঁ, সমস্ত জনগণ যেমন খাওয়া,পরার চিন্তা করে... সেইরকম ওই একই উদ্দেশ্যেই তারা কাজ করবে আর স্বামীজীর কথা মতন দাসের মতন না করে, করবে শুধু ভালোবাসার সহিত... এটারই পথরেখাটি মনে হয় বানিয়ে রেখেছেন মহেন্দ্রনাথ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে... নিজের জন্য, নিজে ভাবার নামই দর্শন।

অতএব জনগণ প্রভাবিত না হয়ে, এই নির্দেশটুকু পালন করতে বা পদ্ধতি টি শিখে নিতে পারলেই... সেটি গ্রহণীয় পর্যায়ে চলে গেল, কাজটির এটিই মনে হয় উদ্দেশ্য।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আর মহেন্দ্রনাথের যে প্রচারের কথা শুনে থাকি.. সেটি তাহলে কি নিয়ে?

[13:36, 6/12/2024] Bon: তাঁর অনুরাগীরা যে এতো পরিশ্রম করলেন.. সেটিই বা কীসের জন্য?

[13:36, 6/12/2024] Bon: অন্যভাবে এই আলোচনাটিকে নেবেন না, এইরকম বক্তব্য আসুক, এটাই কাম্য।

[13:36, 6/12/2024] Bon: 1991 থেকে ভারতে liberalization শুরু হয়েছে, আর বাঙালীরা (বিশেষ করে উচ্চ বিত্ত শ্রেণীর) অনেক আগে থেকেই ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত, আর এখন তো টাকা থাকলে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ জন্য আমার স্থির বিশ্বাস, ভারতের ত্যাগের পথ বর্তমানে প্রশস্ত ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রী শ্রী ঠাকুর এসেছিলেন, আমাদের বিস্মরিত প্রায় –সংস্কৃতিটিকে শুধু জাগিয়ে,অর্থাৎ মনে করিয়ে দিতে, যেটির ভেতর সবকিছু মেলার ঠিকানা আছে।

তিনি কিছু নতুন সুর ও সৃষ্টি করে, এই সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র।

এবার ওই সুর–সংস্কৃতির খবর মেলাতে, ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হতে লাগলেন অল্পকিছু সমজদার.. এরাই পরবর্তীকালে তাঁর, গৃহী, ত্যাগী ইত্যাদি নামধারী শিষ্য ও শিষ্যলাগছে নামে পরিচিত হলেন।

এদের ভেতরে কেউ কেউ বুঝলেন যে, এই নতুন সুর–সংস্কৃতির কিছু অংশ অন্তত, সারা বিশ্বের প্রয়োজন.. বহু মানুষ বিভিন্ন দেশে এটার স্বাদ গ্রহণ এখনই করতে পারবে।

ব্যাস... বাকিটাতো সবারই জানা।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মনে হয় অল্প কথায়, এটিই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দর্শন।

প্রণাম জানাই ঠাকুরকে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কেন্দ্র ও যুগ–সংস্কারক কেন?

তিনি অপূর্ব গান গাইতেন =গায়ক

তিনি মূর্তি বানাতে পারতেন =মৃৎ শিল্পী

তিনি হাত জুড়ে দিয়েছিলেন নিপুনভাবে =ভাস্কর

তাঁর আতা গাছে তোতা পাখি =ভাস্কর।

তাঁর যথার্থ শিক্ষদান =আদর্শ শিক্ষক

তাঁর মাইক্রোস্কোপে চোখ =বিজ্ঞানী

তাঁর রেল ও অন্যান্য যানবাহনে ভ্রমণ =তিনি পরিবহন সচেতন

তাঁর প্রকৃতি প্রেম = প্রেমিক

তাঁর বিশ্বমানব প্রেম =তাঁর আসল স্বরূপ, তাঁর দেহধারণ পর্যায়ের

তাঁর অবহেলিতের প্রতি দরদ = সমাজতান্ত্রিকতা

তাঁর উপদেশ = যুগ জাগরণের সূত্র

তাঁর সাধন পদ্ধতি =আমাদের আত্ম উন্নতির চাবিকাঠি।

তাঁর মাতৃ সাধনা = শক্তি আহরণের কৌশল।

বাকি যা কিছু হয়েছে,হচ্ছে ও হবে... সবই ব্যাখ্যা, বিশ্লেসন ও পরিকল্পনা মাত্র।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবু,

আপনি যে মন্ত্র কানে ঢোকাচ্ছেন, তা বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যায়ের।

শুধু এই মহেন্দ্র বিজ্ঞান –দর্শন এ কি আছে, তা জানিয়ে দিলেই চলবে।

আপনি প্রণাম জানবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কেন্দ্র ও যুগ সংস্কারক কেন?

অনেক কিছুই বাদ দিয়ে গেছি আর বহুকিছু বাদ থেকেও যাবে, তবুও আরও কয়েকটি সংযোজিত করছি।

নিশ্চিতভাবে আমাদের অনেককিছু পারা ও ওনার পারার মধ্যে.. আকাশ –পাতাল প্রভেদ, কারণ সবকিছুর মূলে তিঁনিই অবস্থিত, এমন কি আমাদের সকলের পারা, না –পারার মধ্যেও!

যেখানেই তাঁর ভ্রমণ ও স্পর্শ.. সেখানেই উজ্জীবন।

তাঁর জাদুঘর পরিদর্শন =নৃতত্ত্ববিশারদ

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে গমন = প্রতিরক্ষা

নাট্যশালায় তিনি = লোক শিক্ষার সম্মান প্রদর্শন, আর নিজেও তিনি মহান অভিনেতা

তাঁর বিভিন্ন ধর্মস্থানে ভ্রমণ =আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি শিক্ষার গুরু

তাঁর পালাগান ই কীর্তন শ্রবণ =আমাদের সহজ বিজ্ঞান–ধর্মীয় শিক্ষক এর ভূমিকাতেও তিনি

তাঁর নৃত্য প্রদর্শন =দেব নর্তক

ইত্যাদি ইত্যাদি...

[13:36, 6/12/2024] Bon: জন জাগরণে মহেন্দ্রনাথ...

আপনারা যে মহেন্দ্রনাথ এর ভাবের ভিত্তিতে যে জনজাগরণের কথা ভাবেন তা মনে হয় নিম্নলিখিত পন্থায় হতে পারে আর এটির উদ্দেশ্যেই মহেন্দ্রনাথ আমাদের চালিত করছেন, সেটা অনেকেই এই গ্রুপের জানেন, অন্তত শ্রদ্ধেয় প্রশান্তবাবু এবং নির্মলানন্দ বাবু তো বটেই।

দেখুন বর্তমানে কৃষি থেকে শিল্প এবং অন্যান্য বহু পেশার সঙ্গে সারা পৃথিবীতে আমরা কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত।

এছাড়া তথাকথিত যে ছাত্রকাল আছে, সেই পর্যায়ে পড়াশোনাই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বহু অনুন্যত ও উন্নশীল দেশে এবং তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতেও বিস্তর সমস্যা থেকে যাচ্ছে প্রধানত আর্থ–সামাজিক পটভূমিকায়।

তাহলে সর্বস্তরের মানুষ, যাদের এমনকি অক্ষর জ্ঞান নেই –তারাও যে, কোনও না কোনও ভাবে অন্যসংস্থান তো করতে হবেই।

যে যে পদ্ধতিতে তারা তা করে থাকেন, এ সব গুলিই 'পেশার' অন্তরভুক্ত।

মহেন্দ্রনাথ বিশেষরূপে তাঁর যুগ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ও যথাযত হিতকর চিন্তাসমষ্টি কে... এই প্রত্যেকটি পেশার সঙ্গে তাত্বিক ভাবে ইতিমধ্যেই যুক্ত করে দিয়েছেন অর্থাৎ সারা বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানুষজনকে।

আমাদের যে কার্যটি করার নির্দেশ তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে, সেটি হলো... সরাসরি ফলিত উপায়ে, ওই সর্ব স্তরের, সর্ব পেশার মানুষজন কে যথা যথাযতভাবে নিজ নিজ স্বাধীন ও সাবলীল ভাবের ভিত্তিতে যুক্ত করা।

এর ফলে দেশগুলি চিন্তা করতে বাধ্য হবে, যে সেই দেশের একেবারে নিজস্ব ভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কি আছে, সেই নিয়ে।

এবার সে সচেষ্ট হবে, ওই সম্পদের একেবারে সঠিক ব্যাবহারে।

এটিই মহেন্দ্রনাথ এর ফলিত দর্শন পর্যায়।

এটি আমাদের করতে হবে, ওনার সুচিন্তিত তাত্বিক দর্শনগুলিকে অবলম্বন করেই... দ্বিতীয় পথ আর কোন নেই।

তাই যে মহেন্দ্র ভাব ভিত্তিক, জন জাগরণ তথা ওনার ভাব গ্রহণের স্বপ্ন আপনারা দেখেন, তাকে রূপদান করতে গেলে... ওই ফলিত দর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তা করতেই হবে, আর তবেই তা গ্রহণে সমর্থ হবে.. সারা বিশ্বের অগণিত মানুষজন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শক্তি + শক্তি = মহাশক্তি..

স্বামীজী বলেছেন... জগতের ইতিহাস, কেবলমাত্র কয়েকটি মানুষের ইতিহাস।

এই মানুষ করা?

স্বামীজী ও মহেন্দ্রনাথের মতন মানুষ... যাঁরা সদা অসংখ্য ভাব সহায়, মহাশক্তির সহিত যুক্ত হয়ে আত্মবিকাশ ঘটিয়াছেন।

এরূপ মানুষ, অন্যান্য দেশেও ছিলেন এবং আছেন আর সেক্ষেত্রেও শক্তি প্রকাশের কিছু তারতম্য ও আছে।

শ্রী শ্রী ঠাকুর ও মা আভেদ, অর্থাৎ মহা শক্তি একটিই।

এবার ধরা যাক, স্বামীজি যে শক্তির উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটিয়াছিলেন, সেটির কার্যকারিতা প্রমাণিত।

ওই শক্তির সঙ্গে মহেন্দ্র যুগ–জাগরণী শক্তি মিলিত হয়ে বিকাশ লাভ করলে কি হবে?

সারা বিশ্বের মানুষজন আবার এক নতুন আলো দর্শন করে জেগে উঠবে।

পুরোনো পেশাগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে নয়.. সংস্কার সাধন করে, তার সঙ্গে আরও বেশ কিছু নতুন পেশা কে যুক্ত করলে, আপামর জনসাধারণ প্রথমে এক ধরণের মুক্তির স্বাদ পাবে আর সেই মুক্ত মানুষজন তাঁদের কুশলতা ও নিপুনতার মাধ্যমে এক নব জোয়ারের সৃষ্টি করবে।

এটিই যুগ পরিবর্তন বা নব যুগ গঠন।

মানুষ জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাবে আর সেই লক্ষ্য তে পৌঁছোতে গেলে কি করার দরকার, তা নিজেরাই বুঝে নেবে।

আত্ম নির্ভরতা বাড়বে, প্রথমত স্বদেশ কে ঠিক ঠিক ভাবে চিনতে পারবে আর সাথে বিশ্বের সঙ্গেও পরিচয় নিবিড় হবে।

আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোয় পরিবর্তন আসবে, যথার্থ শিক্ষার পরিবেশ গঠিত হবে।

পারস্পরিক দেশ ভিত্তিক বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে এবং একযোগে কাজ করার প্রয়াস ও বৃদ্ধি পাবে।

নতুন নতুন উদ্ভাবন হবে, নতুন চিন্তার রসদ পেয়ে আর মনের স্তরের উন্নতি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই সাধিত হবে।

নব বিশ্ব দর্শনে, জনগণ বিমহিত হবে আর আনন্দের প্লাবনে হবে মাতোয়ারা!

এইভাবে দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে পড়বে.. মহেন্দ্র বিজ্ঞান -দর্শন এর ওপর।

চিনবে মহেন্দ্রনাথ কে, চেনাবে জগৎ কে বহু বহু ভাবে...

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র দর্শন পরিচিতি

অগ্রগতির চিহ্ন

মহেন্দ্রনাথ একটি আসামান্য থিওরি আমাদের উপহার দিয়েছেন–The Theory of Continuity, এটির মাধ্যমে তিনি এই জগতের উৎপত্তি ও ক্রমান্যয়ে বিকাশের কারণ দর্শন করিয়েছেন।

ঠিক অনুরূপভাবেই তাঁর এই অমূল্য তত্ব টি মেনে, তাঁর নিজস্ব চিন্তার বিস্তার আজ এক শত বছরের অধিক সময় ধরে নীরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

এই সম্প্রসারণ তথা তাঁর কাজের গতির পর্যালোচনা করলে, আমরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পর্যায়ের চিহ্ন দর্শন করতে পারবো আর এই চিহ্নগুলি দেখে পরবর্তী পর্যায়ে, আমাদের নিজস্ব চিন্তার ব্যাপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ব্যাবহারে সমর্থ হব।

কিছুটা -বলা হলো এই কারণে, যেহেতু মানুষের স্থূল জীবনকাল সীমিত।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের খুব প্রথম কাল থেকেই, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিলেন... জীবনে চলার উদ্দেশ্য কি!

এটি হতে পারে অজান্তেই তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এরপর এটিতে কৈশোর ও যৌবন কালের গতি সঞ্চারিত হওয়াতে, তিনি তাঁর লক্ষ্যপথে তীরবেগে একপ্রকার ছুটতে শুরু করলেন।

তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের রূপ দর্শনের ওউৎসুককো তাঁকে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে শুরু করলো... অতি শক্তি বিকিরণের কেন্দ্রগুলির নিকট, যা নিম্নরূপ এবং এইগুলি মিলিয়েই তাঁর নিজস্ব ভাবনা চিন্তার অগ্রগতির চিহ্ন স্বপ্রভ হয়ে রয়েছে।

এই অগ্রগতির চিহ্ন সকলকে প্রধানত দুটি পর্যায়ে আমরা ভাগ করে নিচ্ছি।

প্রথমটি... তাঁর অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় পর্ব।

দ্বিতীয়টি... তাঁর নিজস্ব চিন্তা প্রসূত ভাব বিকীরণ পর্ব।

স্কুলে পড়ার কালে, অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে শিক্ষকদের মনে আন্দোলন তৈরী করা –সমাজ কে যাচাই করে নেবার প্রচেষ্টা, তাঁর তখন থেকেই রয়েছে, এটি বেশ বোঝা যায়।

প্রশ্ন তো করছেন, কিন্তূ প্রশ্নের উদয় তার মনে কিভাবে হচ্ছে?

এটির উত্তর তাঁরই কথায়, "আমি জানতুম, আমি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র "---চিহ্ন!

ঠাকুর বা দক্ষিনেশ্বর এর পাগলা বামুনের কথা, কলকাতায় জানাজানি হতে শুরু করেছিল, শ্রদ্ধেয় কেশব চন্দ্রের লেখনী অনুসৃত হয়ে, এই অদ্ভুত আচারবিহীন মানুষটা তো সমাজ কে একেবারে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে... এ কথা তো আর কেশবচন্দ্র লিখছেন না, এসবের নামই প্রতিক্রিয়া।

কাদের হচ্ছে?

যাদের আঁতে ঘা লাগছে আর যারা কুপোমন্ডুক তাদের।

বিপরীতে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে.. প্রগতি।

এটিই বিপ্লব, এটিই আন্দোলন, এটিই পরিবর্তন এর সূচনা কাল।

এরপর তো ওই অদ্ভুত লোক তো হানা দিতে শুরু করলেন সিমলা পল্লীর এ বাড়ি, ও বাড়িতে।

মহেন্দ্রনাথ সময় বাঁচিয়ে উপস্থিত থাকতে শুরু করলেন ওই সব জায়গায়।

[13:36, 6/12/2024] Bon: এই সময় থেকেই তাঁর মনের অন্দরে নানান গভীর তথ্য সঞ্চিত হতে শুরু করে এবং তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ বিশ্লেসন করতে থাকে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে।

ধরা যেতে পারে, ওই কাল থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ এর পুস্তক এর রসদ সংগৃহীত হতে শুরুও করে আর তাঁর দর্শন স্থান করে নেয় বিশ্বের আঙিনায়।

নিজের চেয়ে ৬ বছরের বড় দাদার কান্ডকারখানার ওপর সর্বদা দৃষ্টি রেখেছিলেন মহেন্দ্রনাথ আর বিশ্লেসন এ দেখা যায় তাঁদের দুজনের সাধন পদ্ধতির ভেতর প্রচুর পরিমাণে মিল বর্তমান।

দাদা বলছেন, সব শরীর দিয়ে কাজ করলে... সাফল্য নিশ্চিত।

মহেন্দ্রনাথ বলছেন, জপ এমন ভাবে করবে যাতে শরীরের সব অণু পরমাণু তে ছড়িয়ে যায়, চিন্তাকে নামিয়ে আনবে –স্নায়ুতে।

আসলে এ থেকে বুঝতে আসুবিধে হয় না যে, মহান গুরু রামকৃষ্ণ ছিলেন এক মহা স্নায়ু যোগী।

কয়েকটি এই শক্তি সঞ্চয় পর্যায়ের চিহ্ন নিয়ে এ যাবৎ আমরা আলোচনা করলাম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা তাঁর শক্তি বিকীরণ নিয়ে।

আপাতত শুধু জানিয়ে রাখি যে, তাঁর প্রায় এক শত পুস্তকই প্রমাণ স্বরূপ এই চিহ্ন বহন করছে আর তাঁর শিক্ষদানের চিহ্ন ধরা রয়েছে, তাঁরই অনুগামীদের স্মরণে ও রচনার অঙ্গনে।

এই সব মিলিয়েই অগ্রগতি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র দর্শন পরিচিতি

তাঁহার অনুরাগীবৃন্দ

তাঁহার অনুরাগীবৃন্দের রচনা পাঠান্তে, পূণ্যদর্শন মহান জীবনচরিত্রের কিছুটা ধারণা আমরা পেয়ে থাকি।

এছাড়াও মহেন্দ্রনাথের এই অনুরাগীবৃন্দ আমাদের তাঁহার আসামান্য তত্বগুলির সহিত পরিচয় করিয়ে দিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে-তাঁদের রচনার মাধ্যমে।

তাই তাঁদের অবদান কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আমরা যে মূল মহেন্দ্র দর্শন ব্যাখ্যা সহযোগে প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর অনুরাগীদের রচনা সমগ্র অতি অমূল্য, কারণ সহজ সরল ভাষায় মহেন্দ্রনাথের তারা ওনার দর্শন ও বিভিন্ন তত্ব কে সুন্দর ও প্রাঞ্জল বর্ণনায় আলোকিত করে রেখেছেন।

ওই আলোকের বিচ্ছুরণে, আমাদের মতন মানুষজন এক নতুন জীবনের দিশা লাভ করে ধন্য হচ্ছে, এ প্রমাণিত সত্য।

তাই ওনাদের বক্তব্যও, আমরা মহেন্দ্র দর্শনের অঙ্গসম বলে মনে করি এবং সেইজন্য, সেগুলিও এই মূল দর্শনে স্থানলাভ আপন মহিমা ও শক্তিতে অবশ্যই করবে।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি যে, এই আসামান্য অনুরাগীবৃন্দ তাঁদের ধীশক্তি ও অনলস পরিশ্রম এবং সেবার যে পরিচয় প্রদান করেছেন, তা জগতে অমর হয়ে রয়েছে।

তাঁদেরই জন্য বলা অতুক্তি হবে না জড়, আমরা বর্তমানকালে মহেন্দ্রনাথের রচনার সহিত পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করছি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র দর্শন পরিচিতি

পট পরিবর্তন ধীরে ধীরে

মহেন্দ্রনাথ সবই জানতেন, তাঁর সুমহান কার্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্মন্ধে।

তিনি তাই স্থিতধি অবস্থায় থেকে, যাকে যা বলার এবং করণীয় যা কিছু করার তা করে গিয়াছেন।

তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীরা, সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে জীবনজুড়ে ও জীবন দিয়ে পালন করে গিয়াছেন।

যে অমূল্য ভাব সম্পদ মজুত ছিল বা আছে, তা বর্তমানে প্রসার লাভ করছে।

কিন্তূ এবার মনে হয় সময় এসেছে, ভাবগুলিকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা সহযোগে মানুষজনের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার।

মানুষ সমাজ, দেশ ও বিশ্বের নানান সমস্যা সম্মন্ধে এখন অবহিত, কিন্তূ সঠিক পথরেখা খুঁজেও, তাদের কাছে যথার্থ পথরেখা কিছুতেই মিলছে না।

এদিকে আমরা যারা মোটামুটি মহেন্দ্র ভাবের সহিত কিছুটা হলেও পরিচিত, তারা বুঝতে পারছি.. ওই সুনিদৃষ্ট পথরেখা, মহেন্দ্র ভাব সম্পদের মধ্যে বর্তমান।

তাই আর দেরি না করে, এই ব্যাপারে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত বলে মনে হয়।

এটুকু আমরা আনন্দের সঙ্গে করতে পারলে, বাকিটা অন্যেরা নিজেদের তাগিদেই করে নিতে নিশ্চিতভাবে পারবে বলে বিশ্বাস করি।

মানস চক্ষে দেখুন, জগৎব্যাপি অগণিত মানুষ প্রতীক্ষারত নতুন সুস্থ জীবনপ্রাদায়ী ভাব গ্রহণ করার জন্য।

এটি যদি আমরা না করে, দরজা বন্ধ করে বসে থাকি, তা অপরাধ বোধের সামিল হবে।

পট পরিবর্তন মুখের কথা নয়, তত্ব কথাও নয়, বাস্তবের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার কথা।

এই মহান কর্ম মনে হয় মহেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য নিদৃষ্ট করে রেখেছেন... আমাদের চোখ মেলে দেখতে হবে।

তবেই মহেন্দ্র ভাবনার বিকাশ ঘটাতে আমরা সক্ষম হব পূজনীয় মহেন্দ্রনাথেরই আশীর্বাদে।

এটাই হবে তাঁর যথার্থ পূজা ও তাঁর প্রতি আমাদের অঞ্জলি নিবেদন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: সুস্থতার প্রতিমূর্তি মহেন্দ্রনাথ...

তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে আমাদের সুস্থতার প্রয়োজন।

১) জীবন ধারণের সাধারণ পরিবেশে

২) পেশার পরিবেশটিতে

৩) শক্তি আহরণ তথা পূজা, ধ্যান ইত্যাদির পরিবেশে।

এই তিনটির, কোনও একটি বিঘ্নিত হলে, আর এগোনো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব ওই তিনটি ক্ষেত্রেই কি করে যে সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব... এই কৌশল একমাত্র এইকালে মহেন্দ্র-ভাব সম্ভার এর ভেতর সযত্নে রাখা আছে।

এটির বাস্তবায়ন করতে গেলে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আর প্রয়োজন বিশ্বাসের।

প্রশ্ন... বিশ্বাস কি ভাবে আসবে?

উত্তর - চারপাশে তাকালে এবং সর্বোপরি নিজের এবং পারিবারিক ক্ষেত্রের অনুভূতি আমাদের নিশ্চিতরূপে নিত্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা সুস্থতা আনবার চেষ্টা নিশ্চই করছি, কিন্তু সফলতার হিসাব কি বলছে...

সফলতার সঙ্গে পরিশ্রমের সম্পর্ক যে অতি নিবিড়, এতো সবারই জানা,তাহলে যা ভিতরে ভিতরে চাইছি, তা মিলছে না কেন?

আমরা আমাদের মূল অর্থাৎ, কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছি না বলেই শুধুমাত্র।

ভাসা ভাসা উপায় প্রয়োগ করে চলেছি।

আর যেটা করছি, সেটা অন্যের অনুকরণ.. এতে সর্বাঙ্গীন সুস্থতা মেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাস করছি, কিন্তু ওই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কি একেবারে অন্তরতম প্রদেশের খবর আমাদের কাছে আছে?

নেই -সাধারণভাবে।

কিন্তু ওই খবর মহেন্দ্র-ভাব সম্পদের ভেতর আছেই আছে।

আজকের বেশিরভাগ পেশার ক্ষেত্রে, সুস্থতা আনা, এই ভাবেই সম্ভব।

অন্যান্য যে আরও দুটি ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে.. এই ক্ষেত্রগুলিতেও, ওই একই পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করলে... আশানুরূপ ফল নিশ্চিতভাবে পাবো.. এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তাহলে বুঝতেই পারা যাচ্ছে যে, মহেন্দ্রনাথ বর্তমান যুগে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করি আমরা অন্তত যারা এই গ্রুপে রয়েছি, তারা আরও একটু এগিয়ে এসে এই মহা মহেন্দ্র পূজায় স্ব ইচ্ছায় অংশ গ্রহণ করি ও অন্যান্যদের অবগত করি।

আগামীকাল ওনার পূণ্য তিথিপুজা... আমরা এই অঙ্গীকার ও সংকল্প করে ঐক্যবদ্ধভাবে ওনার বিজয় নিশান কি ওড়াবো না, আনন্দে ও গৌরবে কি মাতবো না..

[13:36, 6/12/2024] Bon: যত পড়ছি অবাক হয়ে যাচ্ছি। মহেন্দ্রনাথ কত বড় হাত রেখেছেন আপনার মাথায়।

[13:36, 6/12/2024] Bon: এ যেন ট্রাপিজের খেলা...

ওপরে সুইং করছেন ধরুন ধীরেনবাবু, লক্ষী বাবু, শিবদাস বাবু, পেয়ারী বাবু ইত্যাদি আরও কয়েকজন।

নানান কসরৎ ও খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছেন, লোকে অবাক হয়ে দেখছে, বিশেষ করে ছোটদের তো আর কথাই নেই!

বড়োরাও মাঝে মাঝে ভাবছেন, এই বুঝি বেশি কেরামতি দেখাতে গিয়ে পড়ে গেল।

তবুও পড়েনা,আর যখন পড়ে তখন ইচ্ছে করেই।

কোথায় পড়ে?

নেট বা জালের ওপর, তাই তো..

খেলা দেখাবার আগে ওই তুখোড় খেলোয়াড়রা বহু পরিশ্রম করে খেলাটা, শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন আর ওই যে নিচের জাল টি.. অতি তো সূক্ষ স্নায়ুর জাল।

পড়লে ভাল ছাড়া খারাপ লাগার কোনও প্রশ্নই নেই।

যখন খেলোয়াড়রা দড়ি ধরে, বা দড়ির সিঁড়ি বিয়ে তোরতোরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছেন.. ওতো মনের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ স্নায়ু ধরে নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উঠছেন কেবলমাত্র।

যখন এদিক থেকে ওদিক আবার ওদিক থেকে সেদিকে সুইং করছেন, নানান ভাবে, তখন কি হচ্ছে?

শুধু ভাব বা স্নায়ু পরিবর্তন করছেন!

এই খেলা মনে হয় শিখতে, কিছু সময় খালি লাগে...

দু হাত ছেড়ে দিয়ে মানে পায়ের সঙ্গে পায়ের টাই নট তৈরী করে খেলা দেখান... মাথা নিচের দিকে করে, তখন তাদের নাম হয়ে যায় বিজ্ঞানী -খেলোয়াড়।

তাহলে ওপরেও মহেন্দ্রনাথ আর নিচেও মহেন্দ্রনাথের তত্ব, মাজখানে চলছে খেলা... টানলেও তিনি, ছাড়লেও তিনি, তুললেও তিনি আর ফেললেও তাঁরই ওপর পড়া... তাই বিজ্ঞানীর ভয় নেই।

আরও ঝুঁকিপূর্ণ খেলাও তো আছে, এখন যা দেখানো হয়... নিচে ওই জাল টি থাকেনা।

এই খেলা আরও একটু উচ্চ স্তরের খেলা... কারণ স্নায়ুর খেলা।

ওপর থেকে পড়লে, মানে এক্ষেত্রে নিচের দিক থেকে ওপরে পড়লে, ব্যাপারটা কিরকম হয়... আপনারাই ভেবে দেখুন।

ওদিকে কিন্তু সুনীতা মহাকাশে ৮ দিনের জায়গায়.. ২মাস!

[13:36, 6/12/2024] Bon: অতি উপাদেয় চিন্তার খোরাক পাচ্ছি , দারুণ লাগছে !!! জয় মহেন্দ্রনাথ !

[13:36, 6/12/2024] Bon: আমার বাবার মুখেও কিছু কথা শুনেছিলুম.. রবিঠাকুরের প্রয়াণ সম্পর্কে।

বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না.. নিমতলায় শবদেহ এসে পৌঁছোলে, ওনার সশ্রু লোকে নিয়ে যেতে হুড়োহুড়ি পরে যায়।

আর, সমুদ্র তখন থেকেই মনে হয়, আপনার মনের সমুদ্রে তরঙ্গ তুলে হাতছানি দিচ্ছিল... তাই সমুদ্র কে নানানরূপে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

প্রণাম জানবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: অপূর্ব লিখেছেন সঞ্জয় বাবু।

ছন্দময় মহেন্দ্র গ্রন্থ পরিচিতি।

ধন্য আপনার প্রতিভা ও সাধনা।

আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম

[13:36, 6/12/2024] Bon: একসময় গান ও কবিতার নেশা পেয়ে বসেছিল আর ওই নেশার ঝোঁকে প্রায় দশ হাজার ছোট ও বড় বাংলা ও ইংরিজি পদ্য ও গান রচনা করেছিলাম।

তার ভেতর হাজার খানেক সংকলিত করে বই আকারে নিজের এবং পরিবারের আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলাম।

বাকি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে রয়েছি... কি গতি হবে জানা নেই।

মহেন্দ্রনাথ বলেছেন এক জায়গায়.. আমাদের সবকিছুই -পদ্যে!

নমস্কার জানবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: জানা ছিল না।

একদিন সাক্ষাত করে চর্চা করা যাবে

[13:36, 6/12/2024] Bon: অভিনব । যথার্থই মহেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন চিন্তা ও ভাবরাশির সার্বিক পরিচয়বাহী এক কাব্যছন্দের পরিক্রমা ।

👍❤️❤️❤️🍀🙏

[13:36, 6/12/2024] Bon: খুব সুন্দর লেখা হয়েছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। 🙏🙏🙏🙏

[13:36, 6/12/2024] Bon: এটাই মূল ভাবনা । এটা থেকেই বিকাশ মনের আর মহেন্দ্র সংযোগের । যে বিকাশ তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি ।

এ বৃদ্ধের অন্তরের ভালবাসা গ্রহণ কর ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: যথার্থ জ্ঞানী... জ্ঞান-বৃদ্ধ হন, বৃদ্ধ হননা।

অতএব আমরা আপনাদের কাছ থেকে এখন পেতেই থাকবো.. ছেদবিহীন -বিচ্ছেদহীন।

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগসূত্র তো আপনারাই।

এ সূত্র ছিন্ন হবার নয়..

আন্তরিক প্রণাম গ্রহণ করবেন আমাদের সকলের পক্ষ থেকে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: ভালো লাগে বলে পড়ি, এবং বিষয়টি ভালো থাকে এবং গভির সারমর্ম থাকে মনে একটা আনন্দ অনুভূতি হয়।

[13:36, 6/12/2024] Bon: একে এঅকে সব কটিই পড়লূম। এর বেশি এখন আর কিছু বলতে পারছি না।

[13:36, 6/12/2024] Bon: অসাধারণ বিশ্লেষণ পড়ে অভিভূত !!

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

ভূমিকা

পর্যায়ক্রম :

আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা

আধুনিক আধ্যাত্মিকতা

মহেন্দ্রনাথের অধ্যত্ম দৃষ্টি

সুনিপুন প্রয়াস

দিকে দিগন্তে মহেন্দ্র

স্থিতিশীল অবস্থায়

ভাব গ্রহণ

ভাব প্রেরণ

পরীক্ষা নিরীক্ষা

সিদ্ধান্ত

প্রয়োগ পদ্ধতি নির্মাণ

শুরু কার্য

রচনাক্রম

স্তরে স্তরে আধ্যাত্মিকতা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেশানো

দূরমূল্য দর্শন ও প্রসাদ লাভ

আধ্যাত্মিকতার বুনিয়াদ

ছোট থেকে বড়-আবার বড় থেকে ছোট..

এরই মাঝে লুকিয়ে রয়েছেন মহেন্দ্র!

বিশ্ব -শিষ্য

বরেণ্য মহাপুরুষ বর্তমানে

আগামীর আধ্যাত্মিকতা

যুগ পরিবর্তনে যুব সমাজ

নির্লিপ্ত -কিন্তূ অনন্তে বাস

তোমার -আমার সবার জন্য রাখা

এস এস বিশ্ববাসী।

পাবে নতুন দিশা

আধ্যাত্মিক নেশা

মিলনের অপেক্ষায় মহেন্দ্রনাথ

[13:36, 6/12/2024] Bon: আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা..

মানব নামক যন্ত্রে এমন কিছু অনুভূতি লাভ যেটি সর্বাঙ্গষে ধ্বনাত্বক।

এই অনুভূতি লাভে

দেহে এবং মনে প্রথমত এক অজানা আনন্দের প্লাবন যেন এসে উপস্থিত হয়, কর্মের, বিশেষত এক নতুন ধরণের কর্ম সম্পাদন করার তাগিদ অনুভূত হয়, যে অনুভূতি লাভ হল-সেই সম্পর্কিও জ্ঞান স্বয়ংক্রিয় ভাবে জাগরিত হয় আর এই প্রথম অবস্থার পরেও আরও কিছু আছে কিনা অথবা এই অবস্থাটিকেই স্থির রাখা যাবে কিনা -এই চেষ্টা সততই চলতে থাকে।

সবমিলিয়ে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কিরকম..

আমরা একটি এজাবৎ অজানা একটি রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

লিস্টে নাম ওঠার মতন নাম উঠে গেল এইমাত্র।

কিন্তূ প্রশ্ন হলো, এতদিন জানতে পারিনি কেন?

প্রযুক্তিটি এমনভাবেই নির্মাণ করা -যেটিতে অর্ধাঙ্গশ থাকে সাধারণভাবে দৃশ্বমান আর বাকিটা থাকে অদৃশ্ব!

একটু ব্যাখ্যা করে বলি, আমাদের যত কিছু আনন্দ ও জ্ঞান এর ঠিকানা... সেটি আমরা জেনে থাকি জন্মগত ভাবে বহিরজগৎ, অর্থাৎ, যেটি আমাদের কাছে দৃশ্বমান।

অতএব এই কারণেই, আমাদের সমস্ত তথাকথিত অনুভূতি, এই ক্ষেত্রটুকুর মধ্যেই সীমাইতো।

এবার কোনও এক কারণে যদি আমরা হঠাৎ করে, একটি আমাদেরই জীবনের অন্য অংশে ঢুকে পড়ি এবং সেই জগতের কিছু অনুভূতি আমাদের হয়ে যায়... যে সম্মন্ধে নিজেদের কোনই ধারণা পূর্বে ছিল না, তাকেই আমরা অতিন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইত্যাদি বলে থাকি।

আমাদের যেহুতু বেশিরভাগ মানুষেরই জীবন ওই পূর্বের বহির জগৎ ঘিরে আবর্তিত হয়ে, একদিন শেষ হয়ে যায়, তাই শিক্ষা থেকে শুরু করে জীবনের আলোচনা বুঝতে, আমরা ওই বহির জগৎটিকেই সর্বস্ব বলে মনে করি।

কিন্তূ কেউ যদি এর বাহিরের কোন ক্ষেত্রের সন্ধান পান এর সেটি তিনি বাহিরে এনে দেখাতেও সক্ষম না হন, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসব ব্যাপার ভাবি না!

কিন্তূ যদি কোনও ব্যাক্তি, ওই খবর আমাদের কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেন, তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যাক্তি ধীরে ধীরে সেই দিকে একটু আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেন এবং ওই ব্যাক্তিটিকে একটু অন্য চোখে দেখতে শুরু করেন।

ভেবে বসেন হয়ত বা কখনো কখনো যে, ওই ব্যাক্তির ভাগ্য খুব ভালো বা তিনি এক অন্য মাত্রার চরিত্র সম্পন্ন মানুষ ইত্যাদি।

ব্যাপারটি কিন্তু একেবারেই তা নয়... এটি দৃঢ় নিশ্চিত করে বলা যায়, কারণ আমাদের প্রত্যেকের ভেতর ওই সম্ভবনা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে এবং চাইলেই, অতি অবশ্যই এই জীবনকালেই তা আমরা পরিস্ফুটিত করাতে নিশ্চিতভাবে পারি।

শুধু আমাদের এই অনুভূতির উদ্বোধন ঘটাতে কি করতে হবে তা জেনে নিতে হবে এর এবার থেকে ওই জানার পদ্ধতি হবে এর পাঁচটি বিষয় যে ভাবে নিয়মানুসারে জানি, ঠিক তার অনুরূপ।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আমাদের অমূল্য জীবনের অর্ধাঙ্গশ, কিছুতেই পূর্ণ করি না, যেহেতু এটির ক্রিয়া বা প্রকাশ আমরা বাহিরে সাধারণভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয় বলেই।

জীবনের আসল সৌন্দর্য, তৃপ্তি, আনন্দ ও জ্ঞান... কিন্তু ওই আমাদের অন্তর জগতেই সঞ্চিত থাকে।

এইবার শেষে একটি কথা বলে শুধু এই পর্বের সমাপ্তি ঘটাই, যেটি হলো.... কার্যত বহির ও অন্তর জগৎ বলে কিছুই নেই, একটিই জগৎ রয়েছে!

আমরা বহির জগৎ বলে যেটি প্রত্যক্ষ করি, সেটি ওই জগতের আবরণ মাত্র এর ওই জগৎটিরই ভিতরে আমরা প্রবেশ করতে পারলেই... সমস্ত জগৎটা একযোগে দেখা সম্ভব হয়।

বহির আর অন্তরের ভেদরেখা মুছে গিয়ে... যে অনুভূতি লাভ হয়– সেটিই আধ্যাত্মিকতা।

তাই শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ বলছেন, "যেগুলোর মন ভিতরে ঢোকে না, তারা ওই আবরণ নিয়েই থাকে "।

আধ্যাত্মিকতা লাভ মোটেই খুব বীরত্বর ব্যাপার নয়, খুব সাবলীল এ স্বাভাবিক ব্যাপার।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণর শুভ আগমন... শুধু এটুকে শেখাতেই...

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথ এর দুরদর্শীতা..!

যে চারটি সমাজের মূল স্থম্ভের কথা উনি প্রায় ১০০ বছর আগেই বলে গেছেন, সেগুলির ভিতর love, liberty ইত্যাদির সঙ্গে কি ছিল... জাস্টিস?

তিনি নিজে আগে এবং পরে তাঁকে রোজ খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হতো... কেন তাঁর প্রয়োজন ছিলো ওইসব খবর রাখার?

কারণ তিনি গা এড়িয়ে চলা মানুষজনের তালিকাভুক্ত ছিলেন না।

তাঁর কাজই ছিল সর্ব স্তরের মানুষজনকে নিয়েই।

তিনি এই প্রপার জাস্টিসের জায়গায়, অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায়... মহিলাদের বিশেষ দক্ষতার উপর তাঁর সমাজতান্ত্রিক রচনাবলিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আর আজ মিলিয়ে দেখলে, তাঁর দূরদর্শীতা পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে না কি?

তিনি অনেক অনেক গভীরে ঢুকে,সমাধান সূত্রগুলি দিয়েছেন আর আমরা ধীরে ধীরে সেগুলিই শুধুমাত্র মিলিয়ে দেখছি!

অতএব যেটুকু আলোচনা এই ব্যাপারে আপাতত করা হল... তা আমার দৃষ্টিতে অন্তত সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্র চর্চার অন্তরভূক্ত।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আধুনিক আধ্যাত্মিকতা

এই আধুনিক শব্দটি প্রয়োগ করা হল কেন?

এর উত্তরে জানাই, বেশিদিন নয় –মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় জীবনযাত্রা এবং মানুষের চিন্তা শক্তির উপাদান যা ছিল, আজও কি ঠিক তাই আছে, না বহু বদলিয়ে গিয়েছে...

অবশ্যই বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

চিকিৎসা পদ্ধতি আজকের যা, ১০০ বছর আগে কি তাই ছিল?

নিশ্চই না।

এইরূপ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বহির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে.. আশা করি এই ব্যাপারে আমরা সহমত।

কিন্তূ অন্তর জগতের খবর কি আমরা রেখেছি?

সেখানে কি ঘটেছে...

একেবারে একই ব্যাপার ঘটেছে, আর তা না হলে, এই বহির জগতের কোনও পরিবর্তন আমাদের চোখেই পড়তো না!

আরও মজার ব্যাপার এই যে, ওই পরিবর্তন প্রথমে ঘটেছে... অন্তর জগতেই!

আগে কারণ না, আগে কার্য বা এই ক্ষেত্রে ফল?

অবশ্যই কারণ।

তাহলে যা কিছু পদ্ধতি, বিভিন্ন নতুন বিষয়ের অবতারণা, উদ্ভাবন... যা কিছুই ঘটেছে, তা প্রথমে ঘটেছে অন্তরলোকে।

যার ফলে বা প্রভাবে, আজ আমরা এতো নতুন নতুন পদ্ধতি, যন্ত্র ইত্যাদি দর্শন ও ব্যাবহারে সমর্থ হচ্ছি।

এবার একবার ভাবুন তো, ওই সব নতুন বিষয়গুলি সৃষ্টি করতে কি.. বহু সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে বেশকিছু মানুষকে কি গভীর ভাবে ডুব দিতে হয়নি?

না যদি তারা দিতেন, আজকে এই সব জিনিস বা জ্ঞান, এর কোনোটাই আমরা পেতাম না।

এবার ভেবে দেখি তো, তাঁরা কি পেয়েছিলেন আর কীসের প্রেরণাতেই বা এইসব কাজ করলেন।

তারা অবশ্যই আসল জিনিসের কিছু বা অনেকটা অংশ ইতিমধ্যেই নিশ্চিতরূপে পেয়ে গেছেন।

যে জিনিসটি তারা পেয়েছেন এবং এখনো কিছু না কিছু ব্যাক্তি এই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পেয়ে চলেছেন..

সেটিরই বর্তমান নাম আধুনিক আধ্যাত্মিকতা!

পথ আধুনিক.

আর যেহেতু ওই পথগুলির সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে ওই সব ব্যাক্তিসকল যুক্ত তাই যে ফল তারা লাভ করেছেন এবং করছেন.. সেটি অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদ!

এই প্রসাদ আমাদের প্রত্যেকের ভেতর রাখা রয়েছে, আর এখন অনেক ভালো ভাবেই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ রেখে দিয়েছেন.. শুধু একটু বুঝে আর খুঁজে নিতে হবে এইমাত্র।

পূজণীয় মহেন্দ্রনাথ এর বিশেষত বিজ্ঞান পর্বের পুস্তকগুলি এই আধুনিক আধ্যাত্মিকতা লাভ করার উদ্দেশ্যেই রচিত।

[13:36, 6/12/2024] Bon: কাদের প্রয়োজন এই আধ্যাত্মিকতা লাভ?

সকলের প্রয়োজন, বিশেষত যুব সমাজের আর আগামী প্রজন্মের।

সত্যি কথা বলতে কি এই মহেন্দ্র দর্শন বা দর্পণ রচনার উদ্দেশ্য, তাদের সক্ষমতা, দুরদর্শীতা এবং প্রয়োজনীয় শক্তি ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যই একমাত্র।

পুরোনো ও প্রচলিত ধ্যান ধারণা সংস্কৃত করে এক নতুন কর্মময়, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় লোকের সৃষ্টি নিশ্চিতভাবে করা সম্ভব।

আজকের যুগ, যাচাই করে নেবার যুগ আর আগামী যুগ, আরও বেশি করে যাচাই করে নেবার যুগ।

যাচাই করতে করা সক্ষম?

যাদের ইতিমধ্যেই জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে।

শুধু কি ভাবে ও কীসের ভিত্তিতে এই যাচাই করা শুরু করা যাবে.. সেটির একটু ছোঁয়া তথা ব্যাখ্যা করে দিলেই চলবে।

সরাসরি বলি কুলকুন্ডলিণীর জাগরণ থেকে অসংখ্য সূক্ষ স্নায়ুর ভিতরে অনায়াসে গমনা গমন এই যুব সমাজ নিশ্চিতভাবে অদূর ভবিষ্যৎ এ যে করতে পারবেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

জো বা ম্যাক্লাউড এর কাছে একবার একটি চিঠিতে পন্ডিত রোমারোলা বলেছিলেন, যে তিনি বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞান এর চর্চার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরলাভ নিশ্চিতভাবে সম্ভব আর এই বিষয়ে স্বামীজি কি মত পোষণ করেন, এটা কি জো তাঁকে জানাতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, জো এর কাছে থাকা অনেক চিঠিই হারিয়ে যায় আর or ভিতরে স্বামীজীর ওই উত্তর ছিল কিনা তা জানা যায় নি।

কিন্তূ বহু বহু দৃষ্টান্ত এবং উক্তি আছে, যার ভেতর দিয়ে, এই বিষয়ের পূর্ণ সমর্থন স্বামীজীর আমরা পেতে পারি।

পূজনীয় ব্রম্ভানন্দজী, শ্রদ্ধেয় বশী সেন কে বলেছিলেন, ওই বিজ্ঞান সাধনার ভেতর দিয়ে, তুই সবকিছু পাবি।

আর মহেন্দ্রনাথ বলছেন, ভগবান পেতে চায়তো.. কঠিন রিজিড বিজ্ঞান এর ভেতর দিয়ে যাও..

অতএব স্পষ্ট যে এবার থেকে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই চাই।

কি এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি?

শুধুমাত্র সবকিছু কে একটি যাচাই করে নেবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি জানা।

ব্যাস, এটুকুই।

স্বামীজীর ভাষায়, ভাসা, ভাসা বৈজ্ঞানিক নয়।

এবার যদিও এখন সবাই জানেন, তবুও আরও একবার না হয়, বিষয়টির অবতারণা করি.. আচ্ছা কোন বিষয়টির ভিতরে বিজ্ঞান নেই?

এযুগের উত্তর... সব বিষয়ের ভিতরেই বিজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় আছে।

ঈশ্বর ঈশ্বর করি, তিনি নাকী সর্বময় আর তাহলে তাঁর উপস্থিতি কি শুধু কয়েকটি শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

একেবারে ভুল ধারণা।

আমরা গভীরে প্রবেশ করি না বলেই, অনুমানে এবং পুরোনো মলিন জ্ঞান এর ভিত্তিতে বলি.. ঈশ্বরলাভ, আধ্যাত্মিকতা অর্জন, এসব ওই কয়েকটি নিদৃষ্ট বিষয়ের চর্চার ভেতর দিয়েই কেবলমাত্র হওয়া সম্ভব।

এইসব কথা এতদিন যা হোক চলেছে, কিন্তু আগামী প্রজন্মের কাছে পরিতাজ্য, এটি নিশ্চিত।

অর্থনীতি থেকে সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি... সবকিছুই বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত।

কাব্য রচনার পিছনে যে ব্যাকরণ বর্তমান, সেটিও বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত, আর ইতিহাস বিকৃত হয়েছে বা হয়নি, সেটিও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেসন এ ধরা পড়ে যায়।

এবার যদি আমাদের কু সংস্কার এবং সু সংস্কার এর প্রসঙ্গ নিয়ে আসি, তাহলেএকটি মজার ব্যাপার ঘটবে!

প্রথমত তো ওই শব্দ দুটিই বিশেষরূপে আপেক্ষিক।

যাই হোক তবুও ওই কু সংস্কারটিকে নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করি তাহলে আশ্চর্য হয়ে যাবো এই দেখে, বুঝে ও অনুভব করে যে, ওটির ভিতরেও পূর্ণভাবে বিরাজ করছে সত্য, সেই একই সত্য, যা আমার, আপনার এবং আপামর সমস্ত মানুষের মধ্যে বর্তমান।

শুধু খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন সবার.. নিজেদেরই বোঝা কমিয়ে, সোজা রাস্তায় বা পথে চলার জন্য।

তাই ভবিষ্যত চলবে সমকালীন পথ ধরে আর ওই সব পথগুলিই যেহেতু আধুনিক, তাই আধুনিক প্রজন্ম চাইবে যে আধ্যাত্মিকতার স্বাদ সেটিই আধুনিক আধ্যাত্মিকতা নামে এক্ষনে কিছুটা আলোচিত হলো।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবুর আজকের পোস্ট এর পরিপ্রেক্ষিতে..

পুরোনো বহরমপুর এর কথাগুলি পড়ে, একটু ছোটবেলার স্মৃতি উস্কে উঠলো, আর তাই দু একটি কথা...

আমার প্রমাতামহী কালিদাসী দেবী ছিলেন শ্রী শ্রী মায়ের দীক্ষিতা।

ওনার বাপের বাড়ি ছিল কলকাতার মদন মিত্র লেনে, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের খালি গলায় গাওয়া গান, ওই বাড়ি থেকে শুনতে পাওয়া যেত।

সে বাড়ি কিছুদিনের আগে জলের দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

আমার মায়ের কাছে শোনা... অনেক সময় শ্রী শ্রী মা বাগবাজার থেকে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন আর সেই মুহূর্তেই যে অবস্থাতেই কালিদাসী দেবী থাকুন না কেন, কালবিলম্ব না করে শ্রী শ্রী মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে যেতেন, এমনকি স্নান না সেরে, তেল মাখা অবস্থাতেও।

আমার মায়ের দাদু মানে বুজতেই পারছেন, ওনার পুত্র স্বর্গীয় অমূল্য চন্দ্র মিত্র ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, উনি বদলি হয়ে বহরমপুর চলে যান আর অবশ্যই কালিদাসী দেবী ও ওখানেই বসবাস করতে শুরু করেন।

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ, আমাদের ওই বহরমপুর এর খাগড়ার বাড়িতে আসতেন, রাস্তা থেকেই কালীদাসী বলে ডাক দিতেন, তখন সারগাছি আশ্রম সবে গড়ে উঠছে।

আরও অনেক কথা আছে, এই গ্রুপ এ অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে বলে আর এগোলাম না।

সকলে আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: বাঃ বাঃ সুন্দর যোগাযোগ ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় অমর দা এবং পূজনীয় প্রশান্ত বাবু,

সর্বপ্রথমে আপনারা আমার হৃদয় থেকে প্রণাম গ্রহণ করুন।

এতদিনে চিড়ে একটু হলেও ভিজেছে দেখে আনন্দ পাচ্ছি।

অমরদার আজকের পোস্ট এর বিশ্লেসন করাই বর্তমানে আমার কাজ, যেটি মহেন্দ্র দর্শন পর্যায়ে লেখার চেষ্টা করছি।

আগামী আগামীর পথ দেখতে চাইছে।

মাননীয় প্রশান্ত বাবু ও পূজনীয় নির্মল দা, এই কথায় নানানভাবে দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন।

মহেন্দ্রবিপ্লব ধরলে... মহেন্দ্রনাথ কি বিপ্লবী নন?

বর্তমানে স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ ও ঈশাত্মানন্দজীর বক্তব্য একটু মিলিয়ে শুনলেও, আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান এর ঘনিষ্ঠতা ভালো বোঝা যায়।

আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ –আপনাদের সবাইয়ের কাছে, দয়া করে মতামত প্রকাশ করুন।

ধন্যবাদ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: সমাজতন্ত্র না ভাই । এখন এই শব্দটার অর্থ বিকৃত হয়েছে । রাজনীতির অর্থে বিপ্লব নয় । মানুষের অন্তর্লোকেও বিপ্লব ঘটে, মহেন্দ্রদর্শণ সে বিপ্লবের অগ্রদূত । যদি আমাদের পরের প্রজন্মের নানা ব্যক্তি যারা এই দর্শনের সঙ্গে পরিচিত তারা নানা সমাজ মাধ্যমে সমাজে একে সঞ্চারিত করতে পারেন , তবে তা সম্ভব ।

বর্তমান আর্থে সমাজতন্ত্র নয় ।

এখন ঢাই আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও ব্যক্তি অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা , যেখানে সামাজিক সম্পদের অসম বন্টন হবে না । আত্মচেতনা উন্মোচনে সক্ষম শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা ও নারী পুরুষের সমানাধিকারের উপর নির্ভরশীল, সৌম্য, সংযত এক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই , স্বামীজী ও মহেন্দ্রনাথ উভয়েরই মত । জীব বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ– ভিত্তিক, ধ্যান, উচ্চ চিন্তার মাধ্যমে স্নায়ু সমষ্টিকে জাগ্রত করার চর্চা বিদ্যামন্দির গুলিতে শরীর চর্চার (PT)মতই ছাত্রদের শিক্ষার অঙ্গ করতে হবে । যে যার শক্তি বা মানসিক সামর্থ্য মত গ্রহণ করবে । তবেই মহেন্দ্রদর্শণের সার্থক প্রয়োগ হবে ।

এই ভোগবাদী আত্মস্বার্থ সর্বস্ব সমাজ তৈরীর প্রচেষ্টার অবসান মা বাবাদের ঘরে ঘরে সন্তানদের সততা, সত্য ও ন্যায়ের ধারণা শেখানোর উপর নির্ভর করবে । এটা পশ্চাদগামীতা নয় , ভবিষ্যতের মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: অত্যন্ত মূল্যবান মতামত প্রদান করেছেন শ্রদ্ধেয় নির্মলদা।

উনিও কতকগুলি দাবি জানিয়েছেন এবং সঙ্গে সুচিন্তিত সমাধান সূত্রও যুক্ত করে দিয়েছেন।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ–হুজুগে মাততে নিষেধ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সমাজ সচেতন হতে মনে হয় বারণ করেন নি।

নারী অধিকার... বহুকাল আগেই রচিত!

আমরা এখন তাহলে কোন পর্যায়ে রয়েছি.. এটিই প্রধান প্রশ্ন।

মহেন্দ্রনাথের দর্শন বলতে... মহেন্দ্রনাথ নামক দর্পণ এ প্রতিফলিত সমাজচিত্ররূপ,বলেই ব্যাক্তিগত ধারণা পোষণ করি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথ এর অধ্যাত্মদৃষ্টি..

এই দৃষ্টিতে কি দেখা যায়?

সর্বকালের রূপ একত্রে দর্শন হয়... সবটাই বর্তমান!

ভবিষ্যৎ- বর্তমানকালে কিভাবে দর্শন হতে পারে?

হ্যাঁ, পারে। এর কারণ এনারাই ওটি গঠন করে থাকেন।

একি গল্পকথা?

একেবারেই নয়।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিও যদি বলি, তাহলে এটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে... চরমতম অন্তরদৃষ্টি!

আমরা কি ভাবতে সক্ষম যে, দৃষ্টি দিয়ে দৃশ্ব গঠন করা যায়?

হ্যাঁ, এটিও করা সম্ভব, ওই অবস্থায় পৌঁছলে।

যদি জগৎটা ঈশ্বরের কল্পনা আর মায়ের খেলার বস্তু হয়, তাহলে শেষমেশ... মা যাঁদের খুব কাছের সঙ্গী করে নিয়েছেন, তাদেরও তো খেলাটি শিখিয়ে দিয়েছেন.. তাই না?

ভক্তি -অন্দরমহল পর্যন্ত যায়... শ্রী শ্রী ঠাকুর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ মহা পুরুষেরা এবং পূজনীয়া গৌরী মায়ের মতন মহামানবীরা অক্লেশে ওই অন্দরমহল এ যাতায়াতের ছাড়পত্র বহু আগেই প্রাপ্ত হয়েছেন।

ওই চরম আধ্যাত্মিকতার ভূমি থেকে অতএব যা কিছুই ঘোষিত হয়, তাই রূপ পরিগ্রহ করে তথাকথিত আমাদের এই বাস্তবের ভূমিতে প্রদর্শীত হয় মাত্র!

উদ্দেশ্য একটাই..

আমাদের সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি... শ্রী শ্রী ঠাকুরের উক্তি ও আশীর্বাদ অনুসারে -তোমাদের চৈতন্য হউক।

আমরা কি প্রাপ্ত হব?

এই শুভক্ষণে... সত্য বস্তু, অর্থাৎ, সত্য দর্শনে সমর্থ হব।

যার ফল --জ্ঞান ও আনন্দ লাভ, বলিষ্ঠতা অর্জন, হওয়া অভয়!

এটিই মহেন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করে শেখাতে চেয়েছেন.. বিভিন্ন দিক দিয়ে-সমাজের পরিকাঠামোর উন্নতি সাধনের বিধান দিয়ে।

এটি চোখ বন্ধ করার সাধনা বা পথ নয়.. চোখ খুলে ধ্যান করার সাধনা।

সমাজ, তথা দেশ, অর্থাৎ বৃহদার্থে সমগ্র বিশ্ব ভাবনারই অপর নাম... মহেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: একটি পর্যবেক্ষণ...

বাহিরে যা বেতার.. ভিতরে তারও.. তার!

মহেন্দ্র স্নায়ুতত্ব পূর্ণভাবে প্রমাণিত।

আমরা বর্তমানে বেতার প্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহারে খুবই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

কোনও তার নেই, কিন্তু কথা বার্তা, ছবি সহজেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তো বটেই, এমনকি অন্য গ্রহেও চলে যাচ্ছে এবং আসছেও বটে।

আমরা দেখছি বা ভাবছি তারবিহীন এই প্রযুক্তি-- কিন্তু মহেন্দ্র স্নায়ুতত্ব প্রয়োগ করলে.. এই ধারণা আমূল বদলিয়ে যেতে বাধ্য!

কেন?

তিনি যে সূক্ষ্ম স্নায়ু তথা স্নায়ু তথা ভাব-জাল এর কথা বলেছেন, যা খালি চোখে দেখা যায়না বটে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় করে তোলা যায়.. তাহলে এই স্নায়ুসমূহ কে যদি সূক্ষ্ম তার হিসাবে আমরা ধরে নিই এবং যা বাস্তব ও বটে, সেক্ষেত্রে তারবিহীন কি বলা চলে?

এই সূক্ষ্ম স্নায়ুমন্ডলীর দর্শন ও ক্রিয়াকান্ড জানার নামই..

মহেন্দ্র চর্চা ও মহেন্দ্র সাধনা বলেই মনে করি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: বেশ কিছুদিন ধরে সমাজের, বিশেষত যুব সমাজের কথা চিন্তা করে, এই গ্রুপের অতীব মান্য কয়েকজন সক্রিয় সদস্য আমাকে -মহেন্দ্র দর্শন ও সেটির যথাযত প্রয়োগের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও পদ্ধতি বর্ণনা করার জন্য বারংবার বলে আসছিলেন আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার সাধ্যমত একটু এই ব্যাপারে চেষ্টা করে দেখতে অগ্রণী হয়েছি।

আপনাদের মূল্যবান মতামত পেলে, কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধে হবে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: এই পর্যায়ে তাই একটি সম্পূর্ণ নুতন মহেন্দ্র ভাবধারা ভিত্তিক বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে,যেটির যথাযত শিক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্যাগুলিকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে সমাধানে সমর্থ হব।

এই নুতন বিষয়টির নাম :

মহেন্দ্র-স্নায়ু-বিজ্ঞান

এই বিজ্ঞানটির দুটি বিভাগ রয়েছে:

১- মূল স্নায়ুতত্ব

২- ফলিত স্নায়ু-বিজ্ঞান (বিপরীত ধ্যান)

এই অসাধারণ বিষয়টি গত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে রীতিমতোন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং আশাতিরিক্ত শুভ ফল

প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছে।

অন্যান্য আর সব বিষয়ের মতন, এই বিষয়টিও প্রণালীবদ্ধ ভাবেই শিক্ষা করতে হবে।

এটি কিছুদিনের চেষ্টায় রপ্ত হয়ে যাবার পর থেকেই, এর প্রয়োগ করা সম্ভব হবে এবং সাথে সাথে আরও উচ্চতর শিক্ষা এবং প্রয়োগ পদ্ধতিরও বিস্তারলাভ ঘটতে থাকবে।

তাই পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে এই মহেন্দ্র-স্নায়ু-বিজ্ঞান তত্বটির পরিচয় ও ব্যাখ্যা উভয়ই প্রদান করবো।

[13:36, 6/12/2024] Bon: বক্তব্য আংশিক সত্য কারণ এখানে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সম্পর্কে কোন কথাই নেই। সুতরাং এর সঙ্গে জড়িত সমাজের ৯০ ভাগ লোকই তাদের মত করে টিকে থাকবে। রোগের ধরণ প্রাকৃতিক কারণেই বদলাবে তাই ডাক্তারকেও দরকার পড়বে। শিক্ষা সামগ্রিক ভাবেই যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয় অতএব তা বজায় রাখতে মানুষকেই লাগবে। বাদবাকি যা তা নেহাত ই superficial অতএব তার পরিবর্তন ঘটলেও সমগ্র মানব জাতির কিছু যাবে আসবে না।

[13:36, 6/12/2024] Bon: সুনিপুন প্রয়াস..

তিনি প্রয়াস চালিয়ে গেছেন বহুবছর ধরে আর এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়েছিল সম্পূর্ণ এক ভিন্নপথে, যা কোনোভাবেই প্রচলিত পথগুলির অনুবর্তী একেবারেই ছিল না।

তিনি একসময় বলেছেন, আমি তপস্যা করেছি -কলম নিয়ে!

এই কলম ধরার অর্থাৎ, তাঁর রচনার পূর্ববর্তী পর্যায়ে অবশ্যই তিনি যে সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন, এতে কোনও দ্বিমত এর স্থান নেই।

কি এই সাধন পদ্ধতি আর লক্ষ্যই বা কি ছিল তাঁর?

[13:36, 6/12/2024] Bon: সমাজ, দেশ ও কালের গভীর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেসন ও কথোপকথন এবং স্পন্দন তত্ত্বের সাধন সঙ্গে গভীর অধ্যাঅন -এইগুলি একত্রিত ভাবে তাঁর মহা তপস্যার ক্ষেত্রটি রচনা করেছিল।

আর লক্ষ্য হিসাবে তিনি ঈশ্বর বা ভগবানের, এমনকি আত্মদর্শন ইত্যাদিকেও না বসিয়ে স্থির করেছিলেন... এক অতি মহিমাময় লক্ষ্য!

তাঁর তপস্যা বা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে তিনি বসিয়ে দিয়েছিলেন একটি প্রশ্ন কে কেবলমাত্র।

এই প্রশ্নটির উত্তর প্রাপ্ত হওয়াই অতএব ছিল তাঁর মহান জীবন ব্রত।

তিনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানতে চেয়েছিলেন... এই যে মহাসৃষ্টি, এটির প্রস্ফুটিত হবার কারণ কি?

কেন উৎপত্তি লাভ করলো এই সৃষ্টি?

দেখুন কি বিশাল নিঃস্বার্থ এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পাশাপাশি যদি লক্ষ করি তাহলে বুঝতে আসুবিধা হবার কথা নয় যে তিনি কি মাত্রায় অসাধারণভাবে কোনও প্রভাব কাটাতে সমর্থ ছিলেন, কারণ তাঁর কৈশোর বয়সেই, ওই উল্লেখিত প্রশ্ন টি তাঁকে প্রভাবিত করে -অথচ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে তিনি ওই কালে মাঝে মাঝেই দর্শন করছেন ও তাঁর ক্রিয়াকলাপ দর্শন করছেন। পর্যবেক্ষণ

করছেন তাঁর নিজের দাদা, রামদাদা, এমনকি গিরিশচন্দ্রের মতন মানুষজনের আচার ব্যবহার।

ওদিকে শুনছেন শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ইত্যাদি।

এদিকে সংসারে অনটন ও মামলা মোকদ্দমা সামলানো!

তিনি কিন্তু নিষ্ঠায় অবিচল..

তাঁকে তাঁর লক্ষ্য পূরণ করতেই হবে... কেন করবেন?

এ নিয়ে ভাববার অবকাশও তাঁর ছিল না।

তিনি তাঁর অন্তর থেকে উত্থিত মহাপ্রেরণা ও এক মহাজ্ঞান লাভের অন্বেষণ –স্রোতে তীব্র ভাবে ভেসে চলেছেন।

কোনও বাধাই তাঁকে বাঁধতে না পেরে ছেড়ে দিলো,এমনকি স্বামীজীর প্রয়াসও তাঁর ক্ষেত্রে কাজ করলো না।

নির্ভীক মহেন্দ্রনাথ সমস্ত গণ্ডী ছাপিয়ে হয়ে পড়লেন একা আর ছুটে চললেন এক দেশের ভিতর দিয়ে অন্য আরেক দেশে, এইভাবে ইউরোপ ভুখন্ডের অনেকটা, এশিয়ার পালেস্টাইন, জেরুজালেম থেকে আফ্রিকার সীমান্ত প্রদেশীয় অঞ্চলগুলি তাঁর মহান পর্যটনের অন্তরভুক্ত হোলো আর বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হল এক নিদর্শন... যেটির নাম আত্মবিশ্বাস!

তিনি কপর্দক শুন্য অবস্থায় এই পর্যটন শুরু করে ছিলেন, পাথেয় এসেছিলো আর তিনি বেঁচেও ছিলেন কিভাবে?

এরই ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে.. তাঁর আমাদের জন্য রেখে যাওয়া মহান শিক্ষা।

[13:36, 6/12/2024] Bon: সুন্দর ব্যাখ্যার জুড়ি নেই ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আপনার লেখা আসলে একটি প্রায় হারিয়ে যাওয়া চিত্র কে সজীব করে রাখছে... এটি এক ইতিহাসের স্বাক্ষর।

হ্যাঁ, এটা ঠিক ওই বাড়িগুলো ছিল, ছিল জমিদারি বা ICS বা অন্যান্য হাই তৎকালীন পেশা থেকে উপার্জিত অর্থের রমরমা, কিন্তু ওই ধরণের অনেক বাড়ি থেকেই ভারতে প্রথম ও বিশ্বে ও প্রথম, অনেক কাজের মানুষজনকে আমরা পেয়েছি।

ওখানেও জমিদারি ছেড়ে হঠাৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে, একেবারে করাচিথেকে চিঠি... আমি আর্মি তে জয়েন করেছি।

বাড়িতে খাওয়া পরার কোনও অভাব ছিল না, কিন্তু যেটা বিপ্লব এনেছিল ওই ব্যাক্তির মনে.. সেটা ওই জমিদারির রাস্তায় না গিয়ে অন্যকিছু করা.. আজকের প্রগতির পিছনে অনেক 'এঁরা 'আছেন।

অনেককিছু মিলিয়ে পাচ্ছি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: অপূর্ব উপস্থাপনা, কি জন্য আমরা স্নায়ু বিজ্ঞান শিখব । না জানলে আমাদের কি ক্ষতি ? চলুক এগিয়ে এই নবতম বিজ্ঞান ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

সুনিপুণ প্রয়াস..২

হ্যাঁ, আত্ম, অর্থাৎ, নিজের উপর বিশ্বাস, সত্যই কীভাবে স্থাপন করা যায়, তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ।

আরও অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আত্মবিশ্বাসের পড়াকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এই রচনা যেহেতু মহেন্দ্রনাথ কে নিয়ে, তাই কেন্দ্রে অবশ্যই থাকবেন তিনি।

এই বিশ্বাস অর্জন করার প্রেরণা, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাপ্ত হবার উপাদান কি ভাবে.. সংগৃহীত, সংগঠিত এবং স্থিত হয়.. এই নিয়ে আমরা একটু ভাবার চেষ্টা করি।

প্রথমত, ভারতীয় জন্মান্তরবাদের যে অতি প্রাচীন প্রমাণিত তত্ব, তা এই বিষয়ের বিশ্লেসন এ দৃঢ়তার সহিত পুনঃ প্রমাণিত হয়।

একদিনে বা এক জন্মে মহেন্দ্রনাথ তৈরী হয় না, এটি নিশ্চিত।

বহু অভ্যাস ও কৃচ্ছ সাধনের ফল... এমন এক মহান জীবন প্রাপ্তি।

যেটি শিক্ষণীয়, প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যই অনুসরণীয়।

এক্ষেত্রে তাহলে প্রথমত তাঁর নিজ জীবনের নিদর্শনকেই আমাদের আত্মবিশ্বাস লাভের সূচনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

এই শিক্ষার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে একটি মহাবাণী!

যেটি হল, আদর্শহীন হলে আত্মবিশ্বাস যথার্থ রূপে বিকশিত হয় না, আবার এই আদর্শ নিয়ে ভাবলেই... ওটির ভিতর থেকে দেখুন, অন্যজন, অন্য কিছু –এইসব ভাব এসে পড়তে বাধ্য।

তার মানে অগোচরে এটি, নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষাদান করে চলে!

এবার ওই দুটির সংযোগে যে প্রয়াস সাধিত হয়, তাই আমাদের আত্মনির্ভরতা, যা পক্ষান্তরে আত্ম বিশ্বাস এর নামান্তর.. সেটিকে বাড়িয়ে নিয়ে চলে।

ধীরে ধীরে ওদিকে অভিজ্ঞতার রকমারি সম্পদে আমরা পূর্ণ হয়ে চলি।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আবার ব্যবহারযোগ্য।

অতএব ব্যবহার ও নিত্য নূতন নুতন অভিজ্ঞতা লাভের চর্চায়, আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকি ক্রমশ!

ভাবার এরকম কোনো অবকাশ নেই, যে যত সহজে এই ক্রমগুলি বর্ণিত হচ্ছে, তা খুব স্বচ্ছন্দে লাভ করা সম্ভব হচ্ছে...

মোটেও না।

বহু ঝড় ঝঞ্জা, আঘাত সয়ে সয়ে, তবেই পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে ও আমরা এই আঘাতের ফলেই শক্তিলাভে সমর্থ হচ্ছি।

এই আঘাত আসছে আমাদের মহেন্দ্র তত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্তরের স্নায়ু বা স্নায়ুসমষ্টির উপর, ফলত অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় শক্তি প্রবাহিত হতে শুরু হয় আর আমরা সত্যই শক্তিমান হয়ে উঠি।

চেতনার বিকাশ ও বৃদ্ধিও অনুরূপভাবে সমান্তরাল পন্থায় হয়ে থাকে.. বিভিন্ন ভাবের তথা স্নায়ুর উন্মোচনের মিলন মন্ত্রে।

এইভাবে আদর্শনিষ্ঠ যে কোন ব্যাক্তি এই অভিষ্ঠ লাভে কৃতকৃতার্থ স্বচ্ছন্দে হতে পারেন।

এবার অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন... ওই আদর্শের স্থানে যদি আমরা ছল, চাতুরী বিশিষ্ট কোন লক্ষ্য পূরণের দিকে অগ্রসর হই, সেটিকে কি যথার্থ আদর্শ বলে গ্রহণ করা সম্ভব?

এটির উত্তর –যুগোপৎ হ্যাঁ এবং না, কারণ আমরা যেকোনো বিষয় নিয়ে যত বেশী করে ভাববো, তাতে কিছু না কিছু পরিমাণ চেতনার বিকাশ অবশ্যম্ভাবি, কিন্তু ওই চেতনালব্ধ মানুষ নামক যন্ত্র টির

এর ফলে মোহে, অর্থাৎ নিম্নগামীতার দিকে চলে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, আর এর ফলে অর্জিত শক্তি অযথা ব্যায় হতে থাকবে বারংবার।

এটিকেও নিয়ন্ত্রিত করে যথার্থ শুভ লক্ষ্যের পথে, আমরা কি উপায়ে চলবো... এটিও যথার্থ শিক্ষালাভের অঙ্গীভূত বিষয়।

এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও অবশ্যই আমরা তাই আলোচনায় স্থান দেবো।

তাহলে পরবর্তী অংশে এবার আমরা মনোনিবেশ করি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: এবার তাহলে দেখা যাক, ওই দুই ধরণের স্পন্দন এর স্বরূপ কি এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণই বা কি উপায়ে করা সম্ভব।

আবার দেখুন, মহেন্দ্রনাথ স্ব মহিমায়, এক্ষেত্রেও কি আসামান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ।

তাঁর সব অসাধারণ তত্ত্বের ভান্ডার থেকে, এবার তিনি বার করে আনছেন ওনার আরও একটি তত্ত্ব, যেটির নামকরণও উনিই করেছেন।

এটি হল, তাঁর বাইফারকেশন অফ মাইন্ড তত্ত্ব টি।

তত্ত্বটির নামকরণ থেকেই স্পষ্ট, যে এক্ষেত্রে কোনও দ্বিধাবিভক্তিকরণ এর কথা বলা হচ্ছে।

কীসের ওই বিভাগ?

মনের কেবলমাত্র।

মন কে, কি আবার ভাগ করা যায় নাকী?

হ্যাঁ, যায়, তবে একটু অন্যভাবে।

আমরা যখন কোনও বিষয়ে চিন্তা করি, তখন সেই বিষয়টাই প্রাধান্য যে পায়, এটা সবাই জানি, আর সেই সময়ে অন্য কোন চিন্তা এলে, অনেক সময় হয়ত আমরা বিরক্ত বোধ করি অথবা আমরা নিজেরাই অজান্তেই একরকম অন্য অন্য চিন্তার ভিতরে চলে যাই।

মহেন্দ্রনাথ এই আমাদের চিন্তাপ্রণালীর উপর কিছু বক্তব্য রেখেছেন ও কিছু নির্দেশও দিয়েছেন।

তিনি এলোমেলো বা অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাগুলির উপর আমাদের আধিপত্য বিস্তার করার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে।

তিনি প্রথমত বলছেন যে, চিন্তা এমনভাবেই করা উচিত, যাতে সেইকালে মনে অন্য কোনও চিন্তা স্থান কিছুতেই না পায় আর যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে... সেই বিষয়ের সঙ্গে একিভূত হয়ে যেতে হবে।

এতে দুদিক থেকেই আমাদের লাভ-এর ফলে যেমন আমরা, আমাদের চিন্তার বিষয়টি সম্মন্ধে পূর্ণভাবে জানতে পারবো, ঠিক সেইরকম যদি কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা হয়, সেটির যথার্থ সমাধান খুব সহজেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হবে।

শুধু যেটির প্রয়োজন হবে, সেটি হল কিছু এই নিয়ে অভ্যাসের।

এই অভ্যাস অজান্তেই আমাদের ধ্যান এর ভূমিতে উন্নীত করাবে।

এবার আবার মূল কথায় ফিরে যাই –সেই দ্বিধাবিভক্তিকরণ।

যখনই কোনও চিন্তা হয় তখনই স্পন্দন এর উৎপত্তি হবেই হবে।

উল্টো দিক থেকে স্পন্দন রয়েছে মানেই –চিন্তাও রয়েছে নিঃসন্দেহে!

আপনারা হয়ত বলতেই পারেন যে হঠাৎ ভূমিকম্প হল বা এয়ারক্র্যাফট টি আকাশে ওঠার আগে বেশ একটু ঝাঁকুনি দিলো... এসবের ভিতরে চিন্তার স্থান কোথায়, সর্বোপরি ওগুলো তো সব স্থূল ব্যাপার, মানে মন টোন থাকলে, তবেই না চিন্তা আসার প্রশ্ন।

এগুলোর সব মিলিয়ে, একটাই উত্তর... চিন্তা নেই, এমন কোনও অনুভব আপনি করতে একেবারেই সক্ষম নন।

অনুভব অর্থে –একটি বা সংমিশ্রিত চিন্তার অনুভব কেই বোঝায়!

মহেন্দ্রনাথ এর সিমিলার ভাইব্রেশন ক্যাচেশ সিমিলার ভাইব্রেশন –এই তত্বটিই এটির প্রমাণ।

আপনার চিন্তার স্পন্দন, ওই ভূমিকম্প বা উড়ানের স্পন্দন এর সঙ্গে, এক হয়েছে বলেই, আপনি ওই ক্রিয়া টি অনুভব করতে পেরেছেন।

তাহলে আপনার যদি মনে ওই চিন্তার স্পন্দন জাগরিত হয়, সেক্ষেত্রে ওই তথাকথিত ঘটনা ও বস্তুর ভিতরেও, একই স্পন্দন উপস্থিত, এটি স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে।

চিন্তা আর চিন্তার গভীরতার ভিতরে পার্থক্য কি?

শুধুমাত্র স্পন্দন মাত্রার।

প্রথমটি যদি কম স্পন্দন মাত্রার হয়, দ্বিতীয়টি অধিক মাত্রার.. এটি নিশ্চিত।

পর্যবেক্ষণে এই সিদ্ধান্তে অনায়াসে উপস্থিত হচ্ছি যে আমাদেরই ভিতরে এমন প্রযুক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে নানান স্পন্দন মাত্রা তৈরী করা সম্ভব।

স্পন্দন এর মাত্রা যত বেশী হবে, তার আবেশের পরিধিও ততই বেশী হবে।

মহেন্দ্রনাথ তাই অন্যত্র আবার বলেছেন..

গ্রসার ইজ দা ভাইব্রেশন, শরটার ইজ দা রেঞ্জ –ফাইনার ইজ দা ভাইব্রেশন, লঙ্গার ইজ দা রেঞ্জ।

তার মানে সোজা কথায় –একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল স্পন্দন ও অন্য টি সূক্ষ্ম!

অভ্যাস এর মাধ্যমে, ওই দুই স্পন্দন এর ওপর আমাদের তিনি নিয়ন্ত্রণ আনতে বলেছেন।

কেন বলেছেন?

কারণ জীবন সংগ্রামের জন্য নিত্যদিন, এই স্থূল শরীর থাকা অবস্থায়, আমাদের স্থূল স্পন্দন জনিত চিন্তা বা ওই স্পন্দন এর উপস্থিতি থাকবেই, আর আমাদের চরম লক্ষ্যতে পৌঁছোবার জন্য অতি অবশ্যই সূক্ষ্ম স্পন্দন কে অবলম্বন করতেই হবে।

সেইজন্য নিত্যদিনের কাজের ভিতরেই উচ্চ পথে নিজেদের চালিত করার প্রচেষ্টাটিই.. মহেন্দ্রনাথের বাইফারকেশন অফ মাইন্ড নামক অসাধারণ তত্বটি!

মনের লয় হলে আর ওই অবস্থায় স্পন্দনও থাকে না।

এই পর্যায়ের আলোচনা পরে করার ইচ্ছা রইলো।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আলোচনাটি খুব স্পষ্ট ভাবে হয়েছে । জটিল বিষয় সহজে বুঝে ওঠার সহায়ক ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: এটা সমালোচনা নয় , অ্যাপ্রিসিয়েশন । এমন ভাষ্য নতুন যারা পড়বে তাদের ঔৎসুক্য বাড়াবে ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আর আমি মোটেও মহেন্দ্র রচনাবলী বিশেষজ্ঞ নই । ঐ মহামানবের সব বইও আমার পড়া হয় নি আজও

[13:36, 6/12/2024] Bon: সব ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, এগিয়ে যাও, সঞ্জয় । এটাই তো দরকার ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: কল্পনা –সম্ভাবনা –কণা.

তিনটেই একদিক থেকে একেবারে এক!

সেকি?

কল্পনা করেন না এমন মানুষ নেই। আপাতত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি আলোচনা।

খাবার সমস্যা, মানে খাবারের একান্তই প্রয়োজন, খেতে হবেই –তার মানে খাবার বলে যে কিছু আছে আর কোনটা খাদ্য আর কোনটা অ খাদ্য, এই ব্যাপারের টনটনে জ্ঞানও রয়েছে। এটিও তাই কল্পনায়, ওই খাবার পেলে এখন খুব ভালো হয়... কল্পনার অন্তর্গত।

হ্যাঁ, এইটা করলে বা বললে মনে হয়, খাবার মিলতে পারে... তার মানে ওই কল্পনা রূপান্তরিত হয়ে গেল সম্ভাবনা তে।

কি দিয়ে আমাদের শরীর আর মন তৈরি হল?

ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কণার মাধ্যমে।

ওই কণার মালা যদি ছিঁড়ে ফেলা যায়, তা হলে কি ঘটতে পারে,সহজেই অনুমেয়।

তার মানে, ওই কণা দের, মালা হবার সাধ হয়েছিল।

কীসের মাধ্যমে হয়েছিল?

কল্পনা!

মালাতে পরিণত হবার সম্ভাবনা তাই প্রত্যেকটি কণার মধ্যেই ছিল.. তাই তো?

এই যে পরিদৃশ্বমান জগৎ.. এটি সৃষ্টির পিছনেও একই মায়ার খেলা চলেছে।

কণা দিয়ে দিয়ে জগৎ গঠিত আর সেই জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল,অর্থাৎ, সম্ভাবনায় মুখর!

কল্পনার হরেক রং হরেক রকম ভাবে সেটিকে এক আকর্ষণীয় সম্ভাবনাময় কেন্দ্র করে তুলছে।

ওই কেন্দ্রটিই... আপনার, আমার চেতনা!

তাই, কল্পনা =সম্ভাবনা =কণা

[13:36, 6/12/2024] Bon: সামনে বিশ্বকর্মা পূজা, তাই ঘুড়ি আর ল্যাঠাই!

এমন কারিগর যে কিনা নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিলেন!

ওনাকেই বা দোষী বলি কি করে, শিক্ষা তো সেই মায়ের কাছে..

শ্যামা মা কি এক কল করেছে... আবার শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি।

এই ঘুড়ি আর ল্যাঠাই এর ভিতরেই আসল প্রযুক্তি!

জীবনের প্রথম থেকে মধ্য বয়স পর্যন্ত সাধারণভাবে আমরা নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য প্রবল ছুটোছুটি করি, এখানে ওখানে কাজে, অকাজে দৌড়োই।

তখন আমাদের বাস এক বিশাল পরিধিতে আর দৌড়োচ্ছি ধরতে আকাশে জ্বলা তারাদের মতন বিভিন্ন লক্ষ বস্তুকে।

দেখা, শোনা, বোঝা চলতে থেকে আর এদিকে মনে অন্য কিছু পাবার সাধ ও ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে থাকে, যা পাবার বা লাভ করার জন্য হয়ত অতো ছুটোছুটির প্রয়োজন নেই।

এরও পরে মনে হয়... ওই ওখানে গেলে বোধ হয় ভালো লাগবে, ওই যে -'ওখানে'শব্দটি বললাম, ততক্ষণে ওটি ভোল বদল করে বসে আছে।

এই উত্তেজনার সৃষ্টি করলো কতনা জায়গায় যাবার, ঘোরার ও দেখার জন্য-কিন্তু একটু পরেই সব উদ্যোমে জল ঢেলে দিয়ে বললো... কি আর নতুন দেখবে?

আসলে কি হল জানেন... আগে ছিলেন পরিধিতে আর এখন হয়ে উঠছেন -কেন্দ্র!

ওই সব দৃশ্ব, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির তুফান... আপনার আকর্ষণে, আপনার দিকেই ধেয়ে আসছে শুধু, যেন ঘূর্ণি ঝড় আসার পূর্বাভাস... এতো কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের কথায়, "তোমরা আমাকে এতো হীন ভাবো কেন? বইগুলো কি আমার কাছে আসতে পারেনা..."

[13:36, 6/12/2024] Bon: বিপরীত ধ্যানে সব জমা গল্প র ডাক

[13:36, 6/12/2024] Bon: ফলিত স্নায়ু বিজ্ঞান (বিপরীত ধ্যান)..

যদিও ধ্যান শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তবুও মনে করিয়ে দিচ্ছি প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা বেশ কিছুটা উচ্চাঙ্গের। তবুও এই বিপরীত ধ্যান অতি অবশ্যই, ওই অবস্থায় আমাদের উন্নীত হওয়ার সহায়ক।

এই ব্যাপারটি,একটু অন্যভাবেও ব্যাখ্যাত হতে পারে... আমরা বিপরীত চিন্তন, কথাটি ব্যবহার করতে পারি, অন্তত, এই অভ্যাসটি শুরু করার পর্যায়, আর পরে যখন স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ধ্যানের অবস্থা লাভ হবে, ওটিই স্বচ্ছন্দে হয়ে যাবে.. বিপরীত ধ্যান।

এবার এই বিপরীত চিন্তন প্রণালীর একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বুঝবো যে, প্রতিটি চিন্তাই আমাদের সংকোচন ও প্রসারণের ফল মাত্র!

কীসের সংকোচন আর প্রসারণ?

শুধুমাত্র ভাবের।

কিছু একটা করবো, এটা প্রথমে ধরুন ভাবলাম... এতে যতোটা শক্তি ব্যায় হল, এর তুলনায় যদি ওই ভাবনাটিকে বাস্তবে রূপ দিতে হয়, তাহলে কি অনেক বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে না?

অবশ্যই হবে, তাই তো?

কিন্তু মূল ভাব, একই থাকছে।

তাহলে ওই বেশী শক্তির প্রবেশ কীভাবে করানো সম্ভব হল ভাবটির ভিতরে?

ওই একই তত্ত্বের প্রয়োগেই কেবলমাত্র.. সংকোচন ও প্রসারণ।

দুনিয়ায় এমন কোনও দৃষ্টিমান এমনকি অদৃশ্য বস্তু গঠন কোনোমতেই সম্ভব নয়, এই তত্ত্বটির বিনা উপস্থিতিতে।

চিন্তা একটু একটু করে যখন এগোচ্ছে... ভালো করে লক্ষ করুন তো, আপনিও কি বারংবার খুব সামান্য করে হলেও, পিছিয়ে কি আসছেন না?

একটু করে পিছোচ্ছেন আর কিছুটা করে এগোচ্ছেন, এই ভাবে চিন্তাটিকে আপনার পছন্দসই রূপদান করছেন।

এই যে বারবার, এগোনো-পিছনোর ক্রিয়াতে আসলে কি ঘটলো?

কণারা সংঘবদ্ধ হয়ে আপনার চিন্তনরেখা অনুসারে একটি স্নায়ু তৈরী করলো আর ওই স্নায়ুর ভিতরে জমে রইলো 'শক্তি'!

কীসের সাহায্যে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হল?

সেটিও শক্তিরই সাহায্যে।

ওই ভাবটি যে মুহূর্তে বিকাশ প্রাপ্ত হল, অর্থাৎ পূর্ণতা পেল... আমরা বললাম, কার্য সম্পাদিত হল বা উদ্দেশ্য সফল হল।

ওই কাজটির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলে আমাদের হয়ত অন্য কোনও ভাবের প্রয়োজন হওয়াতে, পূর্বের ভাবটির সামগ্রিক গুরুত্ব হ্রাস পেল.. আমরা ওই ভাবটির কথা, আপাত বিস্মরিত হলাম... ওই ভাবের কি মৃত্যু হল, না ওটি 'স্মৃতি'নামক ভাণ্ডারে সঞ্চিত রইলো?

[13:36, 6/12/2024] Bon: স্মৃতি... আদপে কি?

সুপ্ত-স্নায়ু ভান্ডার।

ওখানে আর কি আছে?

অসীম শক্তি সঞ্চিত রয়েছে।

বিপরীত চিন্তন বা ধ্যান এর প্রয়োজনীয়তা কেন?

কেবলমাত্র শক্তি আহরণ মুখ্যত ও গৌণ ভাবে... বিশেষ বিশেষ ভাব আস্বাদনের জন্য।

তাথাকথিত শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এবং অন্যান্য বহু ভাবের বিশেষতঃ কোথায়?

কেবলমাত্র স্মৃতি রোমন্থন ও বিকাশ প্রদর্শনে।

স্মৃতির সঙ্গে কি তাহলে সংস্কার এরও কি কোনও সম্পর্ক আছে?

অতি অবশ্যই রয়েছে।

যে ব্যাক্তির সুপ্ত কিছু স্নায়ু উন্মুক্ত -একটি বিশেষভাব কেন্দ্রিক... সেটিই তার সংস্কার।

এই সংস্কার বা ভাবের জাগরণের অপর নামই কি... বিপরীত চিন্তন বা বিপরীত ধ্যান?

ঠিক তাই।

[13:36, 6/12/2024] Bon: 👍 ❤️ 🍀 ❤️

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

স্থিতিশীল অবস্থায়..

যখন তিনি যথার্থ প্রাজ্ঞ অবস্থাটি লাভ করেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে জগৎ কে কিছু দেবার উত্তেজনা থাকলেও, সেই উত্তেজনা কিন্তু কোনও বিশেষ ভাবের প্রভাবে ঠিক নয়, অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত নয়।

ফলত বলাই যায়, এটি তাঁর এক অসীম স্থিতিশীল অবস্থায়-নিজেরই রূপান্তর যেন অনেকটা একটি বিস্তীর্ণ ভূমি থেকে হরেকরকম ফুলের গাছ বেরিয়েছে আর অসংখ্য নানান রঙের ফুল তাতে শোভা পাচ্ছে!

গাছগুলি হাওয়ায় হেলছে -দুলছে... কিন্তু ওই মাটি বা ভূমি কি তাই করছে?

অনেক সময় গাছে গাছে ঢেকে গিয়ে, মাটিই আর দেখা যাচ্ছেনা, এই অবস্থাও তো হয়... মহেন্দ্রনাথের এই স্থিতিশীল অবস্থা অনেকটা তাই, এই মাটির সঙ্গে তুলনীয়।

আর ওই মহেন্দ্র-মাটি থেকেই বেরিয়েছে নানান জাতের ভাব-ফুলের গাছ.. রঙে রঙ্গে ভরে গেছে প্রান্তর!

এই অবস্থা আমাদের সবার হয় না কেন?

আমরা যতক্ষণ আমাদের ভিতরে সংস্থাপিত প্রযুক্তির ক্রিয়াটি না বুঝতে সক্ষম হব... ততক্ষন পর্যন্ত আমরা এই রহস্য কিছুতেই ভেদ করতে বা ওই বর্ণিত অবস্থাটি প্রাপ্ত হতে পারব না কিছুতেই।

আধ্যাত্মিকতা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার.. ওই অসাধারণ প্রযুক্তিটি জানা।

যিনি এই যে জ্ঞানটি সম্মকভাবে লাভ করছেন, তিঁনিই যথার্থ আধ্যাত্মিক গুণাগুণ সম্পন্ন এক ব্যাক্তি।

তিনিই প্রকৃতভাবে তাঁর মনটিকে জয় করেছেন তো বটেই, উপরন্তু পূর্ণ মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করতেও সফল হয়েছেন।

তথাকথিত বাহিরের আন্দোলনে, তিনি আর বিন্দুমাত্রও বিচলিত বোধ করেন না।

মনীষী মহেন্দ্রনাথ পুস্তক গুলি রচনার পূর্বে অর্থাৎ ওই বাগানের ফুল গাছগুলির মতন বেড়ে ওঠার আগে, মনের মাটিকে উর্বরিত করে নিয়েছিলেন তাঁর প্রভুত শ্রম ও সাধনায়... যেটির প্রথাগত নামই হল তপস্যা। আর তাঁর এই আধুনিক তপস্যার পদ্ধতি ছিল কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন কে ঘিরে!

তিনি এই তপস্যায় সিদ্ধ হবার পরে, অর্থাৎ, সঠিক উত্তর মেলার পরবর্তী পর্যায়ে... ওই সুদুর্লভ স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যেটিকে শাস্ত্র ব্রহ্ম তে স্থিতিলাভ বলে নির্দেশ করেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: চমৎকার ব্যাখ্যা । স্পন্দনবাদের সঙ্গে রিলেটেড মহেন্দ্রনাথের দু একটা বই এর উল্লেখ থাকলে নতুনদের পক্ষে আরো গ্রহনীয় হবে ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবু,

সেকালীন সমাজচিত্রের এক অংশ আপনার হাত দিয়ে ফুটে উঠছে।

এগুলিও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু লোকে তো বলবে... কৈ ওই যে অজস্র প্রজা ওদের চিত্র রূপ কোথায়?

এই দুটো রূপের ভেতর থেকেই,একদিন বেরিয়ে এসেছিলো... চেতনা, যেটা পরবর্তীতে সমাজচেতনা আর স্বামীজীতে এসে বিশ্ব চেতনা।

অতি উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে একটু নেমে আসলে, যে স্তরের দেখা মেলে... অনেক বিপ্লবীর পূর্ব পরিচয় সেটাই।

এই বিপ্লবের ব্যাখ্যা পুরো অন্যরকম!

এর ভেতর যা কিছুই আমাদের ওপর রাজত্ব করতো, বিদেশী এবং দেশী পন্থা অনৈতিকভাবে, সেটির উচ্ছেদের জন্য যা যা প্রয়োজনীয় তা করা।

আপাতত একটুকু লিখেই প্রণাম নিবেদন করলাম।

[13:36, 6/12/2024] Bon: পূজনীয় নির্মল দা,

আপনি প্রথম থেকেই এই দর্শন সমগ্র লেখানোর পথিকৃৎ, তাই আপনার উপদেশ ও নির্দেশ পালনের চেষ্টা নিশ্চই করবো।

প্রণাম গ্রহণ করবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বহুধর্মের বহু প্রতিনিধি এসেছিলেন । সে যুগে কিছু সংবাদ পত্র ছাড়া আর কোন প্রচার মাধ্যম ছিল না । বেতার তরঙ্গ আবিস্কৃত হলেও রেডিও সম্ভবত প্রচলিত হয় নি । এতৎ সত্ত্বেও ঐ বক্তৃতার অব্যবহিত পরে একমাত্র স্বামীজীর নাম আমেরকার প্রায় সব নগরে ছড়িয়ে পড়েছিল ।

👍

[13:36, 6/12/2024] Bon: খুব সুন্দর আলোচনা

[13:36, 6/12/2024] Bon: এটা এবং এর পরের পোষ্ট গুলোও অতি চমৎকার বিশ্লেষণ ।

এই সঙ্গে একটা অনুরোধ করলে অযৌক্তিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না । এক সঙ্গে এত লেখা পোষ্ট না করার । এ গুলো এত গভীর , এত চমৎকার বিশ্লেষণাত্বক যে বুঝে দেখার এবং অনুভবে নেবার সময় দরকার

[13:36, 6/12/2024] Bon: আমিও একটা বিষয়ে একমত যে গভীর বিষয় এতগুলো একসঙ্গে পাচ্ছি , সময় দিয়ে ধীরে ধীরে মাথায় নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আপনাদের মতন শ্রদ্ধেয় গুরজনদের কি উত্তর দেবো, মানে একটা সমাধান সূত্র কি করা যায় এখনো বুঝতে ঠিক পারছি না।

আসলে অনেকগুলো দর্শন রয়েছে আর বিষয়ও বিস্তৃত, সেটার জন্যই অসুবিধা হচ্ছে।

তবে আনন্দের ব্যাপার এটাই, যে মনে হয় আগামী প্রজন্ম অনেকভাবে এই মহেন্দ্র ভাবধারা কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: স্যারের,মহেন্দ্র নাথ দত্তের লেখার মধ্যে বিশ্লেষণের ব্যাপার টা খুব প্রবলভাবে মনের মধ্যে আলোরন তুলছে, ও জগনাথ বাবুর স্বামী বিবেকানন্দ সন্মধে লেখার মধ্যে ওনার চিন্তার ভাব আমার খুব ভালো লাগলো। ওনাদের আমার প্রনাম জানাই।

[13:36, 6/12/2024] Bon: সুজিত ভাই,

আপনারা যারা কমবয়সী, তারা যে পড়ছেন, এটা খুব ভাল ইঙ্গিত-ভবিষ্যৎ এর জন্য।

ভালো থাকবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: সঞ্জয়বাবু, মহেন্দ্রনাথের লেখা গুলি ধরে আলোচনা করা দরকার। আমাদের মত এখানে জরুরি নয়। মহেন্দ্র বাণী বর্তমানে কতটা প্রাসঙ্গিক তা বলতে হবে

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয়া সোমাদি,

ওনার বাণী তো অজস্র আর তাতো মিশে রয়েছে ওনার রচনার মধ্যেই, তাই ওনার অনুগামীরা তো বলেই গেছেন, এগুলি ব্রহ্মবাণী, সেই অর্থে ওনার সমস্ত রচনাবলী কেই এই মর্যাদা দিতে আমরা বাধ্য।যে যার

নিজের মতন করেই তো তাঁকে, অর্থাৎ, তাঁর বাণীগুলিকে বুঝবেন, ভাববেন আরও আর সর্বোপরি উপলব্ধি ও অনুভব করবেন... আর শেষে প্রকাশ করবেন বলেই সাধারণভাবে জানি।

আর যদি কেউ ওনার তত্ত্বগুলি নিয়ে গবেষণা করে, কিছু বলেন, সেই ক্ষেত্রেও, কি করা উচিত এই প্লাটফর্মে তা, আমার জানা নেই।

আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি যদি এই পর্যায়ের কিছু উদাহরণ সহযোগে লেখা post করেন, তাহলে আমরা সবাই উপকৃত নিশ্চই হব।

আপনি আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: দিদি, সঞ্জয়দা তো মহিমবাবুর লেখাগুলো বর্তমানে কতটা প্রাসঙ্গিক, সেটাই তো উনি ব্যাখ্যা করে লিখে চলেছেন 🙏🙏

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বাবু,

আজকে কি সুকর্মবিরতি চালাচ্ছেন.. আপনার ওই অসাধারণ গজ, ইঞ্চি মেপে, বিপরীত ধ্যানের সাহায্যে তোলা লেখাচিত্র-এখনো পর্যন্ত post করেন নি কেন?

মহেন্দ্রনাথের Principle of Architecture আর কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা বই দুটির, জীবন্ত নিদর্শন তো এই ৮৯ বছরের আপনি!

তখন তো না ছিল এরকম ছবি তোলা আর না রেকর্ডিং.. সবই সেই মনে.. মনে রেখে।

দয়া করে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

প্রণাম গ্রহণ করবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: সঞ্জয় ভাই,

আপনার অনুমান সঠিক । বাড়িতে ব্যস্ততার কারণে লেখার সময় পাচ্ছি না । সুযোগ পেলেই আবার লিখব, ইচ্ছা আছে প্রতি বৎসরের একটি দুটি ঘটনা স্মৃতির থেকে লিখব । ভাল থেক, পাপিয়াকে ভালবাসা জানাচ্ছি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্তজেঠু, আমি (৺গোপাল চক্রবর্তীর ছেলে,) ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্ভবত এই গ্রুপের সকল সদস্যরা আপনার ও সঞ্জয়দার লেখাগুলো থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছি এবং কোনমতেই এই সুযোগ হারাতে চাই না । কিন্তু আজ সকালে আপনার কোন পোষ্ট না দেখে ভেবেছিলাম যে হয়ত আপনার শরীর ভালো নেই। কিন্তু আজ, সন্ধ্যায় আপনার পোষ্ট দেখে খুবই ভালো লাগলো। আশা করি, আগামী দিনে আপনার বহুমূল্য অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। আপনি, সঞ্জয়দা, শ্রদ্ধেয় সোমাদি এবং গ্রুপের অন্যান্য সকল সদস্যরা আমার প্রণাম নেবেন 🙏🙏

[13:36, 6/12/2024] Bon: ভাল থেক, মহেন্দ্রনাথের কৃপায় এগিয়ে যাও , চৈতন্য হোক ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: আপনাকে কি আর বলি বলুন তো.. দীর্ঘদিন আপনাদের যা ভালোবাসা পেয়েছি ও এখনও পাচ্ছি, এর কোন রিটার্ন দিতে আমি অক্ষম।

আপনারা ভাল থাকবেন ও সম্ভব হলে কিছু কিছু post ও করবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: ২) এবং ৩) pointএ আলোচ্য স্পন্দন ও শক্তির আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে মহেন্দ্র গ্রন্থ সহযোগে আলোচনা group সদস্যদের কাছে বিশেষ শিক্ষনীয়

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় সঞ্জয়বাবু বই ধরে ধরে ব্যাখ্যা করা যে সম্ভব নয় তা আমরা জানি। বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি বইএর নাম তো আপনি উল্লেখ করেছেন আর আপনার ব্যাখ্যা পড়েই তো ঐ বইগুলিকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করছি।

আপনার শেষোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যে দুটি points উল্লেখ করেছি সেগুলোর প্রায়োগিক দিক রয়েছে যা সবাইকেই উপকৃত করবে বলে মনে হয়। আপনিও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত পোষণ করবেন।

আপনার লেখার মধ্যে থেকেই তো মহেন্দ্র দর্শনের গভীরে আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।

আপনার সহজ ভাষায় এই গভীর ভাব দর্শন প্রকাশ আমাদের কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণ।

নমস্কার নেবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় জগন্নাথ বাবু,

এতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই, কিছুটা সুবিধা আছে এইমাত্র।

আসলে প্রফেশনসল কারণেই এই ভাইব্রেশন এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় অনেকদিন ধরে... মহেন্দ্র দর্শনের মূল স্তম্ভগুলো চিহ্নিত করতে এবং স্বরূপ জানতে কিছুটা অ্যাডভান্টেজ নিশ্চই পেয়েছি, আর বর্তমান যুগটা এই discipline এর ওপরই বিশেষভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এবার এই পর্যবেক্ষণ অন্যান্য মানুষজনের কিভাবে সাহায্যে আসতে পারে, এটা নিয়ে চিন্তা করায়, কিছু সহজ পথ বেরিয়েই পড়ে... সেগুলোকেই একটু সাজিয়ে গুজিয়ে লেখার চেষ্টা আর post করা।

তবে যে যেমন ভাবেই অগ্রসর হন না কেন, এটার ফল পেতে তত্ব কিছুটা জেনে নিতেই হবে আর তার পর চিন্তা এবং কিছু অন্যান্য প্রাকটিস লাগবেই নিয়মিত।

কিছুটা এগোলেই ভেতর থেকেই সব খবর আসবে.. আর মহেন্দ্রনাথের কোন বইগুলো পড়া যে যার ভাব অনুসারে, সেটাও সহজ হয়ে যাবে।

সোজা একটাই কথা, যেটা হল... ক্রমশ জটিল জীবনযাত্রার ভেতর দিয়েই সহজ ভাবে চলার পথে এগোনো... তবে জোর করে নয়।

আপনি ও সবাই নমস্কার গ্রহণ করবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র-মস্তিস্ক-গ্রন্থাগার

একেবারে সত্যি কথা যে, ওনার মাথার, এক এক ইঞ্চিতে-এক একটা লাইব্রেরি আছে।

এর স্বাক্ষ বহন করছে, ওনার রচিত বইগুলি।

এক একটা বই এর কনটেন্ট -এক একটা বিরাট লাইব্রেরির সমান।

এটা একটু কাজ করতে গেলেই বোঝা যায়।

সামান্য দু চারটে এক একটা বই থেকে নিয়ে, সেগুলো কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখছি, এক বিশাল কান্ড, উনি করে রেখেছেন।

কত যে ভাবনা ও প্রয়োগ এর উপাদান ওই কয়েকটা লাইনের ভেতর রয়েছে, যার কুল কিনারা পাওয়া কঠিন।

তাহলে ভাবুন একবার, এক একটা ওনার বই কি... এক একটা বড় লাইব্রেরি নয়?

এই লাইব্রেরিগুলি ছিল ওনার মস্তিষ্কে, আর এখন রয়েছে এক একটা বইয়ের রূপ ধরে শুধুমাত্র!

ওই একটু একটু করে, তাঁকে দেখতে পেলেই স্তম্ভিত হয়ে যেতে হচ্ছে।

তাঁকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাবো... কিভাবে?

এতেই তো আই ঢাই অবস্থা।

তাই কোথাও না কোথাও গিয়ে থামতেই হচ্ছে।

যতটুকু দেখা দিচ্ছেন, সেটুকুই আবার তাঁরই আশীর্বাদে কিছু কিছু করে এগিয়ে অনেকের দর্শনের একটু সুযোগ করে দিচ্ছে।

মহেন্দ্র দর্শন, তাই এখন মনে হচ্ছে... তাঁকে দর্শন করার নানান পথ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: প্রকৃত শিক্ষককে চোখের সামনে দেখতে পারছি । কিছুই অসম্ভব নয় কারো কারো কাছে । ভবিষ্যৎ তাই এঁদের কাছে ঋণী হয়ে থাকে ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় নির্মল দা,

এতবড় কমপ্লিমেন্ট পাবার অধিকারী আমরা নই, শুধু শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজী, মহেন্দ্রনাথের প্রবাহিত ভাব সমূহের ট্যাপ ওয়াটার ডিভাইস এর মতন আমরা।

ওনাদের এক একটি বাক্যর মধ্যে, একটা করে আস্ত ভুবন লুকিয়ে রয়েছে।

কিছুই প্রায় বলা যায় না।

আমরা সকলে মিলে, এই মহান ভাবধারার সামান্য অংশও যদি যুগোপযুগি করে একটু সাজিয়ে রাখতে পারি, তাহলেই একমাত্র হয়ত কিছু ঋণ শোধ করতে পারব।

আপনারা সকলে প্রণাম গ্রহণে ধন্য করবেন এবং আশীর্বাদ করবেন, এই কামনা জানাই।

[13:36, 6/12/2024] Bon: একদমই সঠিক মন্তব্য 🙏🙏 এবং আমার মনে হয় যে এটাও ঠিক যে এই গ্রুপে আপনি ও প্রশান্ত কাকুর মতো অভিবাবকদের guidance পেয়ে সঞ্জয়দাও অনুপ্রাণিত হয়ে অসাধারণ লেখা লিখে চলেছেন এবং আমাদের জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। আপনারা সকলে আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন 🙏🙏

[13:36, 6/12/2024] Bon: শিবু ভাই,

আপনি একেবারে ঠিক কথা বলেছেন।

সত্যি বলতে কি পূজনীয় নির্মলদার বৈপ্লবিক জীবন দর্শন সম্মন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না,এবার উনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনাগুলির বিশ্লেসন করছিলেন, তা আমি একটু হলেও বুঝতে পারি।তারপর এই দর্শন পর্যায়ের লেখগুলোর ব্যাপারে, উনি বেশ কিছু মূল্যবান মতামত দিতে থাকেন এবং শেষে কাজটার একটা রূপরেখা তৈরী করা হয়।

তাই এই বিশেষক্ষেত্রে ওনার গাইডেন্স সত্যিই এখনো পর্যন্ত আমাকে বহুভাবে সাহায্য করে আসছে।

আর পূজনীয় প্রশান্ত বাবুর কথা কি আর বলবো, উনি তো সবসময় উৎসাহ-স্বরূপ হয়ে বসেই রয়েছেন, আমরা সবাই সেটা জানিও।

এছাড়া শ্রদ্ধেয় রঘুদা জগন্নাথ বাবুর মাধ্যমে, ওই অবস্থায় বহু প্রেরণা যোগালেন গতকাল।

আর আপনারা সবাই -লেখাগুলো যে পড়ছেন, এটাই আমাকে একরকম লিখতে শক্তি যোগাচ্ছে।

যাইহোক মহেন্দ্রনাথের কৃপায়, যে এই কাজ আমরা শুরু করতে পেরেছি, সেইজন্য ওনার চরণে প্রণাম জানাই।

আর আমরা সবাই প্রশান্ত বাবু ও নির্মল দার গাইডেন্স যেন সবসময় পাই, এই আশা রাখি।

নমস্কার জানবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: খুব সহজ উদাহরণ সহযোগে সঞ্জয়বাবুর আজকের প্রতিবেদন simply outstanding

[13:36, 6/12/2024] Bon: আমি তো বহু দিন আগেই আমার আশা ব্যক্ত করেছিলাম সঞ্জয় ভাইকে ভবিষ্যত মহেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলে, এই কলমেই ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: অপূর্ব দিব্য -মন-চিত্র... আমাদের মনকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মায়ের কাছে শুনেছিলুম, পেট্রলমাক্স এর কথা, রাত্রিতে সবাই মিলে বসে, বিশাল দীঘিতে বড় বড় ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন।

সে দীঘি ছিল, মুড়ির ধার, যা অতি সরু এক খাল আর তার ভেতর দিয়েই অদ্ভুত সেই লম্বাটে পানশীর মতন নৌকা আমিও দেখেছি।

তার সামনে যতদূর চোখ যায় অপূর্ব গাছ গাছালি তে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠ।

আপনি সেই সব স্মৃতি উখলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রত্যেক ঘরের ভেতর দিয়ে, একটা করে দরজা বসানো, ছোটদের কাছে খুব মজার ছিল।

আর গঙ্গার ওপারে ছিল, ছোটখাট বোটানিক্যাল গার্ডেন এর মতন বাগান, নানান ফলে ভরা, ফুলের গাছ কম, মাঝখানে কটেজ।

পিকনিক করার জন্য সেসব বিখ্যাত ছিল।

এখন প্রায় কিছুই নেই!

[13:36, 6/12/2024] Bon: বহরমপুরের ইতিহাস অসাধারণ আর পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ বলেছিলেন, "ভারতের স্বাধীনতা যা মুর্শিদাবাদ থেকে চলে গিয়েছিলো, তা ওখান থেকেই আবার উদ্ধার হবে "... অন্তর্নিহিত মানে কারুর জানা থাকলে জানাবেন দয়া করে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: এইটাই সহজতম পথ, জপ তপের ফল পাওয়া যায় , তন্ময় হয়ে কাজ করা । 'যত্ করোষি যদষনাষি যরযুহসি দদাসি যত্, যত্ তপসয়ষি কৌনতেয় তত্ কুরুষয মদারপণম।

[13:36, 6/12/2024] Bon: I think this state of mind may be called "The sound of silence."

[13:36, 6/12/2024] Bon: I hope this is almost "Resonance of sound" keeping two waves of sound of same magnitude from different sources creates the same.

[13:36, 6/12/2024] Bon: Respected Amarda,

If we go depth into the syndrome of sound, obviously, we can say that this phenomenon is an act of sound only, by which this Universe is shaped-up.

But, while a person starts to discover, the entire body-mind mechanism, during that period of time, he/she experiences the various behaviour of Waves which in common can not be considered as sound waves.

The generation from within and propagation of such waves, the both are nothing but the resultsnt effect of nervous current only.

Kundolini or the dictum of energy inflow is one of the greatest experiences.

I very much appreciate your thoughtful comment.

Regards.

[13:36, 6/12/2024] Bon: When 2 different sound waves having different frequency creates resonance at a particular distance apart.It signifies that 2 different thoughts can able to create resonances of unified thoughts that can be exploded our system with logical explanations.

[13:36, 6/12/2024] Bon: The fact is this, the Power of will is the supreme in every sense. The different characters as we normally experience আরে nothing but the effects of creation, the which also comes from the Power of will only.

It is like a Water Tank which is always connected with an infinite source of water (input), again the same very water is being used in different ways(output).

Further,the input colour of water consider as transparent and the different output channels of water are all in colour!

Now, compare this example with the power of will and it's uses.

The first one stands as the principle wave and the others are merely secondary where (I) consciousness is able to monitor the all characters.

The same takes place in generation and propagation of waves.

Regards.

[13:36, 6/12/2024] Bon: Further, in terms of Transmission and Reception, obviously, the matching of frequency is required and you can call it as resonance or concording of waves.

This follows the path of simplex communication.

The receptor only absorbs the wave and illuminates accordingly.

[13:36, 6/12/2024] Bon: Mohendrnath says, "Unchallenged Truth is no Truth".

So, Please feel free to send across valuable comments.

Thanking you all.

[13:36, 6/12/2024] Bon: Thanks to both Amarnathda and Sanjaybabu to take part in the above discussion which enriches the group

[13:36, 6/12/2024] Bon: খুঁজে দেখতে শেখা.. ২

যে যার মতন করেই খুঁজে দেখবেন আর এটাই স্বাভাবিক।

পৃথিবীতে এতো বৈচিত্র তো শুধু এইজন্যেই।

শুধু যদি একই রঙের ফুল সর্বত্র ফুটে থাকতো, সেটা কি বেশী সুন্দর দেখাতো –হরেক রঙের ফুল ফোটার তুলনায়..

তাই এই যে খোঁজা, সেটার সূত্র মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।
কোনও কিছুই ভালো লাগেনা, এমন ব্যাক্তি কেউ নেই, কারণ ওই ভালো লাগা সম্বল করেই, সে পৃথিবী তে এসেছে।

আপাত ভালো মন্দ, দুঃখ কষ্ট, ভাব অভাব এসব যাই হোক না কেন... এক অর্থে সবই,ব্যাক্তি বিশেষের ভালো লাগার মধ্যেই পড়ে।
যারা বুঝতে সক্ষম, তারা তো বুঝতেই পারছেন, কিন্তূ যারা বুঝতে সক্ষম নয় তাদের জন্য বিধান কি?

তাদের যত্ন করে বোঝাতে হবে। একটুখানি ধরিয়ে দিলে –মহেন্দ্রনাথের কথা অনুসারে তারা আসাধ্য সাধন করবে।
এটা এযুগে নিশ্চিত।

তাই তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার কথা তিনি বলেছেন।

হ্যাঁ, অস্বীকার করার তো কোনও প্রশ্নই আসেনা যে, প্রথমত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এগুলোর চাহিদা তো মেটাতেই হবে।

এর সঙ্গে জুড়বে শিক্ষা।
তারা যদি কাছে না আসতে পারে, শিক্ষা কেই সেখানে যেতে হবে।
এটা যেমন স্বামীজীর –Man making Education, সেইরকম মহেন্দ্রনাথের স্নায়ু বিজ্ঞান শেখানো।

সূত্র তবে কি দাঁড়ালো?

যে যা কিছু ব্যবহার করেন, তা সে কোনও কৃষির যন্ত্রপাতি হোক, নিত্য ব্যবহার্য কোন পণ্যই হোক বা নিছক থাবার থাকার ব্যবস্থা করাই হোক আর এর সঙ্গে প্রচলিত লোকশিক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রতো আছেই।

ওই সূত্র ধরে প্রতিদিন খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও, সবাইকে কিছু চিন্তা করতে হবে।
শুরুতে একটু অসুবিধা হলেও, অল্পদিনেই তা আনন্দের সঙ্গে অভাসে পরিণত হবে।
এটাই মহেন্দ্র কৌশল!

এইভাবেই একালে উনি শক্তির উদ্বোধন করাবেন।

স্নায়ুবিজ্ঞান চর্চার মূল উদ্দেশ্যই হল... অসীম শক্তির দুয়ার টি সবার জন্য খুলে দেওয়া।
[13:36, 6/12/2024] Bon: খুঁজে দেখতে শেখা.. ৩

অনেক ছোট বয়সের ছেলে মেয়ে আছে,যাদের কোনো না কোনো হবি আছে, এদের কেউ কেউ ছবি আঁকতে ভালোবাসে তো কেউ গান, কেউ বা আবার যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে আনন্দ পায় ইত্যাদি।

শ্রী শ্রী ঠাকুরের নিজের কথা, যারা গান বাজনা বা কোন একটা বিষয়ে ভালো-তাদের শীঘ্র শীঘ্র ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।

এই সত্যি সত্যি ভালো হওয়াটা.. সম্পূর্ণভাবে নিজের ভালোলাগা থেকেই আসে। জোর করে চাপিয়ে দিয়ে নয়।

মনে হয় ঠিক ওই সময় থেকে, কেউ যদি ওদের পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের কিছু কিছু কথা ওদের শোনাতে ও বোঝাতে পারেন যাতে ওরা উৎসাহিত বোধ করে আর বয়স আর একটু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই মূল বই বা ব্যাখ্যা পড়তে শুরু করে তাহলে অসাধারণ ফল ফলবে।

এখনকার অনেক বাচ্ছার মধ্যে অনেক প্রতিভা হয়ত লুকিয়ে রয়েছে, খুব বিশেষ কিছু করে যদি ওদের সবাই নাও দেখাতে পারে, কিন্তু কিছু সংখ্যক যে পারবেই, এটা জোর দিয়েই বলা যায়।

এছাড়া প্রত্যেকেই সামগ্রিক ভাবে যে উপকৃত হবে, এ বলাই বাহুল্য।

এতে দেশ ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন হবে।

শুধু ওদের অন্তত এটুকু বলতে হবে যে, এই যে তোমার, এই বিষয়টা এতো ভালো লাগে, তোমাকে এতো আনন্দ দেয়..

ঠিক যাচ্ছে।

কিন্তু তুমি যদি আরও একটু এগিয়ে যেতে চাও আর অনেক বেশী আনন্দ পেতে চাও তাহলে দেখ তো মহেন্দ্রনাথ তোমাদের কি বলছেন আর কি ভাবে এগোবার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এতে তোমরা একদিন একেবারে নতুন কিছু করে সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিতে পারবে।

আর ওদের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, নানান ওদের মতন করে যোগাযোগের ঠিকানা, বিভিন্ন জনের জীবনকথা ইত্যাদির একটু প্রাথমিক ইঙ্গিত দেওয়া যায় তাহলে ওরা ঠিক ঠিক.. খুঁজতে শিখবে।

[13:36, 6/12/2024] Bon: পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ তাঁর Formation of the Earth বইটিতে বিশদভাবে ও অন্যত্র বিচ্ছিন্নভাবে স্নায়ুর বিভিন্ন স্তর ও অবস্থানের কথা বলেছেন।

পাথরে এবং অন্যান্য তথাকথিত স্থূল বস্তুর ভেতরেও যে স্নায়ু আছে, তা তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই যে স্নায়ুর কথা বলা হচ্ছে, তা স্বয়ং স্বামীজী তাঁর 'রাজযোগ'বইতেও বহু আগে আলোচনা সেরে রেখেছেন এবং যা তখনই ছিল - একটা বিজ্ঞান স্বীকৃত তত্ব।

এই স্নায়ুর মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি থাকায়, এর বিভভ প্রভেদ পাওয়া যায়, যার একক হল -ভোল্ট।

পাথরেও স্নায়ু থাকায়, ওই বিদ্যুৎ শক্তি বিশেষ উপায়ে আহরণ করা সম্ভব।

লক্ষ্য করলেই বুঝবেন, ওই আফ্রিকান ছেলেটি কিন্তু অতি অল্প বিদ্যুৎ শক্তিতে চলে, এমন আলো জ্বালাবারই ব্যবস্থা করেছে,সম্ভবত LED দিয়ে।

ও বলছে নতুন ধরণের পাথর বানাবে.. এটা করা সম্ভব নয়। কারণ সবাই জানেন যে, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বহুদিন ধরে প্রসেসড হয়ে, পাথর তৈরী হয়।

তবে বিভিন্ন পাথরের গুণাগুণ বিভিন্ন।

মহেন্দ্রনাথ আরও সাংঘাতিক কথা আমাদের শুনিয়ে রেখেছেন, যা হল... এই পৃথিবী এক অতি বিশাল বিদ্যুতের সঞ্চায়াগার, বিশেষ প্রক্রিয়ায় এ থেকে ভবিষ্যৎ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিরকম হবে,আমরা কি ধারণা করতে পারছি?

আমরা জানি, এই পৃথিবী সমস্ত বিদ্যুৎ আহরণে সক্ষম আর সেইজন্যই earthing করা হচ্ছে ইত্যাদি বলা হয়।

কিন্তু মহেন্দ্র তত্ব তো সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে!

এতে পৃথিবী পৃষ্ট হয়ে যাবে –পসিটিভ।

তাহলে বর্তনি পূর্ণ হবে কি দিয়ে?

Earth কোনটা হবে, যাকে ভুল হলেও আমরা নেগেটিভ বলি..

মনে হয়, খোলা আকাশ, সেই নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রণালীর earth এর কাজটি করবে।

কারণ এর একটা সহজ উদাহরণ আমরা দিতে পারি.. পুরোনো রেডিও তে earth আর এরিয়াল ব্যবহার করা হতো।

অর্থাৎ আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন।

আজকের antenna ওই আগেকার এরিয়াল।

স্বামীজী আরও বিস্তৃত করেছেন, তাঁর ব্যাখ্যা।

তিনি বলছেন আকাশ আর প্রাণের কথা।

নিকোলা টেসলা,তাঁর জীবনের শেষ ৩০ বছর এই আকাশ আর প্রাণের চিন্তা করে কাটিয়াছিলেন!

মাঝে মাঝেই তিনি ওই শব্দদুটো বলে উঠতেন আর এও বলতেন... ওই ভারতীয় পুতুল পূজারী নিশ্চই ঠিক কথাই বলেছিলেন সেই ১৮৯৩ তে।

স্বামীজী বলছেন 'প্রাণ' আকাশে লয় হয়।

অর্থাৎ, প্রাণ বা বিদ্যুৎ শক্তি আকাশে গমন করে... এই অর্থে আকাশ হল earth!

মহেন্দ্রনাথের পরমাণুর ধারণায়... কেন্দ্রে রয়েছে 'বিদ্যুৎ' আর পরিধিতে 'তাপ','আলোক'ইত্যাদি।

আমরা কিছু নতুন পথ যে দেখতে পাচ্ছি এতে সন্দেহ নেই।

[13:36, 6/12/2024] Bon: স্যার আমার মনে হয় সময় না হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস ঘটা সম্ভব নয়। তাই য়ার তখন সময় হবে প্রকৃতি তাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে। এটা আমার খুদ্র বুদ্ধি থেকে বলছি, যদি কোন ভুল হয়ে থাকে আমাকে নিজ গুনে খমা করে দেবেন। 🙏🙏🙏

[13:36, 6/12/2024] Bon: একেবারে ঠিক কথা।

সব মাপা আছে।

ভালো থাকবেন ও শুভেচ্ছা জানবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: চমৎকার ব্যাখ্যা । উদাহরণ সহযোগে আরো প্রাঞ্জল হয়েছে ।

👍🍀❤️

[13:36, 6/12/2024] Bon: খুঁজে দেখতে শেখা... ৪

ওই ছোটরা একটু বড় হলে আর একটু স্বাধীনতা পেলে,দেখা যাবে যে ওরা আসাধ্য সাধন করছে।

অভিভাবক শুধু দূর থেকে নজর রাখবেন আর ভালো কথা শুনিয়ে প্রেরণা দেবেন।

ওরা দেখবেন কতরকমের ছোটখাট জিনিস নিজেরাই বানিয়ে ফেলছে আর খুব আনন্দ পাচ্ছে।

ওদের নিজেদেরই ওই সব জিনিস সংগ্রহ করতে দিন আর পারলে, ওই জাতীয় কিছু ছোট বই বা ম্যাগাজিন এনে দিন।

আর কিছু না কিছু যেন আউটডোর গেম বা স্পোর্টস এ নিয়মিত অংশ নেয়, সেটাও দেখতে হবে।

দেখবেন যে পড়ার বই তে সেরকম মন বসতো না, সেটাও যেমন ভালোভাবে যতটা চলার চলছে, এদিকে ভালোলাগার বিষয়ের বই পেয়ে, তাতেও মশগুল হয়ে গেছে।

কিছু করার নেই..

আপনারা শুধুই দর্শক।

ও ওর ভালোলাগার কেন্দ্র আর তার জন্য যে উৎসাহ দরকার ছিল -সে দুটোই পেয়ে গেছে।

যদি জীবনে ওকে সত্যিই সফল যথারোর্থে দেখতে চান, তাহলে ওকে নিজের মতন করেই, এ যুগে চলতে দিতে হবে।

ও দেখবেন কিছু পরেই, নানান পপুলার কোন ম্যাগাজিনে ওর নিজের কোন লেখা ইত্যাদি পাঠাতে চাইছে।

আপনারা খুব উৎসাহ দেবেন। ওরাও যদি কোন সাহায্য চায়, তাও যথাসাধ্য করবেন।

এরপর দেখবেন ও হয়ত প্রথা ভাঙতে চাইছে!

যেসব প্রচলিত বিষয় আপনাদের জানা ছিল এবং কিভাবে এগোতে হয়, সে সম্মন্ধে যা ধারণা ছিল... সেসব প্রত্যাখ্যান করে, ও নিজের চেষ্টায় হয়ত কিছু অল্প স্বল্প রোজগার করেও হয়ত এমন কোন জায়গায় এডমিশন নিলো, যা ঠিক প্রথাগত নয়, কিন্তু যথেষ্ট আধুনিক!

চলতে দিন।

মজার ব্যাপার লক্ষ্য করবেন, ওর অনুসন্ধিৎসা দেখে, কিছু শিক্ষকের নিশ্চিতভাবে ও নজরে পড়ে যাবে।

আর এরপর ওই শিক্ষকরাই ওর সামনে হঠাৎ করে বিশ্ব দেখার দৃষ্টিদান করে দেবেন।

ও সেই আলোয় আরও খুঁজতে বুঝতে চেষ্টা করবেই আর এরপরে এগিয়ে চলবেই... কেউ ওকে বাধা দিতে পারবে না।

বাধা অবশ্যই আসবে, কিন্তু ও জয়ী হবে সবসময়!

এই জাতীয় মানুষ জাতির উন্নতির জন্য–স্বামীজী চেয়েছেন আর মহেন্দ্রনাথ–এই জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: নিত্যতে যুক্ত হয়ে,লীলা দেখা...

একেবারে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা, শুধু একটু অন্যভাবে!

এই নিত্যতে পৌঁছতে হলেই, ইন্ডিভিজুয়ালটি–অন্তত সেই সময় থাকে না তো বটেই, উপরন্তু, একবার গেলে, সারাজীবন, মনে হয় অনন্ত জীবনেও আর বিচ্ছেদ এর ব্যাপার ঘটে না, এমনকি দুঃখ, কষ্টের মধ্যেও।

অতএব আলাদা করে, কাটা যদি নাও যায়, তাহলেও ওই ব্যাপার স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ঘটে থাকে।

তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন, যদি এই 'আমি'নেই যায়, তাহলে 'দাস'আমি হয়ে সব কাজ করলেও চলবে।

মারাত্মক সমাধান!

আর মহেন্দ্রনাথ বলছেন... সেখানে গেলে, কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়, একটু পরেই এই গুণের রাজত্বতে নেমে আসতে হয়।

শ্রী শ্রী ঠাকুর আবার বলছেন... একধাপ নেমে থাকার কথা।

এগুলো সবই যুগের প্রয়োজনে আপামর সাধারণ মানুষজনের জন্যই বলা বলে মনে হয়।

মহেন্দ্রনাথ ব্যাক্তিত্ব বিসর্জন দিতে বলেন নি, কিন্তু যা বলেছেন তাতে... আসল ব্যাক্তিত্ব ফুটে উঠে, জগৎ কল্যাণ এ ব্রতী হয়।

ব্যাক্তিগতভাবে এইটুকুই বুঝতে পেরেছি।

[13:36, 6/12/2024] Bon: দোসরা জুলাই, 1940 ।

কথাপ্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ বলছেন –" স্থূলে যাও, - এক রকম । সূক্ষ্মে যাও , - আর এক রকম । কারণে যাও, মহাকারণে যাও , -- আর এক রকম ।

এখান থেকে ঐ দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছ, ওই ওখানকার দূরে ধোঁয়া মত দেখছ, আরও দূরে – দেখতে পাচ্ছ না । দু – হাত ওপরে ওঠ , - দেখবে, গড়ের মাঠে কি হচ্ছে , ওখানে কি কথা হচ্ছে। "

[13:36, 6/12/2024] Bon: একদম ঠিক কথা, এগুলোর সব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।

আপনি প্রণাম জানবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: এবার ইলেকট্রিক সুইচ দিলাম । ডায়াল লাইট জ্বলে উঠল । কিন্তু কোনও আওয়াজ নেই কেন ? কি সমস্যা হল ? সবাই আমাকে দেখছে । Volume knob ঘুরিয়ে বাড়ালাম, তবু আওয়াজ নেই । Volume full on করে দিলাম ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: হঠাৎই রেডিও গর্জন করে উঠল । আমি এক লাফে দরজার বাইরে । ভীষণ জোরে বাঙলা বলছে । তখন ব্যাপারটা মনে পড়ল । Volume কমিয়ে সবাইকে বললাম –" সাহেব বলে দিয়েছিল যে valve গরম না হলে কাজ করে না ।"

[13:36, 6/12/2024] Bon: শ্রদ্ধেয় প্রশান্তবাবু,

খুব চমৎকার লেখা ও অন্তর রেডিওর বিবরণী শুনছি।

আমাদেরও ঠিক ওই বড় একটা সেট ছিল, হলুদ এর ওপর লাল রঙে স্টেশন সব লেখা।

ছাদের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত টাঙানো এরিয়াল আর নিচে আর্থ।

সুভাষ বোসের সময় জন্মাইনি, তবে ওই রেডিওতে মুজিবরের কন্ঠস্বর শুনেছি।

বাড়ির বন্দুক ইত্যাদি ক্লিনিং করা আর টোটার ব্যাপারও জানা, বছর বছর কাকা লাইসেন্স রিনিউ করাতে নিয়ে যেতেন।

দাদামশাই ছিলেন লেফটেনেন্ট কর্নেল আর বেজায় সাহসী ছিলেন, প্রথম জীবনে করাচী তে first ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর সময় ছিলেন আর রেজিমেন্ট এ কাজী নজরুল ও ছিলেন।

পুরোনো অনেক কথা মনে আসছে।

প্রণাম নেবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: বাঃ বাঃ birds of same feather !

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্রনাথ ইলেকট্রিসিটি আর কেমিস্ট্রি পড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আর কতদিনের মধ্যে এইসব বিষয়ে মোটামুটি একটি জ্ঞানলাভ করা যায়, সেটাও বলে দিয়েছেন।

এটা জাস্ট ৬ মাস।

এই সীমিত সময়ের মধ্যেই পাঠ শেষ করতে হবে।

বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতেই হবে।

বিভিন্ন ধরণের vibration নির্ভর যন্ত্রপাতি তৈরির ক্ষেত্রেও –ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার এর ওপর জোর দিয়েছেন।

কিছু না কিছু অর্থকরী কাজের সঙ্গে, কিভাবে এই শিক্ষা গ্রহণ করা চলতে পারে, সেটাও উল্লেখ করেছেন।

ক্লাস এর সময় সম্মন্ধেও আলোকপাত করেছেন।

সকালে মানে প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এই ক্লাস চালানোর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন আর মাঝখানের সময়টাতে যাতে শিক্ষার্থীরা অর্থ উপার্জন করতে পারে, সেই সুযোগ করে দিয়েছেন।

সত্যিই এই পদ্ধতিতে নিশ্চিতভাবে অসাধারণ ফল মিলবেই, কারণ এতে বিষয়ের সার গ্রহণ করে, তা কাজে লাগাবার চেষ্টা থাকবে, অযথা সময়ের অপব্যাবহার হবেনা।

একটি ছেলে বা মেয়ে, এই যোগ্যতা নিয়েই অসাধারণ উৎকর্ষ দেখাতে পারবে, কারণ সে কৃষিই হোক বা কোন কারখানা, যেখানে শিক্ষার্থী ওই মধ্যবর্তী সময় ব্যায় করবে, তা প্রাকটিক্যাল ক্লাসের কাজ করবে, অর্থাৎ ল্যাবরেটরির মতন যথার্থভাবে সাহায্য করবে।

এতে দেশের যেমন উৎপাদনশীলতা বাড়বে, তেমনি বেকারত্ব ও কমে... অগ্রগতি হবে।

সঙ্গে নিজস্বতা বা উদ্ভাবন এর দরজাও খুলে যাবে।

আর যেটা উনি বলেন নি, আমাদের বোঝার জন্য রেখে দিয়েছেন, সেটা হল –অবশ্যই ওনার রচিত সহজবোদ্ধ বইগুলো অবশ্য পাঠ করতে হবে, এতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক... সর্বপ্রকার উন্নতিই সাধিত হবে।

এই নিয়ে তাই বিদগ্ধ এবং সর্বস্তরের মানুষের চিন্তাভাবনা এখনই শুরু করা উচিত বলে মনে হয়।

[13:36, 6/12/2024] Bon: Equilibrium position of mind is supposed to be cosidered as static electricity as well as inquisitive / analytic mind can be considered as current electricity. Please note that it is completely my logic which may be wrong.

[13:36, 6/12/2024] Bon: Respected Amarda,

Your example is excellent. Thanks & Regards.

In fact, Statical Electricity is much more stronger than that of Current Electricity.

Further, the the first one can be considered as a source where the second one is an effect only.

Your view is really unique...!

[13:36, 6/12/2024] Bon: We know electricity will be operational when there is any potential difference occurred.Now the question is how our Indian Sadhak can able to move with their shukkha sarir? Is it possible with the Neuro potential difference or not?

[13:36, 6/12/2024] Bon: Where there is an idea-the existence of electricity must be there.

The only difference stands in between the grosser nerves and the finer nerves is simply the compositional factor.

The suppositioal atomic particles(tanmatra), by which the finer nerves take shape are much finer in contrast with the grosser nervous system.

So, otherwise the operational characteristics will remain same and by turn it proves that the same very potential difference obviously will be there.

Regards Amarda.

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র নাথ দত্তের পক্ষে অসম্ভব বলে কোন জিনিস ছিল না, কারন উনি একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, উনি জগতের রহস্য সন্মধ্যে সমস্ত তথ্য ওনার মস্তিকের মধ্যে প্রগাম করা ছিল,যখন উনি য়া ভাবতেন সেটাই ওনার সামনে উপস্থিত করতে পারতেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: Naad Brahma hole, manush eai Brahmer vikash.Now the million dollar question how we achieve this Brahma gayan? As per Thakur, Swamiji & Purnadarshan Karmer madhyame, sadhana dhara brahma gayan aarjan kora jai with the perfect tuning of our mental frequency, inquisitive mind and capabilities to adopt all odds & Evans.

[13:36, 6/12/2024] Bon: ঠাকুরের ভাবধারায় যারা বিশ্বাসী, তারা তো অনেকটাই বুঝতে পেরেই আছেন।

স্বামীজী বলছেন,আমরা শুধু কয়েকধাপ নিচে আছি।

আরও বলছেন, ওই আনন্দ –ব্রহ্মরই আনন্দ আমরা এটা ওটার মধ্যে দিয়ে যেটুকু পাচ্ছি।

ব্রহ্ম, আত্মা আর চূড়ান্ত সত্য একই।

ভাবের ভেতরে থাকলেও, ওগুলো আমাদের চট করে বিশেষ আলোরিত করতে পারবে না –এই জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর "কিছু সাধন চাই", এই কথা বলেছেন।

পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ, আমাদের অবস্থা বুঝে শুধু কাজের সঙ্গে একটু বিশেষভাবে জপ করার কথা বলেছেন।

যে কোনো কাজ নিয়ে গভীরভাবে ভাবলে–একটা পরিবর্তন আসবেই, যেটা ওই চরম জ্ঞান এর ছোঁয়া আমাদের নিশ্চিত মনে হয় দিতে পারে।

শ্রদ্ধেয় অমারদা –আপনার প্রশ্নগুলো সুন্দর হচ্ছে।

প্রণাম জানবেন।

[13:36, 6/12/2024] Bon: কল্পনা ছুটছে–বাস্তব ও ছুটছে ====

কে জিতবে?

ছোটার কম্পেটিশনের জন্য তো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট এ অন্তত–ঐ দুজনকে দাঁড় করানো চাই.. তাই না?

কিন্তূ হাজার চেষ্টা করেও তো কিছুতেই দাঁড় করানো যাচ্ছে না ওদের!

মহা মুশকিল।

তাহলে কম্পেটিশনটা শেষমেষ কি বন্ধই করে দিতে হবে আর আমরাও যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে যাবো?

শেষ চেষ্টা যাহোক একটা করা যাক।

আমরা খুব বাস্তববাদী হয়েও, কিছু ধার নিতে দেখছি বাধ্যই হচ্ছি।

এখন তো ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম এর রমরমা,তাই ঐ ভার্চুয়াল মানে অদৃশ্য অবস্থায়... চুপি চুপি কল্পনার কাছে গিয়ে না হয় বলি.. একটুখানি 'কল্পনা'ধার দিলে খুব ভালো হয়।

আমরা কম্পিটিশনটা ভার্চুয়াললি করতে তাহলে পারবো, যেখানে প্রতিযোগী তুমি হবে আর বাস্তব হবে।

আমরা দেখবো শুধু –কে জেতে।

কল্পনা হেসে বললো... ঠিক আছে, কিন্তূ আমারও তো একটা শর্ত থাকতে পারে।

কি সেই শর্ত?

আমার আগেকার ধারগুলো শোধ করে দিলেই,আমি আবার ধার দেবো।

সেকি, কি করে আমরা এতো যুগ যুগের কল্পনা নেওয়ার আর ব্যবহার করার ধার শোধ করতে পারি?
কল্পনা আবার হেসে বলল, তুমি তো এই কথাটাও আমার থেকে ধার নিয়েই বললে.. তাই না?
হ্যাঁ, তাই তো!

তাহলে শোনো, তুমি বরঞ্চ বাস্তব কে গিয়ে বলো যে, কবেই তো হেরে বসে আছো – এখনো কম্পেটিশনে নাম দেবার ইচ্ছে..

যত যত সিদ্ধান্ত নিয়েছো আর এখনো নিচ্ছ...ওসবই তো আমার।

তোমার নিজের অস্তিত্বটাও তো আমার থেকেই ধার করে বজায় রেখেছো।

এই শক্তি,ঐ শক্তি, এ গতি,সে গতি, তাদের আবার গতিবেগের পরিমাপ করে সব বলছো... কিন্তু আমার গতিবেগ কি মাপতে পেরেছো?

এবার একবার ভাব তো এই জগৎটা ঠিক কি দিয়ে গড়া আর বেদান্তর সঙ্গে কি কিছু মিল আছে...
[13:36, 6/12/2024] Bon: আবশ্যিক বিষয় জ্ঞান.. ৩

মহেন্দ্রনাথ যে কি অপূর্ব প্রণালীতে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিটা রচনা করেছেন,তা শুধু আধুনিকই নয়,পরন্তু প্রচন্ড ফলদায়ী।

এতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একজন স্বাবলম্বী হবার ঠিকানা খুঁজে পাবেই পাবে।

একদিকে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর আর অন্যদিকে ব্রহ্মচার বই পড়া... এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অপ্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যাপার স্যাপার কেটে বা সরে গিয়ে... সারটি অন্তরের অন্তস্থলে প্রথিত হয়ে যায়, সারা জীবনের মতো আর পুরো শিক্ষাটা পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী হয়ে ওঠে!

স্বামীজীর শেখো বিজ্ঞান আর শেখাও বেদান্তের... ভাষ্য ও জীবন্ত মূর্তিই –এই নব পদ্ধতিটা।

প্রথমত আমাদের নিজেদের যে কিছু আছে, সেই ব্যাপারটা ভেতর থেকে জানলেই... উদ্যোম আর আত্মনির্ভরতা আপনা হতেই আসবে।

ছেলেটি বা মেয়েটি, এক নব দিগন্তের দর্শন পেয়ে আর সেটার ব্যাবহারিক প্রয়োগের বিশাল ক্ষেত্র পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে লেগে যাবে। এতে যেমন আসবে আনন্দ তেমনি সম্মানের সঙ্গে আসবে বিদেশি মুদ্রাও!

মুদ্রাস্ফীতি শব্দটা আমাদের দেশ থেকে অদৃশ্য হতে শুরু করবে।

বর্বরতা কমে, সাবলীলতা ও শান্তি সমাজে বিরাজ করবে।

তথাকথিত সভ্যতার পরের ধাপে উত্তরণ এইভাবেই হবে।

বিশ্ব জুড়ে বিচরণ করবে অগণিত জনগণ আর ক্রমশ এগোতে থাকবে... সত্য লাভের পথে।

সত্যে যারা আগে প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা বিশ্ব শিক্ষকের ও বিশ্ব ব্যাবসায়ীর মর্যাদা নিশ্চিতভাবে পাবে আর অফুরন্ত উৎসাহ পেয়ে জগৎবাসি ঘুম ভেঙে নতুন কল্পের গল্প শুনতেই ব্যাস্ত হবে।

এই অভূতপূর্ব পট পরিবর্তনই রামকৃষ্ণ যুগ ভাবের উদ্দেশ্য ও আশীর্বাদ।

[13:36, 6/12/2024] Bon: মহেন্দ্র আধ্যাত্মিক দর্শন

আধ্যাত্মিকতায় কি সুদ পাওয়া যায়?

একেবারেই যায়না বলেই মনে হয়।

আধ্যাত্মিকতা কি সঞ্চয় করা যায়?

সেটা মনে হয় যায়।

কি ভাবে?

আমরা তো শুনে থাকি, এই মনুষ্য জন্ম পাবার আগে ৮০ লক্ষবার এদিক ওদিক নাকী জন্মেছি।

এসব যদি ছেড়েও দিই, তাহলেও যে অজস্র কোটি ভাবের ভেতর দিয়ে যে চলেছি, তা কিন্তু প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর এখনো চলছি।

এইক্ষেত্রে তাহলে যদি এইরকম করে একটু ভেবে নেওয়া যায় তো কেমন হয়?

১ জন্ম = কিছু শক্তিলাভ = কিছু আধ্যাত্মিকতাও রয়েছে।

৮০ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নয়।

১ জন্ম= ১ ফিক্সড ডিপোজিট ধরা হল, কিন্তু বিনা সুদে!

তাহলে আমাদের এই মনুষ্য জীবনের ক্রেডিট কার্ড কি বলছে?

বিশাল এক অংকের সংখ্যা কি দেখাচ্ছে না?

নিশ্চিতরূপে গণনা তো তাই বলছে।

কিন্তূ আমাদের প্রত্যেকের ভেতর এতো শক্তি, এতো আধ্যাত্মিকতা রয়েছে.. কৈ আমরা তো বুঝতে পারছি না!

এই জন্যই তো মহেন্দ্রনাথদের মতন প্রযুক্তিবিদদের প্রয়োজন।

এঁরা মানুষ-মেশিন গুলোকে ঠিক করে দিয়ে কার্ড ইস্যু করেন।

যে যার নিজস্ব স্নায়ু-মণ্ডলীতে ঐ কার্ড ঢুকিয়ে শক্তি এবং আধ্যাত্মিকতা বের করতে পারেন আর তারপর তো অবশ্যই ব্যবহারও করতে পারেন।

ওনারা আবার বিশেষ ধরণের ইউনিক নাম্বার যুক্ত ডেবিট কার্ডও ইস্যু করেন..

এতে কোন কোন খাতে ব্যায় করলে লাভ বেশী আর ঋণও হয় না... এ সমস্ত নির্দেশাবলি থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তার মানে আমাদের এতো সঞ্চয় সত্যিই আছে?

আছে মানে.. ইন্টাক্ট আছে, কেউ কোনো ভাবেই ঐ সম্পদ ছিনিয়ে নিতে বা কোনো ফ্রডিং করতে পারবে না.. এতোই সুরক্ষিত।

এরপরেও কিন্তূ আরও অনেক কিছু আছে যা দেখলে চমকে উঠতে হবে...!

[13:36, 6/12/2024] Bon: যথাযথ প্রতিবেদন।

গ্রাম বাংলা যে অনেক এগিয়ে এসেছে, তা দেখা যায়।

ভারতের ১০ টা রাজ্যের ভেতর আমরা ৩ নং এ রয়েছি উৎপাদন শীলতায়, আর এর বড় অংশ কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প থেকে।

Toilers Republic সত্যিই চোখে দেখা যায়।

MSME র নানান স্কিম তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ এখানে বিশেষ ব্যবহার করে বলে দেখতে পাচ্ছিনা।

আর একটা বড় অসুবিধা হল, কিছুতেই ৫ জনকে একটা পরিশ্রম যুক্ত লক্ষ্যে এখানে একত্রিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই স্কিম থাকলেও লক্ষ্য ভেদ করা যাচ্ছে না।

Post করার জন্য ধন্যবাদ ও নমস্কার।

[13:36, 6/12/2024] Bon: So we can't able to reflect our full potential in the ultimate result.As per Swamiji Muslim body framey Hinduder mashtiska + korle keu aamader rodh korte parbe na.As per Purnadarshan aamader sanskar+intelligence will create havoc progress. Alas we can't able to do so due to narrow socio political outlooks.

[13:36, 6/12/2024] Bon: Respected Amarda,

I am sorry for my delay in responding you.

In fact, what Swamiji said that is an Islamic Body with a hindu brain, really can bring significant change in our society at large.

It can't be cultivated since it is a product of culture only.

We are unknowingly moving towards that to fulfil our dream.

Mahendranath's Nerve Theory is the only solution at this point of time, because, it covers the whole of Human being.

I only differ with the opinion as reflected in regarding the IAS/IFS /IPS spectra.

Many talanted Bengalies, both from Bengal and outside now are holding key positions Internationally.

They are CEOs, CFOs etc. in Giant MNCs.

So, the propagation of innovative and systematic ideas of Mohendranath with extensive commentry are urgently calledfor.

Best personal Regards.

[13:36, 6/12/2024] Bon: শক্তি সঞ্চয়ের উপায়

এতো নানান পথেই হয়, তবে নিজের ভালোলাগার বিষয়ের ভেতর দিয়ে একটু চলতে পারলে তাড়াতাড়ি হয়।

এখানে কিছুটা হলেও ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন হয়।

প্রথাগত পথগুলো তো সবাইকে একটা ছাঁচে ফেলে দেয়, ফলে নিজস্বতা নির্মূল হয়ে যায়।

কিন্তু ঐ পথগুলো থাকলেও যদি কোনো বিষয়ে ভালোলাগা সত্যিই থাকে, তাহলে কোনো না কোনো বিকল্প পথ দেখতে পাওয়া যায় নিশ্চিতভাবে।

ঐ পথ ধরে চলতে থাকলে, প্রথম প্রথম আশানুরূপ সাফল্য আসার সম্ভাবনা কম থাকে, কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে চলতে থাকলে যেমন বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ হতে থাকে,সেইরকম আনন্দও পাওয়া যায়।

অল্প একটা সাফল্যও তখন উদ্যমের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।

এর সঙ্গে যদি কিছু উৎসাহ, সে কোনো ক্রেতাই হোন বা কোনো সংস্থা যারা ঠিক ক্রেতা নন, অথচ বিপনণের সহায়ক -তাহলে এগোনো আরও প্রবল আকার ধারণ করে আর সাহস এবং আত্মবিশ্বাস প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়।

এই করতে করতে ছোট একটা সংস্থা গঠনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় জানা হতে থাকে, বহু নতুন ধরণ ও শ্রেণীর মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং দেশ বিদেশ ঘোরাও শুরু হয়ে যায়।

[13:36, 6/12/2024] Bon: Trikal darshi Mahamanab ra like Thakur,Swamiji,Purnadarshan and others can able to disperse the internal light waves of their nervous systems thru these lenses but we can't. 🙏🙏🙏

[13:36, 6/12/2024] Bon: ধর্ম ও দর্শনের প্রভেদ

একটি বেশ কিছুটা ইন্টেলেকচুয়াল আর অন্যটি অবশ্যই পুরোপুরি সাধনস্বাপেক্ষ।

একটির ধ্যান গাঢ় না হলেও চলে যায়, অন্যটাতে একেবারেই চলে না।

একটির অনুভূতি মনে রেখে বা না রেখে, অন্যটি মিশে যাওয়া চেতনাতে।

প্রথমটায় দেহবোধ অনেক সময় যথেষ্ট উপস্থিত,পরেরটায় চেতনায় লীন হয়ে -দেহের ভেতর কি হয়, তা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই অনুভব।

একসময় দেহের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে মন-চেতনার মহা উন্মেষ।

শক্তির প্রবাহ নিজেকে কেন্দ্র করে-সর্বদিকে ধাবমান।

এরপর চেতনা ও শক্তির মিলন মস্তকের উপরে বা অনেক ওপরে।

অবশ্যই সেখানে যে কিছু আছে আর যা আছে, তা যে প্রবল স্বক্রিয়, তা বোধে বোধ।
শাস্ত্রের ভাষায়, শিব ও শক্তির মিলন।

"ক্রীড়া কর কুতুহলে" অবস্থা।

এরপর দেখা যায় না, কিন্তু ঝরতে থাকে, বৃষ্টির ফোঁটার মতন-শাস্ত্র বলেন 'অমৃত'।

অল্প সময় হয়ত, এই অবস্থায় থাকা.. কিন্তু পরিমাপ করলে হতে পারে দু এক মিনিট মাত্র।

স্মৃতিতে কতক্ষন থাকে এই অনুভূতি-চিরকাল।

আবার পাবার কি আশা জাগে মনে?

নিশ্চই জাগে, কিন্তু বোঝা যায়-সবটা নিজের হাতে নেই, এমনকি চেষ্টা করেও আর ঐ আস্বাদন হচ্ছে না।

তার মানে কি বুঝতে হবে?

একজন কেউ নিশ্চই রয়েছেন, যিনি এই অবস্থা জীবকে প্রদান করেছেন আর পুনরায় তাঁর ইচ্ছাতেই একমাত্র, ঐ অবস্থা পুনরায় প্রাপ্তির আশা রাখা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব তে কি তখনই কি বিশ্বাস আসে?

না!

অনেকটা মনে হয় পরে আসে, যখন বোঝেন নিজের আপ্রাণ চেষ্টাতেও সবকিছু প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে না।

স্বামীজী প্রমুখ ব্যাক্তিদের মনে হয় একটি স্তরের ছাড়পত্র আছে।

তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন নিত্য সিদ্ধ, ধ্যান সিদ্ধ ইত্যাদি।

আর নিজে স্বামীজী বলছেন, "ধ্যানই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা"

বলেন নি-সমাধি।

ওটি আরও উচ্চ স্তরের ছাড়পত্র।

ঐটিও ঈশ্বর ইস্যু করে থাকেন, তবে অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে শুধুমাত্র।

স্বামী শুদ্ধানন্দযখন সোজাসুজি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কে জিগ্যেস করেন,"সমাধি করিয়ে দিতে পারেন?"
মহারাজ বলেন-তা পারি আর শ্রী শ্রী মায়ের কাছে গেলে, এক নিমেষেই হয়।
তবে নিজে নিজে চেষ্টা করাই ভালো।

এটাও মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপা এবং অনুমোদন স্বাপেক্ষ।

সাধে কি আর মানসপুত্র আর অধ্যাত্ব জগতের রাজা...

স্বয়ং স্বামীজীও কি বলেন নি... রাখালের স্পিরিচুয়ালিটি আঁকড়ে ধরা যায় না..

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথও কি ওনাকে বসে বসেই সমাধিস্থ হতে দেখেন নি -বেলুড় মঠে?

তাই দর্শন ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, না হলে, দুটো আলাদা শব্দই হতো না.. তাই না..

স্বয়ং রাখাল মহারাজ বলছেন, কত যে মজার মজার ব্যাপার আছে রে..

তাঁর কাছে সবটাই ছিল শুধুই খেলা!
[13:36, 6/12/2024] Bon: বিজ্ঞান ও দর্শন

শুনে আসছি-যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেখান থেকেই নাকী দর্শনের আরাম্ভ।

ব্যাপারটা মনে হয় এটা আমাদের দেখার অপূর্ণতাবশত একটা উক্তি।

বিজ্ঞানে প্রথম থেকেই দর্শন উপস্থিত!

মহেন্দ্র-দৃষ্টি দানে, মানে দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে, এটা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

তিনি বলছেন, গাছের কথা বলতে গেলে, তোমার সম্পূর্ণ মনটাকে ঐ গাছের ভেতর প্রবেশ করাতে হবে,আর তবেই তুমি যেটা বলবে, সেটা হবে ঠিক ঠিক ঐ গাছের কথা।

আর এটা না করতে পারলে,ঐ খানিকটা হবে গাছের কথা আর বাকিটা তোমার কথা।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র এই একই কথা বলছে।

বহুকিছুর ওপর সংযমে, সেই সেই শক্তি অর্জন।

তথাকথিত বিজ্ঞানের দুটো যে ধারা-তাত্বিক এবং ব্যাবহারিক,এর মধ্যে ব্যাবহারিকটার কার্যপ্রণালী আমরা তো সবাইই দর্শন করি আর ঐ তাত্বিক ধারায় মনোনিবেশ করলেই, মনের পরিবর্তন সাধিত হয় আর ভেতরে নানান ছবির পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ সেইসব ছবি আমরা দর্শন করে থাকি।

এখন দেখতে হবে, আমরা ঠিক কোন বিষয় এবং অবস্থাকে দর্শন আখ্যা দিয়ে থাকি।

যা স্বজ্ঞানে চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই ধরণের অনুভূতিকে।

কিন্তু পূর্বের দর্শনগুলি কি চেতনাবিহীন ছিল?

মোটেই নয়।

শুধু আমরা বুঝতে পারি নি বা অনুভব করতে পারিনি এইমাত্র।

তাহলে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে যে তথাকথিত বিজ্ঞান থেকে প্রথাগত দর্শন সংক্রান্ত সবকিছুই দর্শনের আওতায় এসে পড়ছে।

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কি হতে পারে আধুনিক পটভূমিতে...

কোনো কিছু দর্শনের বিশ্লেসন করলে,যে ব্যাখ্যা আমরা পাই সেটার নামই... যথার্থ বিজ্ঞান।

চতুর্থত, দর্শন বিভাগ কোন আঙ্গিকে হলে, তা সহজে গ্রহীতার মনগ্রাহী হতে পারে।

পঞ্চমত, কতটা আধুনিকীকরণ করা উচিত, যুগ সংযোগের জন্য।

ষষ্ঠত, এই সবই চলে মৌন অবস্থায় ও প্রায় দেহবোধহীন হয়ে.. গভীর ধ্যানে!